লয়লামজনু।

পারসীক কাব্য।

কবীন্দ্র

শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রায়-মহোদয়ের

সম্পূর্ণ সাহায্যে

শ্রীমহেশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক বঙ্গ ভাষায়

রচিত এবং প্রকাশিত।

শ্রীকাজি সফিয়দ্দিন কর্তৃক মুদ্রিত।

কলিকাতা

বহুবাজারস্থ শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাঙ্গাল সুপিরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১২৭৯।

ভূমিকা।

এই লয়লামজনু কাব্যের মূল গ্রন্থ পারসীক ভাষায় লিখিত। শৃঙ্গার রস ঘটিত এরূপ সুবিমল পরম পবিত্র প্রেমময় কাব্য আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। কোন কোন কাব্য নির্ম্মল আদিরসের ব্যাভিচার দোষ বর্ণনে পরিপূর্ণ হওয়াতে প্রেমিক মাত্রেরি ঘৃণাস্পদ হয়। কোন কোন কাব্যে নায়ক নায়িকার সম্ভোগের বিকার বর্ণিত হওয়াতে পরম বিশুদ্ধ মধুর রসকে এক প্রকার হটুস্থ বেশ্যার ন্যায় বিকৃত করা হইয়াছে। সুতরাং তাহা সাধু দিগের চিত্তের বিনোদ জনক হইতে পারে না। এই কাব্যে সে সকল কোন কলঙ্ক নাই। ইহাতে সম্ভোগ প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকাতেই শৃঙ্গাররস অতি সুশীলা পরম সুন্দরী পতিপ্রাণা কুলবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ইহার পরিশিষ্টে নায়ক নায়িকার মিলন না হইয়া নিধন হওয়াতে অত্যন্ত করুণারসোদ্দীপন হইয়াছে। যে রসকে ইংরাজি ভাষাতে *Tragedy* (ট্র্যাজিডি) কহে। বিশেষতঃ প্রেম পদার্থের যে কি পর্য্যন্ত মাহাত্ম্য তাহা ইহাতে বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। নায়করাজ মজনু যাবজ্জীবন বনবাস স্বীকার করি-

লেন, এবং তাঁহার চির প্রেয়সী লয়লা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি অমূল্য প্রেম নিধি পরিত্যাগ করিতেপারিলেন না। বিশেষতঃ ইহাতে মিলন অপেক্ষা বিরহ ভাবের আধিক্য থাকাতেই প্রকৃষ্টরূপে প্রেমের মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। কেননা বহু কাল পরে মিলন হইলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখোৎপত্তি হয়, চির মিলনে কোনক্রমেই তদ্রূপ আনন্দ লাভ হইতে পারে না। যেমন কোন চির দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ অর্থ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ অতুলানন্দ রসাভিষিক্ত হয়, এবং অর্থের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে, ধনবান্ ব্যক্তির কদাচ তদ্রূপ হইতে পারে না। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জলপান করিলে যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, ও জলের গুণ বুঝিতে পারে, সহজ ব্যক্তির কদাচ তদ্রূপ হয় না। বিরহি ও সংযোগি জনের পক্ষেও তদ্রূপ জানিবেন। অতএব এই সকল নানা কারণেই অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানে ইহার মূল গ্রন্থের স্থূল উপাখ্যান মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক রচনা করিয়া প্রকাশিত হইল। কোন ভাষান্তরের অবিকল অনুবাদ করিলে সুরস হয় না, তদর্থেই অস্মদ্দেশ প্রিয় অলঙ্কার দ্বারা পৃথক রূপে রচিত হইল। এই

উপাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, ইহা উর্দ্দূ এবং ইংরা-জিতে রচিত হইয়াছে। এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও এক জন মুসলমান কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার রচনা একপ কদর্য্য, ও দোষাগমময় যে তাহার অনেক স্থানে অর্থ স্ফূর্ত্তিও হয় না। সুতরাং তাহা পাঠে কাহারো প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্তই ইহা পুনর্ব্বার রচনা করা গেল। এই উপাখ্যানকে লয়লীমজ্নুও কহা যায়

এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে রাসরসামৃত গ্রন্থকার কবীন্দ্র শ্রীযুত দ্বারিকানাথ রায় মহোদয় ইহার সংশোধন কল্পে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহার প্রথমাবধি ১৮ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তিনি একপ ভাবে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, যে তাহা তাঁহার স্বরচিত বলিলেও হয়। আর ১৬০ পৃষ্ঠাবধি ১৭৪ পৃষ্ঠপর্য্যন্ত, মজ্নুর বিরহ বিকার বর্ণন, ও প্রেমমাহাত্ম্য, এবং অন্যান্য অনেক স্থানে তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছেন। এই ভরসায় ভর করিয়াই আমি এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইলাম।

শ্রীমহেশচন্দ্র মিত্র।

প্রকরণ।	নির্ঘণ্ট।	পত্রাঙ্ক।

মঙ্গলাচরণ ... ১
আরব নগর বর্ণন ... ৫
রাজসভা বর্ণন ... ৮
আরব রাজের পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ
ও মজনুর জন্ম ... ৯
লয়লার পিতার মহিমা বর্ণন ... ১১
লয়লার বাল্যাবস্থার রূপ বর্ণন ... ১৪
লয়লা ও মজনুর বাল্যাবস্থায় প্রণয় ... ১৬
লয়লা ও মজনু এক পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস দ্বারা
প্রেমাসক্তির প্রবলতা ... ১৭
লয়লা মজনুর প্রণয় প্রকাশ ... ২২
লয়লার প্রতি শ্রেষ্ঠিনীর তিরস্কার ... ২৩
লয়লার বিরহ ... ২৬
লয়লার বিরহে মজনুর বিলাপ ... ২৯
লয়লার বিরহে মজনুর যোগিবেশ ধারণ ... ৩৩
লয়লার খেদ ... ৩৬
মজনুর খেদ ... ৩৮
মজনুর যোগিবেশ প্রকাশ ... ৩৯
লয়লার বিরহে মজনুর বনগমন ... ৪৩
রাজার চাতুরিতে মজনুর বনহইতে বাটী আগমন ৪৮
মাতা পিতা প্রতি মজনুর উত্তর ... ৫১
মজনুর বায়ুরোগ নিবারণ জন্য রাজার এক মুনি
সমীপে গমন ... ৫২
তপস্বি কর্তৃক মজনুর প্রতীকার ... ৫৫

মজ্নুর বিবাহের উদ্যোগ ৫৬
নৃপতির প্রতি সাধুর উত্তর ৫৯
পুত্রের প্রতিকারার্থে রাজার পুনর্ব্বার অন্য
এক জন মুনির সমীপে গমন ৬৩
লয়লার যৌবনাবস্থার রূপ বর্ণন ৬৮
এবনেচ্ছালাম নামক ভূপতির সহিত লয়লার
বিবাহ উদ্যোগ ৭০
লয়লার বিবাহের উদ্যোগ ৭৩
লয়লার বিবাহের অসম্মতি শ্রবণে মাতার তিরস্কার ৭৮
মাতার প্রতি লয়লার উত্তর ৮১
বিবাহ রাত্রিতে লয়লা কর্ত্তৃক বরের দুর্গতি... ৮২
লয়লার প্রতি পিতার ভৎসনা ৮৭
পিতার প্রতি লয়লার উক্তি ৮৮
মজনুর নিকটে সাধু কর্ত্তৃক এক দূতী প্রেরণ ৯২
স্ত্রী লোকের দুশ্চরিত্রের উদারণ। ইতিহাস ৯৫
মজনু কর্ত্তৃক লয়লার প্রতি পত্র প্রেরণ ১০৩
লয়লা কর্ত্তৃক মজনুর লিপির উত্তর প্রেরণ ১০৮
মজনুকে দর্শনার্থ কাননে মজনুর আত্মীয় গণের
আগমন ১১৪
স্বজন প্রতি মজনুর উত্তর ১২০
মজনুর স্বপনে লয়লা দর্শন ও তাহার নিকটে
আগমন ১২৩
লয়লা মজনু একত্র দর্শনে মজনুকে বধিবার
জন্য অনেক দ্বারির আগমন .. ১২৯

নওফল নৃপতি মৃগয়াতে বন গমন করাতে মজ্নুর সহিত সাক্ষাৎ ১৩৩

নৃপতি নিকটে মজ্নুর পরিচয় .. ১৩৬

নওফল নৃপতি কর্ত্তৃক লয়লার পিতার প্রতি পত্র প্রেরণ ১৩৮

লয়লার পিতার সহিত নওফলের যুদ্ধ .. ১৪১

লয়লা মজ্নুর বিবাহার্থ সুসজ্জ হওন ও নওফলের বিষ পানে মৃত্যু ১৪৭

নওফলের মরণে মজ্নুর পুনর্ব্বার বন গমন ১৫১

শ্রেষ্টি কর্ত্তৃক কাননে লয়লার অন্বেষণ .. ১৫৫

বন মধ্যে লয়লা মজ্নুর মিলন .. ১৫৮

বসন্ত বর্ণন ১৬৮

পুষ্পবনে লয়লার ভাব বর্ণন ১৭২

লয়লার খেদোক্তি ১৭৪

লয়লার মৃত্যু ও তাহার মাতার রোদন ... ১৭৮

শ্রেষ্টির খেদ এবং লয়লার গতিক্রিয়া .. ১৮২

লয়লার স্বজনের খেদোক্তি ১৮৪

মজ্নুর বিরহ বিকার বর্ণন ১৮৬

লয়লার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মজ্নুর মৃত্যু ১৯১

মজ্নুর গতি ক্রিয়া ১৯৪

প্রেম মাহাত্ম্য ১৯৬

গুণিগণ প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন ও গ্রন্থকারের পরিচয় ১৯৮

মঙ্গলাচরণ। চিত্র কাব্য ১৯৯

শ্রীশ্রীঈশ্বরো

জয়তি।

লয়লা মজনু।

SAHITYA PA...
৬৫০ *
LIBRARY.

মঙ্গলাচরণ।

সৃজন পালন লয়, যে জন হইতে হয়,
যিনি সর্ব্বব্যাপি ভগবান্।
করি যাঁর স্বত্তাশ্রয়, সবিতা সংসারময়,
সমুজ্জ্বল কর করে দান॥
সুধাকর গ্রহ তারা, যাঁহার নিয়মে তারা,
আকাশ মণ্ডলে ভ্রাম্যমান্।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগতপ্রধান॥

ষড় ঋতু কালক্রমে, যাঁহার নিয়মে ভ্রমে,
ভূগোল ভ্রময়ে অনুক্ষণ।
যাঁহার কৌশল বলে, জীবগণ চলে বলে,
বাড়য়ে অচল, জীবগণ॥
দেখ যাঁর অনুগ্রহে, ক্ষুদ্র নর দেহে রহে,
বুদ্ধি বল সিন্ধুর সমান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগতপ্রধান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধার, বিরাট আকার যাঁর,
চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার লোচন।
দিক্ সর্ব্ব যাঁর শ্রুতি, বাক্য যাঁর যত শ্রুতি,
শিরোদেশ সে স্বর্গ ভুবন॥
পাদ যাঁর বসুমতী, সমস্ত জগত মতি,
সমীর সলিল যাঁর প্রাণ।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগতপ্রধান॥

দেখিয়ে সামান্য কলে, সবে অতি কুতূহলে,
প্রশংসে তাহার কর্ত্তাগণে।
কিন্তু এ ব্রহ্মাণ্ড কল, দেখিয়াও জীবদল,
আশ্চর্য্য না মানে মনে মনে॥

এমন ক্ষমতা আর, বল দেখি আছে কার,
বিনা সেই জগতনিধান।
অতএব ওরে মন; তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগতপ্রধান॥

পুত্রাদির প্রেমরস, যাহাতে জগত বশ,
দিবস রজনী পুক্ষদ্বয়।
স্ত্রীপুরুষ সহযোগে, সুখ রতি রসভোগে,
জীবের উৎপত্তি সদা হয়॥
এসব আশ্চর্য্য ভাব, ভাল করি যদি ভাব,
রচকেরে হবে ইষ্টজ্ঞান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগতপ্রধান॥

সকল মঙ্গলালয়, সচ্চিত আনন্দময়,
যিনি শুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন।
ভাবক সেবকগণে, অমূল্য প্রণয় ধনে,
করিছেন সদা বিমোহন॥
আত্মারূপে সবাকার, দেহে থাকি অনিবার,
করিছেন মঙ্গল বিধান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগতপ্রধান॥

সামান্য সাকার তাঁরে, স্বীকার করিলে পরে,
অনাদি অনন্ত বলা দায়।
যদি কাশী বৃন্দাবন, ভাব তাঁর নিকেতন,
সর্ব্বব্যাপী বলা ভার তাঁয় ॥
"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম,"
সার তাঁর প্রণয় নিধান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগত প্রধান ॥

সর্ব্বত্রে সে সনাতন, বিরাজেন অনুক্ষণ,
বিশেষত আত্মারূপে কায়।
অতএব নিরন্তর, যত্নে আত্মতত্ত্ব কর,
তবে ব্রহ্ম নিরূপণ তায় ॥
অন্তরে যাঁহার স্বত্ব, অন্তরে কি কর তত্ত্ব,
অন্তর নিবাসি ভগবান।
অতএব ওরে মন, তাঁরে স্মর প্রতিক্ষণ,
সেই জন জগতপ্রধান ॥

লয়লা মজ্নু ।

গ্রন্থ রম্ভ ।

আরব নগর বর্ণন ।

আরব নগর শোভা, জগজ্জন মনোলোভা,
তুলনা তুল না তার আর ।
বর্ণেতে বর্ণিতে শেষ, বুঝি না পারিয়ে শেষ,
সহস্র বদন হল তাঁর ॥
রাজধানী চমৎকার, বর্ণিবারে সাধ্যকার,
স্বর্গ পরিহার মনে মানে ।
ভূপতি কি ভাগ্যধর, হয় হস্তী উষ্ট্র খর,
হিংসা শূন্য কত স্থানে স্থানে ॥
রম্য হর্ম্ম্য নানা মত, শোভা পায় কত শত,
মধ্যে মধ্যে স্ফাটিক নির্ম্মিত ।
বুঝি দেব সুরপতি, আনিয়ে অমরাবতী,
এই স্থানে করিলা স্থাপিত ॥
কিবা পথ মনোহারি, দুই দিগে সারি সারি,
শোভে সব বিক্রয় আলয় ।
মধ্যে মধ্যে দেবালয়, এতে এই মনে লয়,
দর্শনে দুষ্কৃতি হয় লয় ॥

রাজপুরী পুরোদেশে, অতি ভয়ঙ্কর বেশে,
দাঁড়ায়ে প্রহরী অগণন ।
যতেক মল্লের ভার, ধরা ভার বসুধার,
মধ্যে মধ্যে কম্পে একারণ ॥
অগণন যুদ্ধবীর, সমর তরঙ্গে ধীর,
গেলে শির ভঙ্গ নাহি রণে ।
কামান গরজে ঘন, যেমন নিবিড় ঘন,
শব্দে সশঙ্কিত শত্রুগণে ॥
সিংহদ্বার মাজে মাজে, মধুর নৌবত বাজে,
সে স্বরে বিরাজে পঞ্চবাণ ।
হেন মনে অনুমানি, বুঝি এই পুরীখানি,
বিধাতার বুদ্ধির নিশান ॥
উদ্যান মধ্যেতে চারু, নানা জাতি রম্য দারু,
তরুণ পল্লবে কিবা শোভে ।
মল্লিকা মালতি জাতি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
অলি পুঞ্জে গুঞ্জে মধু লোভে ॥
কোন অলি প্রেমভরে, মুকুলে দংশন করে,
ফুটাইতে আকিঞ্চন করে ।
যেন মুগ্ধ হয়ে অতি, মুগ্ধা নায়িকার প্রতি
জোর করে নবীন নাগরে ।
কোকিল কোকিলা কুল, হয়ে প্রেম রসাকুল,

পঞ্চস্বরে বর্ণে পঞ্চশরে॥
বৃক্ষোপরি সারি সারি, রস ভরে শুক শারী,
রাগে নানা রাগে গান করে।
এই বুঝি হয় জ্ঞান, কামের বিরাম স্থান,
নৈলে কেন সদা ঋতুরাজ।
হইয়ে মালির মত পুষ্প বয়ন অবিরত,
স্বগণেতে করয়ে বিরাজ॥
বুঝি লয়ে ফুল ভার, কামে দেয় উপহার,
সেই ফুলে হয় ফুল বাণ।
করে ফুলময় ধনু, দহে বিরহির তনু,
আকুল করয়ে তাহে প্রাণ॥
মলয়পর্ব্বত হতে, গন্ধবহ গন্ধ লতে,
এসে ছিল এ রম্য উদ্যানে।
পাইয়ে সৌরভস্পর্শ, মরমে পরম হর্ষ,
মুগ্ধ হয়ে রহিল সেখানে॥
মরি কিবা সরোবর, অতিশয় মনোহর,
সুধার আধার অভিপ্রায়।
ধীর মলয়ের বায়, প্রভাকর কর তায়,
মিলে যেন বিজলী খেলায়॥
শ্বেত নীল রক্ত পীত, প্রস্তরেতে সুনির্ম্মিত,
কিবা চারু ঘাট চারি পাশে।

জলচর পক্ষি যত, রত রসে হয়ে রত,
অবিরত উন্মত্ত বিলাসে ॥
সারস সারসীগণ, হইয়ে সরস মন,
সে জলে যুড়ায় যত জ্বালা ।
আহা কিবা মনোহারি, রাজহংস সারি সারি,
চলে যেন শ্বেতপদ্ম মালা ॥

রাজসভা বর্ণন ।

সভার কি কব শোভা অতি অপরূপ ।
ত্রিলোকে না দেখি তার আর অনুরূপ ॥
পাত্র মিত্র সভাস্থ স্বজন অগণিত ।
পণ্ডিত মণ্ডলি আর সজ্জন মণ্ডিত ॥
পাঠকে করিছে পাঠ যশ বর্ণে ভাট ।
গায়কে করিছে গান নাটকেতে নাট ॥
আহামরি কিবা সভা অদ্ভুত রচিত ।
মধ্যে মধ্যে নানা মণি মাণিক্যে খচিত ॥
প্রদীপের প্রয়োজন নাহিক নিশায় ।
স্থানে স্থানে মণি জ্বলে আলো করে তায় ॥
শ্রেণী মত শোভে কত চারু চিত্রমূর্ত্তি ।
দীন জনে দেখিলেও জন্মে চিত্তস্ফূর্ত্তি ॥
মাঝে মাঝে সাজে সব কৃত্রিম পুত্তলী ।
জ্ঞান হয় সজীব রয়েছে সে সকলি ॥

আরবরাজের পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ ও মজনুর জন্ম।

ভূতলে নগর শ্রেষ্ঠ আরব নগর।
তথা আলি গৌহর নামেতে নৃপবর॥
ঐশ্বর্য্যে গাম্ভীর্য্যে শৌর্য্যে সৌন্দর্য্যে অতুল।
ইন্দ্র চন্দ্র বহ্নি যম শোকেতে ব্যাকুল॥
অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড মহা প্রচণ্ড প্রতাপ।
প্রজাপক্ষে পিতৃসম বিপক্ষের তাপ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ দানেতে তৎপর।
সসাগরা ধরাপতি সবে দেয় কর॥
বিভব ভাণ্ডারে কত সংখ্যা নাহি হয়।
কুবেরের কোষ বুঝি মানে পরাজয়॥
এমন ঐশ্বর্য্য রাজ্য সমস্ত অসার।
সংসারে সন্তান নাই কি কাজ তাহার॥
এক দিন সিংহাসনে বসি নৃপবর।
আক্ষেপ করিলা বহু মন্ত্রির গোচর॥
কোন মতে ঐশ্বর্য্যেতে আর নাহি লোভ।
সন্তান বিহীনে মনে হয় বড় ক্ষোভ॥
কি কার্য্য ঐশ্বর্য্য রাজ্য সংসারে আমার।
পুত্র বিনা জ্ঞান হয় সকলি অসার॥

এ কারণে রাজ্য ধনে নাহি প্রয়োজন।
ত্যজিয়ে সংসার বনে করিব গমন॥
রক্ষা কর রাজপুরী রাজ্য ধন জন।
তোমা সবাকারে করিলাম সমর্পণ॥
শুনি সে আক্ষেপ উক্তি গগণে ঈশ্বর।
কহিলেন দৈববাণী শুন দণ্ডধর॥
না হও উদাস নৃপ স্থির কর মতি।
অবিলম্বে মহিষী হইবে গর্ব্ভবতী॥
জন্মিবে সুপুত্র তব অতি অপরূপ।
রতিপতি লজ্জা পাবে হেরি তার রূপ॥
জগত বিখ্যাত পুত্র হইবে তোমার।
তাহার কীর্ত্তিতে পূর্ণ হইবে সংসার॥
দৈববাণী শুনি নৃপ মনের আবেশে।
দান কৈলা বহুধন পুত্রের উদ্দেশে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা খণ্ডে সাধ্য কার।
কুসুমিতা হইলেন মহিষী তাঁহার॥
শুভক্ষণে নৃপাসনে হইল সুরতি।
দৈববলে মহারাণী হৈলা গর্ব্ভবতী॥
ক্রমে পূর্ণ দশ মাস আনন্দ অপার।
শুভ ক্ষণে প্রসবিলা সুন্দর কুমার॥
সে রূপ স্বরূপ রূপ পাওয়া আর ভার।

কুমার কি মার যেন হৈল অবতার ॥
রাজা সহ সুখী দেখি পুত্রের বদন।
আজ্ঞা দিলা বিলাইতে ভাণ্ডারের ধন ॥
জ্যোতিষপণ্ডিতে ডাকি দিলা অনুমতি।
গুণিয়ে পুত্রের দেখ অদৃষ্টের গতি ॥
আজ্ঞা পেয়ে জ্যোতিষজ্ঞ করিয়ে গণন।
কহিলা বিশেষ করি সকল লক্ষণ ॥
এ পুত্র পণ্ডিত হবে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কয়েস রহিল নাম শুন নরপতি ॥
কিন্তু এক রূপসীর প্রেম পারাবারে।
মজিয়ে মজ্নু হবে ত্যজিয়ে সংসারে ॥
গৃহাশ্রমে অনাস্থা অবস্থা হবে হীন।
ভ্রমিবেক বনে বনে হয়ে অতি দীন ॥
শুনিয়ে নৃপের হল হরিষে বিষাদ।
বলে বিধি দিয়ে নিধি সাধিলে হে বাদ ॥
শিশু যত বাড়ে তত বাড়ে তার রূপ।
দিন দিন শুক্লপক্ষ শশির স্বরূপ ॥

লয়লার পিতার মহিমা বর্ণন।

আরব নগরে ধাম, আছিলা কাছেম নাম,
গুনধাম বিজ্ঞ এক সাধু।

শশী হারে যশে তাঁর, সে শশী কলঙ্কাধার,
ইনি সর্ব্ব মতে অতি সাধু ॥
স্বজাতীয় বিজাতীয়, আত্মীয় সজ্জনপ্রিয়,
জিতেন্দ্রিয় সুশীল সুজন।
ধর্ম্মনিষ্ঠ মিষ্টভাষী, মুখে মৃদু মন্দ হাসি,
যশোরাশি বিখ্যাত ভুবন ॥
হইল উজ্জ্বল কুল, ধনে জনে সুপ্রতুল,
অপ্রতুল কিছু নাহি তাঁর।
অনুকূল প্রতিকূল, দুই কুলে অনুকূল,
আহা মরি কিবা গুণাধার ॥
সাধু অতি ভাগ্যবান, মুক্তহস্ত নিত্য দান,
মতিমান অভিমান শূন্য।
দীনদৈন্য বিনাশিয়ে, নানা কীর্ত্তি প্রকাশিয়ে,
উপার্জ্জিলা বহুবিধ পুণ্য ॥
রত্ন ধনে কোষ পূর্ণ, বিপক্ষের দর্প চূর্ণ,
হয় তূর্ণ হেরিয়ে নয়নে।
সর্ব্বোপরি প্রশংসিত, চরাচর সুবিদিত,
আনন্দিত চিত্ত অনুক্ষণে ॥
চিরকাল সে সুজন, করিলেন উপার্জ্জন,
অগণন মহামূল্য রত্ন।
তবু নাহি গর্ব্ব তাঁর, ব্যবহার চমৎকার,

অনিবার সকলেতে যত্ন ॥
সাধু তুল্য সাধু আর, কোনস্থানে পাওয়া ভার,
চমৎকার এমন সুপাত্র।
হেন্দো খোরাসান চীন, বোখার মাচীন জীন,
নবীন প্রাচীন দেশ মাত্র ॥
যতেক স্বজনগণ, দাস দাসী অগণন,
অনুক্ষণ সবে সুখে রয়।
জ্ঞাতি বন্ধু আদি যত, সকলেতে অনুগত,
অবিরত প্রফুল্ল হৃদয় ॥
হায় কিবা শুভক্ষণে, ভূপতির সাধুসনে,
দেখা হয়ে ছিল সুনয়নে।
সংমিলন পরস্পর, ভিন্ন মাত্র কলেবর,
আত্মপর জ্ঞান নাহি মনে ॥
প্রেমানন্দে হাস্য মুখে, দিবানিশি মহাসুখে,
সকৌতুকে বঞ্চে অনিবার।
তিলঅর্দ্ধ অদর্শনে, উভয়ে ব্যাকুল মনে,
ভুবন দেখেন অন্ধকার ॥
হেরিয়ে দোঁহার ভাব, হয় কত ভাব লাভ,
ভাবক জনের মনে মনে।
কি কব বিশেষ আর, বর্ণেতে বর্ণন ভার,
নাগরাজ অশক্ত কথনে ॥

সাধু সম অবনিতে, নাহিক তুলনা দিতে,
জন্মিল লয়লা নামে কন্যা।
ত্রিলোকের মনোরমা, সকলের প্রিয়তমা,
নিরুপমা নারী অগ্রগণ্যা॥
দিনে২ বাড়ে বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
ধুলা খেলা করে অনিবার।
কিবা রূপ অপরূপ, মরি কি রসের কূপ,
চপলা চমকে রূপে তার॥
বিরলে বসিয়া বিধি, সৃজিল লয়লা নিধি
কত বিধি করিয়ে বিচার।
শুন শুন সর্ব্বজন, সুস্থির করিয়া মন,
কহি রূপ কিঞ্চিত তাহার॥

লয়লার বাল্যাবস্থার রূপবর্ণন।

চারু চিকুরের শোভা হেরি নব ঘন।
মনোদুঃখে বৃষ্টি ছলে কাঁদে ঘন ঘন॥
দেখিয়ে বিনোদ বেণী দুঃখে বিষধরী।
মনুষ্য মাত্রের হিংসা করে বিষ ধরি॥
হেরি মুখ শোভা পদ্ম জলে ঝাঁপ দিল।
অভিমানে চন্দ্র গিয়ে আকাশে উঠিল॥
নয়ন ভঙ্গিতে তার বিশ্ব মনোহরে।

ওই খেদে মৃগ কুল বনে বাস করে ॥
নাসার তুলনা তার হল না বলিয়ে।
শুকেরে গঞ্জনা দেয় পিঞ্জরে পূরিয়ে ॥
কেমনে কহিব বিম্ব ওষ্ঠাধর প্রায়।
অভিমানে অধোমুখে ঝুলে সে লতায় ॥
গগনের শক্র ধনু দেখি তার ভুরু।
থাকি থাকি দেখা দেয় মানিবারে গুরু ॥
হাসির তুলনা হবে চপলা কেমনে।
চপলা হল সে তবে কোন প্রয়োজনে ॥
গড়িবা মাত্রত দন্ত পাতি পিতামহ।
উদ্যানে লুকায়ে রাখে কুন্দে বৃক্ষ সহ ॥
গড়িয়ে সে ভুজদ্বয় বিধাতা অচিরে।
পদ্ম নালে ডুবাইয়ে রাখিলেন নীরে ॥
কে বলে সিংহের অতি ক্ষীণ মধ্যদেশ।
তবে কেন করে গিরি গহ্বরে প্রবেশ ॥
দরশন করি দ্বীপ নিতম্বের রঙ্গ।
লজ্জায় লুকাতে যায় নীরে নিজ অঙ্গ।
রম্ভা তরু ঊরু শোভা করিয়ে দর্শন।
খেদে অল্পদিনে ত্যাগ করয়ে জীবন ॥
কে বলে গজেন্দ্র সম তাহার গমন।
তবে বন মাঝে তারা রহে কি কারণ ॥

হরিদ্রা মাটিতে রহে হেরিয়ে সুবর্ণ ।
শোকে সদা দেহ দহে করেন সুবর্ণ ॥
মুখ সচ্ছ মুকুরে দেখিতে ইচ্ছা যার ।
দেখুক আসিয়ে কর পদ নখে তার ॥
বেশ ভূষা করে যদি সেই রূপবতী ।
রূপে তার কাছে রতি হবে এক রতি ॥

লয়লা ও মজনুর বাল্যাবস্থার প্রণয় ।

মরি কিবা পূর্ব্বরাগের রস ।
শৈশবেই হলো প্রেমের বশ ॥
পঞ্চম বর্ষের হইল বালা ।
এখনি জানিল প্রেমের জ্বালা ॥
কার সাধ্য তারে ঘরেতে রাখে ।
সদাই রাজার ভবনে থাকে ॥
মজ্‌নুর প্রেমে মজার মন ।
প্রহরী করিয়ে দুটি নয়ন ॥
মজনু তাহারে হৃদয়ে লয়ে ।
বেড়ায় প্রেমেতে বিভোর হয়ে ॥
হেরিয়ে তাহার বদনইন্দু ।
উথলিল তার প্রেমের সিন্ধু ॥
তিলেক বিরহ প্রাণে না সহে ।

মুখে মুখে দোঁহে সদাই রহে ॥
লয়লারে অন্যে করিলে কোলে।
কাঁদেন মজ্নু ভাববিভোলে ॥
সে ভাবের ভাব না জানে কেহ।
একই পরাণ ভিন্ন সে দেহ ॥
শৈশবসময়ে প্রেম এমন।
না জানি যৌবনে হবে কেমন ॥
আহা মরি কিবা প্রেমের গুণ।
শিশুতে জ্বালিল আবেশাগুণ ॥
পরেতে নৃপতি নন্দনে তার।
দিলেন হরিষে খৎনাসংস্কার ॥

লয়লা ও মজ্নুর এক পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস
দ্বারা প্রেমাসক্তির প্রবলতা।

মজ্নুর বয়স হল দ্বাদশ বৎসর।
অমৃতাভিষিক্ত বাক্য সহাস্য অধর ॥
অপরূপ রূপবান সুশীল সুজন।
পুত্রে হেরি হরষিত হইলা রাজন ॥
বিদ্যা শিক্ষা হেতু পুত্রে চিন্তিয়ে অন্তরে।
অনুমতি দিলা যত পাত্র মিত্রবরে ॥
প্রাণাধিকে শিক্ষা দেওয়া উচিত সত্বর।

বয়োধিকে বিদ্যা হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা গুরু জ্ঞান এক জন ।
করিব তাঁহার হস্তে সুতে সমর্পণ ॥
মন্ত্রিগণ রাজআজ্ঞা পাইয়ে ত্বরায় ।
পরম পণ্ডিত এক আনিল সভায় ॥
পণ্ডিত মণ্ডিত সভা মধ্যে দণ্ডধর ।
কহিলা শিক্ষকবরে যোড় করি কর ॥
শুন ওহে বুধবর করি কৃপা লেশ ।
নানা শাস্ত্রে মজনুকে দেহ উপদেশ ॥
আপন সন্তান জ্ঞানে করি বিদ্যা দান ।
জগতে বিখ্যাত কর বিদ্যার সম্মান ॥
বিনয়ে পণ্ডিতে পুত্র করি সমর্পণ ।
পুরস্কার দিলা বহু অমূল্য রতন ॥
রাজপুত্রে সঙ্গে লয়ে শিক্ষক সুজন ।
প্রবেশিলা পাঠশালে হয়ে হৃষ্টমন ॥
সেই বিদ্যালয়ে লয়লা এল শিখিবারে ।
দুই জনে মিলে পাঠ পড়ে একেবারে ॥
পরস্পর শুভাদৃষ্টে হইল মিলন ।
কেমনে জানিবে গুরু উভয়ের মন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত প্রবীণ ।
কিন্তু উভয়ের মন বুঝা সে কঠিন ॥

পাঠাভ্যাসে মজনুর হল অন্য মন।
প্রেমসিন্ধু উথলিল হৃদয়ে তখন॥
যখন করয়ে পাঠ পুস্তক দেখিয়ে।
অনর্থ করয়ে অর্থ বিমনা হইয়ে॥
বিদ্যা ছলে প্রেম লাভ হইল দোঁহার।
পরস্পর হেরে দোঁহে আনন্দ অপার॥
উভয়ে উভয়ে চিত্র করে চিত্তপটে।
দুই দেহ এক প্রাণ বঞ্চে অকপটে॥
বিদ্যাছলে প্রেমালাপে দোঁহে রসে ভাসে।
প্রণয় আঁকির ঠারে অন্তরেতে হাসে॥
প্রণয় বচন সুধা করে সদা পান।
প্রণয় পয়োধি নীরে দোঁহে করে স্নান॥
প্রণয় পূরিত নেত্রে সদা বারি বহে।
প্রণয় গুণেতে দোহে সদা বাঁধা রহে॥
লয়লা মজনুর কর ধরি ধীরে কয়।
দেখ প্রাণনাথ যেন বিচ্ছেদ না হয়॥
অমৃত বচনে মজনু পরম প্রণয়ে।
প্রমদার কর ধরি সম্ভাষে বিনয়ে॥
অস্থির না হও প্রাণ স্থির কর মন।
আমি ফণী তুমি মণি জানিবে যেমন॥
আমি আঁকি তুমি তারা কহিলাম সার।

বিচ্ছেদ হবে কি প্রাণ থাকিতে দোঁহার ॥
কখন দুজনে মিলে গাইয়ে অন্তরে।
ধীরে ধীরে বেড়াতেন সরস অন্তরে ॥
কখন করেন গান মিলাইয়ে স্বর।
সেতো স্বর নহে যেন পঞ্চশরশর ॥
কখন গুরুর ভয়ে ভয়ার্ত্ত হইয়ে।
রোদন করেন দোঁহে বিরলে বসিয়ে ॥
হৃদিক্ষেত্রে প্রেমবীজ করিয়ে রোপণ।
দুজনে আবেশ বারি করয়ে সেচন ॥
এইরূপে পাঠশালে প্রেমময় মনে।
গ্রন্থে প্রেমময় পাঠ দেখেন দুজনে ॥
প্রেমভাষা ভিন্ন অন্য মনে নাহি লয়।
বিরহে দোঁহার হয় পলকে প্রলয় ॥
নিশিতে বিচ্ছেদ মাত্র হয় সে দুজনে।
দোঁহার মাধুরী দোঁহে দেখেন স্বপনে ॥
শল্যাকন্টকের প্রায় শয্যার যন্ত্রণা।
বিরহ নারহে যাতে করেন মন্ত্রণা ॥
ভাবে দোঁহে কতক্ষণে পোহাবে যামিনী।
পরস্পর মিলিবেন কুমার কামিনী ॥
এই রূপে কত কষ্টে রজনী বঞ্চয়।
দিবসে পাঠের ছলে সুখের সঞ্চয় ॥

এক দিন কহে মজনু প্রাণের প্রিয়ায়।
নিশির বিচ্ছেদ আর সহা নাহি যায়॥
ইহার সুযুক্তি এক শুন প্রাণপ্রিয়ে॥
লয়ে যাও লেখনআধার বদলিয়ে॥
তোমার নিকটে যাব বদল ভাঙ্গিতে।
নিশিতে মিলিব নিত্য এরূপ ভঙ্গিতে॥
এই যুক্তি স্থির দোঁহে করিয়ে গোপনে।
করয়ে লিখনাধার বদল দুজনে॥
রজনী হইলে মজনু প্রেম পূর্ণ মনে।
ওই ছলে যায় সুখে লয়লাসদনে॥
উভয়ের প্রেম মাখা মধুর মূরতি।
হেরিয়ে উভয়ে হন পুলকিত অতি॥
দোঁহে আঁকি ঠারে করে প্রেম সুধা পান।
কোনমতে কেহ তার না পায় সন্ধান॥
যাত্রা কালে মজনুর না চলে চরণ।
বার বার ফিরে চায় সজল নয়ন॥
এই রূপে কিছু দিন দোঁহে কুতূহলে।
বিচ্ছেদেরে ছেদ করে বুদ্ধির কৌশলে॥
যত শিশু পাঠশালে পড়ে নিরন্তর।
অন্তর সবার সঙ্গে মজনুর অন্তর॥
কেবল থাকেন সদা প্রিয়ারূপ ধ্যানে।

সর্ব্বদা বিভোর চিত্ত প্রেমতত্ত্বজ্ঞানে ॥
প্রিয়াপ্রেমতরূপরি করি আরোহণ।
সদাই আসক্তি ফল করেন ভোজন ॥

লয়লা মজনুর প্রণয় প্রকাশ।

এইরূপে ক্রমে২ বৎসরেক গত হয়।
ধুর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ঢাকা কি তা রয় ॥
শিশুগণ পরস্পর কাণাকাণি করে।
মজনু মজেছে বুঝি লায়লার উপরে ॥
অহরহ মুখে মুখে রহে দুই জন।
তিলেক বিচ্ছেদ হলে বিরস বদন ॥
হাব হাসে রসোল্লাসে প্রেমের প্রসঙ্গে।
নিরন্তর রঙ্গ করে রসের তরঙ্গে ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে নেত্রনীরে ভাসে।
ক্ষণে করে ধরে দোঁহে ক্ষণে প্রিয়ভাষে ॥
শিশুর বদনে ক্রমে হইল প্রচার।
লয়লা মজনুর প্রেম অতি চমৎকার ॥
ঘরে ঘরে পথে ঘাটে জানিল সকলে।
মজেছে লয়লা মজনু প্রেমসিন্ধুজলে ॥
পাঠশালে পাঠ পড়া সকলি সে ঠাট।
ওই ছলে পড়ে দোঁহে পিরীতের পাঠ ॥

পরস্পরসাধুজায়া শুনি সে সম্বাদ।
বল্লে হায় কেন হেন ঘটিল প্রমাদ।।
আকাশ ভাঙ্গিয়ে যেন পড়িল মাথায়।
ক্ষোভানলে দগ্ধ তনু করে হায় হায়।।
লজ্জায় মলিন মুখ সজল নয়ন।
অভিমানে মনোদুঃখে কহেন তখন।।
এমন সুখের ধনে হল কি অসুখ।
অমৃতে উঠিল বিষ কি বিষম দুখ।।
ওরে নিদারুণ বিধি সাধিলি কি বাদ।
অকলঙ্ক কুলে হল এত অপবাদ।।
কেমনে লোকের কাছে এ মুখ দেখাব।
লুকায়ে রহিব ঘরে কোথায় না যাব।।

লয়লার প্রতি শ্রেষ্টিনীর তিরস্কার।

রক্তবর্ণ আঁকি, লয়লাকে ডাকি,
কহে সাধু সীমন্তিনী।
হায় কি করিলি, কুলে কালি দিলি,
ওলো কুল কলঙ্কিনি।।
এ মুগ্ধা বয়েসে, মজিলি কয়েসে,
মুগ্ধা হয়ে প্রেমাবেশে।
প্রগল্ভা যখন, হবি লো তখন,

না জানি কি হবি শেষে ॥
কি পড়া পড়িলি, কি মতি করিলি,
তোর সে সকলি ঠাট।
করি পাঠ ছল, করিলি কেবল,
সদা পিরীতের নাট ॥
তোর পিতা সাধু, তার তুল্য সাধু,
ভূমণ্ডলে নাহি আর।
আহা মরি মরি, ত্রিজগত ভরি,
কলঙ্ক রটিল তার ॥
যে কাল সাপিনী, বিষম পাপিনী,
জন্মেছিস মোর ঘরে।
ধিক থাক্ মোরে; ধিক থাক্ তোরে,
ধিক থাক্ এ উদরে ॥
কি হল বালাই, ভাবিয়ে না পাই,
লাজ রাখিবার ঠাঁই।
ওমা বসুন্ধরা, বিদর গো ত্বরা,
তাহাতে মিশায়ে যাই ॥
আই মা কি লাজ, করিলি যে কাজ,
খেলি এ মায়ের মাতা।
করি বিষ পান, ত্যজিব কি প্রাণ,
কি বাদ সাধিল ধাতা ॥

হায় হায় হায়, এ কি হ'ল দায়,
কত লোকে কত কয়।
হাত দুই ডোর, না যুড়িল তোর,
সে পাপ করিতে ক্ষয়॥
মায়েরে জ্বালালি, দেশটা চলালি,
শিখিলি যে পোড়া গুণ।
জানিলে আগেতে, স্থতিকা ঘরেতে,
তোরে খাওয়াতাম নুণ॥
হইয়ে কুলটা, মজালি কুলটা,
তুলিলি কলঙ্ক ধ্বজা।
লইয়ে নাগরে, রসের সাগরে,
ডুবিয়ে করিলি মজা॥
বিদ্যার কারণ, ঘটিল এমন,
বিদ্যার কপালে ছাই।
যে বিদ্যা শিখিলি, যে লেখা লিখিলি,
জাতি কুল রৈল নাই॥
দুখে দেহ দহে, এত পড়া নহে,
কেবল পোড়ান মোরে।
অপযশে ভরা, হইল লো ধরা,
ধিক ধিক ধিক তোরে॥
অতি শিশুবেলা, দোঁহে করে খেলা,

সদা এক স্থানে রয়।
কে জানে এমন, তোদের মনন,
তা হলে কি এত হয়॥
ওরে সখীগণ, ধর রে বচন,
লয়লারে তোরা আর।
পড়িতে না দিবি, গৃহেতে রাখিবি,
রহিল তোদের ভার॥
নয়নে নয়নে, রাখিবি যতনে,
ছাড়িয়ে কোথা না যাবি।
আমার এ কথা, হইলে অন্যথা,
হাতে হাতে ফল পাবি॥
বিদ্যা অবিদ্যার, কাজ নাহি আর,
গুণ হয়ে হল দোষ।
এতেক বলিয়ে, শ্রেষ্টিনী চলিয়ে,
গেল প্রকাশিয়ে রোষ॥

লয়লার বিরহ।

মায়ের বচনে, ভাবে মনে মনে,
লয়লা প্রমাদ গুণি।
কি করি উপায়, একি হল দায়,
হায় হায় একি শুনি॥

জীবনের সার, যে জন আমার,
মন বিকায়েছি যাঁরে।
তাঁহার বিরহে, জীবন কি রহে,
একথা বুঝাব কারে ॥
আমার জীবন, সফরী যেমন,
তিনি নিরমল নীর।
কিবা আমি ফণী, তিনি তার মণি,
জানি আমি এই স্থির ॥
সেই রসকুপ, প্রেমময় রূপ,
খোদিত আছে অন্তরে।
কেমন করিয়ে, তাহারে ত্যজিয়ে,
রহিতে পারি অন্তরে ॥
হায় হায় হায়, সে প্রিয় কোথায়,
আর কি পাইব তাঁয়।
ওরে পোড়া বিধি, হাতে দিয়ে নিধি,
পুন হরেনিলি হায় ॥
যে প্রেম রতনে, কতই যতনে,
কত কষ্টে লাভ হয়।
হরিয়ে সে ধন, অবলা নিধন,
করিলে হে নিরদয় ॥
যদি প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়,

পাছে সেই প্রাণ ধন।
আমার লাগিয়ে, বিরহে দহিয়ে,
হয় অতি জ্বালাতন ॥
ভাবিতে ভাবিতে, লয়লার চিতে,
জ্বলিল বিরহানল ।
বরণ মলিন, তনু হল ক্ষীণ,
বিরস মুখ-মণ্ডল ॥
ক্ষণেক ধরায়, লুটায় সে কায়,
ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায় ।
ক্ষণে সচেতন, ক্ষণেকে কম্পন,
দশম দশা বা পায় ॥
অঙ্গের অম্বরে, নাহিক সম্বরে,
কুন্তল নাহিক বাঁধে ।
সদা এক ভাবে, মজনুরে ভাবে,
যোগী যেন যোগ সাধে ॥
যত সখীগণ, বলে এ কেমন,
হায় কি হবে উপায় ।
বিরহ জ্বালায়, এ নব বালায়,
ঘটিল বিষম দায় ॥

লয়লার বিরহে মজ্‌নুর বিলাপ।

শিশুগণমুখে সব শুনিয়ে বিশেষ।
উন্মাদের প্রায় হল্য সুবোধ কয়েস।
রসিক নাগরবর গুণের সাগর।
প্রেয়সীর বিরহেতে বিষম কাতর॥
কহে প্রিয়ে একবার দেহ দরশন।
তোমার বিরহে শূন্য দেখি ত্রিভুবন॥
জনক জননী শত্রু হইল তোমার।
পড়িতে আসিতে হেথা নাহি দিবে আর।
হায় হায় প্রাণ যায় তোমার বিরহে।
জরজর হল্য তনু যাতনা না সহে॥
এখানে আসিয়ে প্রাণ পাঠের ছলায়।
কত সুধামাখা বাণী শুনাতে আমায়॥
মনোভাব কার কাছে আর প্রকাশিব।
প্রাণপ্রিয়ে বলি কার অধর ধরিব॥
সুধাংশুবদনি তব সুধাংশু বদন।
আর না কি হেরিবে এ তাপিত নয়ন॥
তব মুখ হেরে সুখ যত হয় মনে।
সে ভাব বুঝিবে কেবা ভাবকবিহনে॥
আর কে আসিয়ে বসিবেক মম পাশে।

আর কে কহিবে কথা সু মধুর ভাষে ॥
আর কে আমার সনে কৌতুক করিবে।
প্রাণনাথ বলি মোরে কে আর ডাকিবে ॥
কোথা বিনোদিনী মোর হৃদয়রতন।
তোমারে হারায়ে আমি ত্যজিব জীবন ॥
এত দিনে জ্বলিল রে বিরহ আগুণ।
বুঝি নিদারুণ বিধি হইল বিগুণ ॥
পিরীতের পেটিকায় সে রূপ রতনে।
হৃদয় ভাণ্ডারে সদা রেখেছি যতনে ॥
সদা চিত্তপটে মোর প্রেম তুলিকায়।
রেখেছি করিয়ে চিত্র প্রেয়সি তোমায় ॥
কেমনে ভুলিব তবে থাকিতে পুরাণ।
তব প্রেম অগ্রে প্রাণে দিব বলিদান ॥
চারি দিগে চেয়ে দেখি সব অন্ধকার।
কি ফল জীবনে মোর বিরহে তোমার ॥
যে রূপ হেরিয়ে লাজে চপলা চপলা।
দিন দিন হয় ক্ষীন লাজে শশিকলা ॥
সেই রূপ রসকূপ আসিয়ে এখন।
একবার তব নাথে করাও দর্শন ॥
বিদ্যালয় বোধ হয় বিষের আলয়।
হেন মনে লয় শীঘ্র দেহ হবে লয় ॥

লিখিতে পড়িতে আর মন নাহি চায় ।
সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশে আসি কায় ॥
ওহে প্রণয়িনি আমি হেথা তব সঙ্গে ।
পড়িতাম পাঠ থাকিতাম রসরঙ্গে ॥
এখন বিরহানলে প্রাণ জ্বলে মরি ।
কেবল তোমার ভাব মনে মনে স্মরি ॥
পিরীতি বিষম বিষ কত দেয় জ্বালা ।
তথাপি পরেছি গলে তব প্রেমমালা ॥
প্রেমের ভিকারি আমি হইয়ে এখন ।
তব প্রেমভিক্ষাআশে করিব ভ্রমণ ॥
যতদিন বাচিব হইব প্রেমাধীন ।
করিব তোমার ধ্যান হয়ে উদাসীন ॥
ঘরে ঘরে সকলেতে কলঙ্ক রটায় ।
বলে মজিয়াছে মজনু প্রিয়া লয়লায় ॥
শ্রবণে সে কথা মোর সুধা জ্ঞান হয় ।
মনে মনে কতভাব হয় হে উদয় ॥
আমি ভাবি সে কলঙ্ক আমার ভূষণ ।
এ ভাব ভাবক বিনা বুঝে কোন জন ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা আদি যতেক স্বজন ।
কাহাকেও এসংসারে নাহি প্রয়োজন ॥
আর কি এমন ভাগ্য হবে মোর ধীরে ।

নিবার বিরহানল ও লাবণ্যনীরে ॥
ঘরে পরে সবে হল অতি প্রতিকূল।
মিলন করাবে কেবা হয়ে অনুকূল ॥
এ রূপে মজনুর মন বিষম ব্যাকুল।
দুঃখের সাগরে ভাসে নাহি দেখে কূল ॥
বসন ভূষণ সব ফেলে দিল দূরে।
অচেতন হল মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
কতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান উন্মাদের প্রায়।
ভাবিনীর ভাবে আঁখিনীরে ভেসে যায় ॥
কহে ওহে প্রাণ তুমি ত্যজহ আমারে।
প্রিয়া ছাড়া হলে আর কি কাজ তোমারে।
যে প্রেম অমৃত বলি করিলাম পান ॥
এখন সে প্রেম যেন গরল সমান।
দংশিতেছে বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ সর্ব্ব কায় ॥
হল প্রাণ ওষ্ঠাগত বিষম জ্বালায়।
এস প্রাণ সোহাগিনি মুখে দেহ নীর ॥
বাক্যামৃত বরিষণে জুড়াও শরীর।
এত বলি কাঁদে মজনু বিরস বদন ॥
প্রেয়সীর প্রেমার্ণবে হইয়ে মগন।

লয়লার বিরহে মজ্নুর যোগিবেশ ধারণ।

প্রেয়সীর বিরহ বিকারে।
বুঝি মজ্নু প্রাণে মরে, সদা হাহাকার করে,
কোন শোভা নাহিক আকারে ॥
ললিত লাবণ্য রূপ, কেবল সুধার কূপ,
দিন দিন হইল বিরূপ।
অন্য রোগ ত্রিসংসারে, বৈদ্যের ঔষধে সারে,
এ রোগে ঔষধ সেই রূপ ॥
বলে কি করিব হায়, কেমনে পাইব তায়,
ভেবে কিছু না পাই উপায়।
ডুবেছি আসক্তি কূপে, মজেছে মন সে রূপে,
কি রূপে ভূলিব তবে তায় ॥
প্রিয়ার প্রেমের লাগি, হয়ে আমি অনুরাগী,
যোগিবেশ ধারণ করিব।
প্রেমের ভিকারি হয়ে, প্রেমের করঙ্গ লয়ে,
প্রেমভিক্ষা চাহিয়ে লইব ॥
এত বলি সে কয়েস, ধরিলেন যোগিবেশ,
প্রেয়সীর পিরীতের দায়।
প্রেমেতে হইয়ে ভোর, পরিয়ে কৌপিন ডোর,
ভস্ম মাখিলেন সর্ব্ব কায় ॥

বসন ভূষণ বেশে, ত্যাগ করি মহাবেশে,
জটা বানাইল শেষে কেশে।
যেন স্বয়ং স্মর রাজ, ধরিয়ে যোগির সাজ,
চল্যে চল্যে চলে প্রেমাবেশে॥
পরে অতি সকাতরে, ডাকিয়ে গভীর স্বরে,
দাঁড়ালেন প্রমদার দ্বারে।
আমি অতি দীন হীন, নিরাশ্রয় উদাসীন,
কেহ মোর নাহি ত্রিসংসারে॥
শুদ্ধ প্রেম ভক্তি পথে, দাঁড়ায়েছি মনোরথে,
মোরে প্রেমে কর ভিক্ষা দান।
মনস্কাম সিদ্ধ হবে, কোন ক্লেশ নাহি রবে,
কৃপা করিবেন ভগবান॥
অন্তঃপুর হতে ধনী, শুনিয়ে নাথেরধ্বনি,
অমনি উঠিল শীহরিয়ে।
গবাক্ষের দ্বারে আসি, দেখে নিজ গুণরাশি,
ভিকারির বেশে দাঁড়াইয়ে॥
বলে আহা প্রাণ মোর, মোর ভাবে হয়ে ভোর,
হল নব সন্ন্যাসী হইতে।
ধিক ধিক ধিক মোরে, নাথে বাঁধি প্রেম ডোরে,
নারিলাম প্রাণে গছাইতে॥
মরি মরি কি বালাই, সোণার অঙ্গেতে ছাই,

প্রাণে মোর সহিবে কেমনে।
ওরে নিদারুণ বিধি, এ তোর কেমন বিধি,
যে সাজ সাজালি প্রাণধনে, ॥
পিরীতের যত গুণ, কব আমি কত গুণ,
আগুণ লাগুক তার মুখে।
এ হেন রসিক রাজে, দারুণ যোগির সাজে,
ভিক্ষা মাগাইল এত দুখে ॥
আবেশ কি অপরূপ, যার লাগি রসভূপ,
চক্রবর্ত্তি রাজার নন্দন।
পথের ভিকারি হয়ে, করেতে করঙ্গ লয়ে,
ভিক্ষা মাগি করেন ভ্রমণ ॥
কোন ভাবে কোন রূপে, ভেটিব নাগর ভূপে,
রস কুপে মজাইব মন।
নিরখি নাথের মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
বুঝি আর না রহে জীবন ॥
ধনী এত ভাবি মনে, জননীর নিকেতনে,
গিয়ে বলে বিনয় করিয়ে।
শুন গো মা নিবেদন, দণ্ডধারি এক জন,
ভিক্ষা আশে দ্বারে দাঁড়াইয়ে ॥
যদি পাই অনুমতি, গিয়ে অতি শীঘ্রগতি,
ভিক্ষা দিয়ে আসি গো মা তাঁয়।

শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, ভিক্ষা দিলে পুণ্য হয়,
মহা তুষ্ট ঈশ্বর যাহায় ॥
শুনিয়ে সাধুর জায়া, না বুঝি কন্যার মায়া,
অনুমতি দিলেন অচিরে।
পেয়ে মাতৃ অনুমতি, প্রমদা প্রফুল্ল মতি,
ভিক্ষা লয়ে চলিল বাহিরে ॥
ভাবে তনু টল টল, প্রেমে আঁখি ছল ছল,
আসি প্রণমিল তাঁর পায়।
প্রেমভিক্ষা লহ বলি, হয়ে রামা কৃতাঞ্জলি,
নাথে লয়ে বিরলে দাঁড়ায় ॥

লয়লার খেদ।

কহে সতী, পতি প্রতি, যোড় করি কর।
প্রাণকান্ত, কর শান্ত, বিরহের জ্বর ॥
পোড়া দেশে, সবে শেষে, কলঙ্ক রটায়।
পড়িবারে, মা আমারে, আর না পাঠায় ॥
তদবধি, নিরবধি, আছি বন্দী প্রায়।
মনোচোর, বিনা মোর, দুঃখ কব কায় ॥
ওহে প্রাণ, তব ধ্যান, বিনা নাহি জানি।
অনুক্ষণে, জাগে মনে, তব মুখ খানি ॥
তব লাগি, নিশি জাগি, নিদ্রা পলায়েছে।

প্রেম সুধা, পানে ক্ষুধা, আমারে ত্যজেছে ॥
সদা মন, উচাটন, তোমার বিরহে।
দুঃখানল, করি বল, মনঃপ্রাণ দহে ॥
প্রেমদায়, প্রমদায়, করিবারে ত্রাণ।
অপরূপ, যোগিরূপ, ধরেছ ধীমান ॥
কলেবরে, শোভা করে, ওতো ভস্ম নয়।
বুঝি কাম, গুণধাম, রেণুরূপী হয় ॥
তব সঙ্গে, রস রঙ্গে, প্রেমেতে মজিয়ে।
কুলে ছাই, দিয়ে যাই, যোগিনী সাজিয়ে ॥
তব পদ, কোকনদ, করিব হে সেবা।
তব সম, বন্ধু মম, আর আছে কেবা ॥
বিরহিণী, অনাথিনী, দেখিয়ে আমায়।
বন্ধু যারা, ছিল তারা, শত্রু হল হায় ॥
পুষ্পোদ্যান, হরে জ্ঞান, বর্ষে যেন তীর।
সুধাকরে, করে করে, দহন শরীর ॥
পিক কুল, প্রতিকূল, হয়েছে আমায়।
তার স্বর, যেন শর, হানে মোর কায় ॥
আর প্রাণ, কুল মান, রহে না আমার।
শুষ্ক আছি, প্রাণে বাচি, আশায় তোমার ॥
তিরস্কার, সবাকার, সয়েছি সদাই।
তব মুখ, ভাবি দুখ, কিছু হয় নাই ॥

ওহে প্রাণ, কর ত্রাণ, প্রেমসুধা দানে।
তোমা বিনা, এ নবীনা, অন্য নাহি জানে॥

মজনুর খেদ।

প্রেয়সীর ধরি কর, কহেন নাগর বর,
অনিবার বার বার প্রেমে আঁখি ঝরে হে।
প্রেয়সি তোমার লাগি; হয়ে আমি সর্ব্ব ত্যাগী,
বৈরাগী হলাম খেদে দেখ অতঃপরে হে॥
তোমার বিচ্ছেদ অসি, শরীরের মাঝে পশি,
নিরন্তর ছেদ করে আমার অন্তরে হে।
বল দেখি প্রাণপ্রিয়ে, তবে আর কি করিয়ে,
পারিব তোমারে ত্যজি থাকিতে অন্তরে হে॥
করিলাম ত্যাগ বাস, পরিলাম ছিন্ন বাস,
ধরিলাম দেখ প্রিয়ে করঙ্গ এ করে হে।
হয়ে ভোর ভাব ভরে, ভস্ম মাখি কলেবরে,
সুধামুখি শুধু তব পিরীতের তরে হে॥
এত বলি রসরায়, প্রেমে রসে গলে যায়,
মুগ্ধ হয়ে মোহিনীর সুধাধর ধরে হে।
প্রেম সুধা করি পান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সীর প্রেম সরোবরে হে॥

মজনুর যোগিবেশ প্রকাশ।

অতঃপর রসবতী লয়লা সুন্দরী।
বিনয় করিয়ে কহে কান্ত করে ধরি॥
আমাদের হেথা আর থাকা ভাল নয়।
লোকে হবে জানা জানি ওহে রসময়॥
এ অমূল্য পিরীতের শত্রু পায় পায়।
ঘৃণাগ্রে জানিলে তারা হবে বড় দায়॥
প্রাণনাথ তুমি আর না পাবে আসিতে।
তোমার দাসীরে হবে দুঃখেতে ভাসিতে॥
শুনিয়ে মজনু কহে সজল নয়নে।
এই অনুরোধ মোর রাখ সুলোচনে॥
প্রত্যহ এ বেশে আমি আসিব হেথায়।
তুমি সম্ভাষিবে মোরে ছলেতে ত্বরায়॥
ধনী কহে কেন এত অনুরোধ তার।
ওহে কান্ত জেনো আমি একান্ত তোমার॥
তুমি যদি এত ক্লেশ সহ গুণাগার।
অবশ্য আসিব আমি কহিলাম সার॥
পরেতে দোঁহার দোঁহে চুম্বিয়ে বদন।
বিদায় হইয়ে যান আপন সদন॥
নয়ন ফিরায়ে ঘরে যাওয়া হল তার।

আহা মরি পিরীতের কিবা ব্যবহার ॥
প্রেম অবতার মজ্নু আসিয়ে ভবনে।
প্রেয়সীর রূপ ধ্যান করে মনে মনে ॥
জরজর কলেবর পিরীতের জ্বরে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥
ক্ষণেক ধরায় পড়ে ক্ষণেক শয্যায়।
এই রূপে কত কষ্টে যামিনী পোহায় ॥
প্রভাত হইলে মজ্নু মনের আবেশে।
প্রিয়া দরশনে চলে সন্যাসির বেশে ॥
ভস্ম মাখে সর্ব্ব অঙ্গে শিরে জটাভার।
গলে অস্থি মালা ত্যজি মণিময় হার ॥
ছিন্নবাস পরে করে করঙ্গ।
যোগিবেশে বাড়ে আরো রূপের তরঙ্গ ॥
হেন মনে জ্ঞান হয় দেখিয়ে সে রঙ্গ।
খেদে মার মরে গিয়ে হয়েছে অনঙ্গ ॥
এই বেশে মহাবেশে আসি সাধুদ্বারে।
ভিক্ষা দেহ বলি মজ্নু ডাকে বারে বারে ॥
শুনিয়ে নাথের শব্দ শীহরিয়ে ধনী।
ভাবে ওই এসেছেন মোর গুণমণি ॥
ত্বরায় মায়ের কাছে আসিয়ে অমনি।
মৃদুস্বরে কহে রামা শুন গো জননী ॥

দরিদ্র ভিকারি এক আসিয়াছে দ্বারে।
ভিক্ষা হেতু উচ্চৈঃস্বরে ডাকে বারে বারে॥
স্বহস্তেতে ভিক্ষা দিলে মহা ফল হয়।
ভগবান তারে হন পরম সদয়।
অতএব ওগো মাগো এই ভিক্ষ চাই।
ক্ষুধিত ভিক্ষুকে আমি ভিক্ষা দিতে যাই॥
সরলা শ্রেষ্ঠিনী আজ্ঞা দিলেন তখনি।
প্রেমিকা প্রমিক পাশে চলিল অমনি॥
ত্বরায় আসিয়ে রামা নাথে সম্ভাষিল।
উভয়ে উভয়ে হেরে পরাণ পাইল॥
এই রূপে নিত্য নিত্য নাগরী নাগরে।
মন সাধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে॥
এ ভাবেতে কিছু দিন সুখে গত হয়।
গুপ্ত কথা কত দিন আর ছাপা রয়॥
প্রচার হইল ইহা ক্রমেতে নগরে।
ঘরে ঘরে পরস্পরে কাণাকাণি করে॥
যোগিবেশে এসে মজনু প্রেমে মত্ত হয়ে।
প্রত্যহ করয়ে ক্রীড়া লয়লারে লয়ে॥
শুনিয়ে সাধুর জায়া এই সমাচার।
কপালেতে করাঘাত করে অনিবার
বলে হায় একি দায় ঘটিল আবার।

একটা মেয়েতে কুল মজালে আমার ॥
লাজে খেদে ক্রোধে রাজা হইয়ে অস্থির ।
কন্যারে ভর্ৎসনা করে চক্ষে বহে নীর ॥
ওলো কুল কলঙ্কিনি মজাইলি কুল ।
এখনো সে রোগ তোর হলনাকো ভুল ॥
ভিক্ষা দান ছলে গিয়ে প্রত্যহ নাগরে ।
প্রেমভিক্ষা দিয়ে ভাস রসের সাগরে ॥
কেমনে জানিব আগে এ সব কৌশল ।
এক রতি মেয়ের এতেক বুদ্ধি বল ॥
যদিনো বাহিরে তুই যাস কভু আর ।
কহিলাম সমুচিত শাস্তি পাবি তার ॥
মায়ের বচনে মন উচাটন তার ।
বলে একি সর্ব্বনাশ ঘটিল আবার ॥
অতঃপর সাধুবর শুনি সে বৃত্তান্ত ।
দ্বারপাল গণে কহে কুপিত নিতান্ত ॥
ওরে দ্বারি তোদের নাহিক প্রাণে ভয় ।
না রাখ সন্ধান তার কোথায় কি হয় ॥
বিশ্বাস করিয়ে করি শির সমর্পণ ।
অনায়াসে তোরা তাহা করিস ছেদন ॥
চাকরী বজায় যদি চাহ রে রাখিতে ।
ভিকারিরে বাটী মধ্যে না দিবে আসিতে

বাহিরেতেদিবে ভিক্ষা আইলে ভিকারি।
শ্রদ্ধা না করিও আর দেখে দণ্ডধারী॥
শুনি দ্বারিগণ তবে সাজিল সত্বর।
ক্রোধে রক্তবর্ণ আঁখি কম্পিত অধর॥
কালান্ত কালের সম দ্বারেতে দাঁড়ায়।
পতঙ্গ এড়াতে নারে অন্যে কিবা তায়॥

লয়লার বিরহে মজ্‌নুর বন গমন।

প্রমদার দ্বারে মজ্‌নু যাইতে না পান।
বিরহ অনলে জ্বলে সদা মনঃ প্রাণ॥
সঘনে নিশ্বাস বহে সজল নয়ন।
কহে কোথা রৈলে প্রিয়ে দেহ দরশন॥
উন্মাদের প্রায় মজ্‌নু হইল তখন।
গৃহেতে রহিতে নারে মন উচাটন॥
কখন ঘরেতে থাকে বাহিরে কখন।
কখন নগরে যান করিতে ভ্রমণ॥
কিছুতে না পান সুখ সদা পোড়ে প্রাণ।
বুঝহ প্রেমিক সবে যে জান সন্ধান॥
উপায় না পায় কিছু ভাবে মনে মনে।
মনস্থ করিল শেষে যাইব কাননে॥
পিতা মাতা ধন জনে কাজ নাহি আর।

বিনোদিনী বিনা মোর সকলি অসার ॥
বনে গিয়ে যোগাসন করিয়ে বসিব ।
প্রেয়সীরে পাইবারে তপস্যা করিব ॥
এত ভাবি চলে মজনু নিবিড় কাননে ।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে প্রিয়ারূপ ভাবি মনে ॥
যখন প্রেমিকবর কাননে পশিল ।
বিরহ অনল তার বিষম বাড়িল ॥
সে অনলে বন জ্বলে দেখ চমৎকার ।
যেন ঘোর দাবানল হইল সঞ্চার ॥
পশু পক্ষি পতঙ্গাদি ত্যজিয়ে সে বন ।
প্রাণ লয়ে অন্য বনে করে পলায়ন ॥
সমাধি করিয়ে মজনু বসিল কাননে ।
প্রিয়ার মোহন মূর্ত্তি ধ্যান করি মনে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি কিছু নাহি হয় ।
ভাবিনীর ভাবামৃত পানে বেঁচে রয় ।
এখানে ভূপতি শুনি সেই সমাচার ।
নয়নের জলে ভাসে করে হাহাকার ॥
শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল তাঁহার ।
বলে বিধি দিয়ে নিধি হরিলে আবার ॥
আঁধার আলয় মোর আলোময় করি ।
কেন পুন সেদীপ লুকালে আহা মরি ॥

কত দুঃখে পাইয়াছি সে পুত্র রতন।
হায় হায় হারালাম করি অযতন॥
গুণের সাগর সেই তনয় আমার।
কেন হেন দুষ্টবুদ্ধি ঘটিল তাহার॥
গণকে গণিয়ে মোরে বলে ছিল যাহা।
মরি মরি মোর ভাগ্যে ঘটিল কি তাহা॥
হাহা মোর প্রাণাধিক গুণের আগার।
হাহা মোর বংশধর সংসারের সার॥
হাহা মোর প্রেমাধার প্রাণের রতন।
হাহ মোর প্রিয় কোথা রহিল এখন॥
পুত্রের বিরহে রাজা হইলা অস্থির।
ঝর ঝর দুনয়নে বহিতেছে নীর॥
পাত্র মিত্রগণ প্রতি কহেন রাজন।
রাজ্যধনে আর মোর নাহি প্রয়োজন॥
যদি সে প্রাণের ধন রহিল কাননে।
বলনা কি ফল ভবে এ সামান্য ধনে॥
এত বলি মহারাজ বিষাদিত মনে।
পুত্র অন্বেষণে চলে নিবিড় গহনে॥
পাগলের প্রায় রায় পুত্রের কারণে।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ভ্রমে কাননে কাননে॥
জিজ্ঞাসা করেন দেখি উচ্চ শাখিগণে।

তোমরা দেখেছ কি হে মম প্রাণধনে॥
তোমরা অনেক দূরে পাও দরশন।
বল কোথা আছে মোর হৃদয় রতন॥
এই রূপে ভূপতি ভ্রমেন বনে বনে।
হেনকালে কোন বনে দেখিলা নন্দনে॥
যোগী যেন যোগে বসি মুদিয়ে নয়ন।
এক মনে করে পরব্রহ্মের সাধন।
সুখে দুখে রাজার নয়নে জল ঝরে।
ধেয়ে গিয়ে প্রেম ভরে পুত্রে কোলে করে॥
স্নেহাবেশে করে রায় বদনে চুম্বন।
বলে কেন বাপু তুমি হইলে এমন॥
সুবুদ্ধিশেখর তুমি সর্ব্ব গুণাধার।
কেন কেন এ কুবুদ্ধি ঘটিল তোমার॥
কিসের অভাব তব তুমি রাজ্যেশ্বর।
চল রাজ্যে তোমারে করিব দণ্ডধর॥
যোগিবেশ দেখে তব প্রাণ মোর কাঁদে।
আহামরি এ বেশ সাজিলে কেন সাধে॥
রাণী তব শোকেতে হয়েছে অচেতন।
আছে কি না আছে বেঁচে প্রাণে এতক্ষণ॥
বাপ মায় ক্লেশ দিলে মহা পাপ হয়।
তোমারে বুঝাব কিবা তুমি গুণময়॥

তখন হয়েছে প্রেমোন্মাদ ভাব তার ।
পিতারে চিনিতে নারে একি চমৎকার ॥
কহিছে কে তুমি মোরে দেহ পরিচয় ।
কেন মোরে এত স্নেহ কর মহাশয় ॥
কেন মোরে দিতে চাহ রাজ্য ধন জন ।
শুনিয়ে বিস্মিত হয়ে কহেন রাজন ॥
তোমার জনক আমি ওরে প্রাণধন ।
আরব রাজ্যের রাজা বিখ্যাত ভুবন ॥
লইতে তোমারে আমি এসেছি এখন ।
বিলম্ব না সহে চল আপন ভবন ॥
ঈষদ হাসিয়ে মজনু ভূপে দেন বোধ ।
কেন মহারাজ এত কর অনুরোধ ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু রাজ্য ধন জন ।
কিছুতে আমার আর নাহি প্রয়োজন ॥
শুদ্ধ লয়লার ভাব মনে মনে জাগে ।
শুদ্ধ লয়লার প্রেমে সিদ্ধ হব রাগে ॥
সেই মোর রাজ্য ধন ভবন বিভব ।
সেই মোর ধ্যান জ্ঞান সেই মোর সব ॥
সেই মোর পিতা আর ভ্রাতাদি স্বজন ।
সেই মোর পাত্র মিত্র বসন ভূষণ ॥
সেই মোর গতি মুক্তি ভক্তির কারণ ।

সেই মোর শুদ্ধ সত্য ব্রহ্ম সনাতন ॥
সেই মোর নিত্যধন আর সব বৃথা।
তারে বিনা কারে আমি চাহি না গো পিতা ॥
কে বুঝিবে মোর ভাব কহিব কাহারে।
যে বুঝে তাহারে প্রাণ সঁপেছি সংসারে ॥
কেন বৃথা ক্লেশ পাও কানন ভিতরে।
ত্যজিয়ে আমার আশা চলে যাও ঘরে ॥
অবাক হইল রায় সে কথা শুনিয়ে।
কি করি উপায় কিছু না পান ভাবিয়ে ॥
কবি কহে মিছে কেন ভাব নরবর।
লয়লার নাম করি লয়ে যাও ঘর ॥

রাজার চাতুরীতে মজনুর বনহইতে বাটী আগমন

পুত্রের দেখিয়ে ভাব ভাবেন রাজন।
ইহার উপায় আমি কি করি এখন ॥
প্রেমোদ্ভাব ভাব দেখি এখন ইহার।
গৃহে লয়ে যেতে সাধ্য নাহিক কাহার ॥
যে সর্ব্বনাশিনী মোর সর্ব্বনাশ করে।
তবে যদি তার নামে ফিরে যায় ঘরে ॥
এই যুক্তি করি রায় হইয়ে কাতর।
ধীরে ধীরে কন তার ধরিয়ে অধর ॥

লইয়ে যাইতে তব প্রিয়ার নিকটে।
আইলাম বহু কষ্টে পড়িয়ে সঙ্কটে ॥
তোমার প্রেমেতে মত্ত লয়লা যুবতী।
কাঁদিতেছে নিরবধি গৃহে নাই মতি ॥
কঠিন হৃদয় তব নাহি স্নেহভাব।
বিপরীত দেখি তব ভাবের অভাব ॥
অতিশয় দুঃখ সহ্য করিছে সে প্রাণে।
কেহ নাহি জানে শুদ্ধ বিধি কিছু জানে ॥
অতএব চল পুত্র প্রিয়া সন্নিধান।
তাহার নিকট গিয়ে সুস্থ কর প্রাণ ॥
মজনু শুনিয়ে বাণী সম্মত হইল।
প্রমদা মিলনে তবে গমন করিল ॥
গৃহেতে আনিয়ে নৃপ সন্তানে লইয়ে।
মহিষীর করে তারে দিল সমর্পিয়ে ॥
নন্দনে পাইয়ে রাণী কোলেতে বসায়।
স্নেহভাবে কাঁদে কত ধরিয়ে গলায় ॥
অধনের ধন তুমি নয়নের তারা।
কেমনে বাঁচিব আমি তোরে হয়ে হারা ॥
অমূল্যরতন তুমি সংসারের সার।
তোমার বিহনে দেখি সকলি আঁধার ॥
প্রেমাসক্ত হয়ে পুত্র হারাইলে জ্ঞান।

ত্যজিয়াছ দয়া মায়া করি নারী ধ্যান॥
সুবর্ণ সুবর্ণ সম বিবর্ণ হয়েছে।
লয়লা লয়লা সদা ভাব কেন মিছে॥
কুকর্ম্মেতে নাহি সুখ, দুঃখ অতিশয়।
যত ভাব তার তরে তার তত নয়॥
তুমি তার জন্যে কর অরণ্যে ভ্রমণ।
সে রয়েছে সদা সুখে গৃহেতে আপন॥
তাহার কারণে সদা হয়েছ উন্মত্ত।
সে আছে পরম সুখে নাহি করে তত্ত্ব॥
নৃপতি কহিছে পুত্র এই যুক্তি ধর।
ত্যাগ কর বৃথা আশা রাজ্যপাট কর॥
রাজার রাজত্ব যায় কুমতি হইলে।
রাজ্য নষ্ট হয় রাজা দুষ্কর্ম্ম করিলে॥
রাজার গুণেতে সব প্রজা সুখি হয়।
লম্পট সভাবে হয় দুঃখের উদয়।
মিছে কেন ভাবিতেছ লয়লা কারণ॥
রাজত্ব করিয়ে সুখে রহ অনুক্ষণ॥
বেশ ভুষা করি তবে বস সিংহাসনে।
নিয়ত নিবিষ্ট হও প্রজার পালনে॥
দুষ্টের দমন কর শিষ্টের পালন।
আসক্ত পিঞ্জরে আর থেকোনা কখন॥

সে সদা গৃহেতে আছে উদাস অন্তরে।
তুমি কেন ভ্রমিছ বনেতে তার তরে॥
অতএব ওরে বাপু রাজ্যপাঠ কর।
লয়লার ধ্যান ছাড় মোর বাক্য ধর॥

মাতা পিতা প্রতি মজনুর উত্তর।

পিতার বচন শুনি চক্ষে বহে নীর।
কাতরে কহেন মজনু পরাণ অস্থির॥
জনক জননি শুন আমার বচন।
লয়লা বিহনে কিসে স্থির করি মন॥
প্রিয়সীর প্রেম ফাঁস লাগিয়াছে চিতে।
সঁপিয়াছি মন প্রাণ তাহার পিরীতে॥
কেমনে তাহারে ত্যজি থাকিব অন্তর।
নিরন্তর দগ্ধ করে আমার অন্তর॥
তাই ভাবি সদা আমি লয়লার রূপ।
উথলিয়ে উঠিছে বিরহ বিষকূপ॥
বিচ্ছেদ অনলে মোর দহিছে শরীর।
নিভান নাজায় বিনা প্রিয়া প্রেমনীর॥
তাহার কারণে মম ধীর নহে হিয়া।
প্রিয়সীর দেখা পাব কেমন করিয়া॥
আমার মনের ভাব কে জানিবে আর

সেই জানে প্রেমের শরীর হয় যার ॥
তোমাদের স্নেহে আর নাহি প্রয়োজন।
শেল সম লাগে বুকে ওসব বচন ॥
প্রিয়ায় না পেলে মোর মরণ মঙ্গল।
দেশে না রহিব শুদ্ধ ভ্রমিব জঙ্গল ॥
এত বলি হেলা করি পিতার বচন।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে বনে করিল গমন ॥
প্রেমাগুণ শতগুণ হইয়ে উঠিল।
বিচ্ছেদ বাতাসে তাহা আর জ্বেলে দিল ॥
কানন ভিতরে মজনু করেন ভ্রমণ।
প্রেয়সীর নাম ধরি ডাকেন সঘন ॥
বাতুল হইল পুত্র দেখি দণ্ডধর।
হাহাকার করে সদা শিরে হানে কর ॥

মজনুর বায়ু রোগ নিবারণ জন্য রাজার
এক মুনি সমীপে গমন।

সুতের লাগিয়ে, ভূপতি ভাবিয়ে,
না পান কিছু উপায়।
মজনু দুর্ম্মতি, হইয়াছে অতি,
হয়েছে পাগল প্রায় ॥
হায় হায় হায়, কি করি উপায়,

কেমনে হবে সে ধীর।
জীবনের ধনে, হারায়ে কেমনে,
রহিব হইয়ে স্থির॥
এ বড় বিষাদ, প্রমোদে প্রমাদ,
ঘটিল কপালে মোর।
বিধি বাদ সাধে, কি করিবে সাধে,
হায় একি দায় ঘোর॥
এমন সময়, আইল তথায়,
যোদ্ধা পান্থ এক জন।
নৃপে আশ্বাসিয়ে, কহিছে হাসিয়ে,
সুস্থির হও রাজন॥
ধরহ বচন, সম্বর ক্রন্দন,
ধৈরয ধর হে মনে।
মন দুঃখ তব, নষ্ট হবে সব,
চলহ আমার সনে॥
ইষ্ট পরায়ণ, এক তপোধন,
বসিয়ে আছেন বনে।
মনের বেদন, তাঁরে নিবেদন,
করি গিয়ে এই ক্ষণে॥
শুনি নরবর, হরিষ অন্তর,
কহে আগন্তুক জনে।

ওহে মহাশয়, বিলম্ব না সয়,
চল যাব তব স্থানে ॥
এতেক বলিয়ে, পথিকে লইয়ে,
ভূপতি কাননে যান।
সমাধি করিয়ে, আছেন বসিয়ে,
মুনিরে দেখিতে পান ॥
ক্রুত নৃপবর, যোড় করি কর,
মুনিরে বিনয়ে ভাষে।
তনয় আমার, হৈল দুরাচার,
গৃহ বাসে নাহি আসে ॥
করি প্রেম তত্ত্ব, হয়েছে উন্মত্ত,
ত্যজে গৃহ বাপ মায়।
করহ উপায়, যাতে গৃহে যায়,
ধরি প্রভু তব পায় ॥
করিছে মিনতি, রাখহ ভারতী,
বাঁধা রব তব কাছে।
তনয় আমার, এক মাত্র সার,
আর নাহি কেহ আছে ॥
বিধি বিড়ম্বন, কপালে লিখন,
করিয়াছি কত পাপ।

সেই কর্ম্ম ফলে, এই ফল ফলে,
আছে বুঝি কার শাপ॥

তপস্বি কর্ত্তৃক মজনুর প্রতীকার।

এতেক শুনিয়ে ঋষি কন নৃপবরে।
ইহার উপায় আমি করিব সত্বরে॥
অনূঢ়া কন্যাতে সূতা যতনে কাটিবে।
তাহে তাগা করি লয়লা মজনুরে দিবে॥
পরেতে লয়লার গৃহ মৃত্তিকা লইয়ে।
দিবে হে উহার চক্ষে অঞ্জন করিয়ে॥
শর্করা পড়িয়ে দিবে করিতে ভোজন।
শান্ত হবে সুত তবে শুনহে রাজন॥
ত্বরা করি কর নৃপ এই আয়োজন।
অন্যথা না হবে কভু আমার বচন॥
এতেক শুনিয়ে নৃপ গৃহেতে আসিয়ে।
দিলেন ঔষধি সব সংগ্রহ করিয়ে॥
তাহে মজনু ক্রমে শান্ত হইতে লাগিল।
দেখি রাজা রাণী অতি হর্ষিত হইল॥
কবি কহে ইহা শুদ্ধ লয়লার কল।
আপাততঃ ভাল কিন্তু বৃথা এ কৌশল॥

মজনুর বিবাহের উদ্যোগ ।

নৃপতি দেখিল যবে তনয়ে আপন ।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত নহে সদা সুস্থ মন ॥
হইয়াছে গৃহেমতি নাহি অন্য ধ্যান ।
কুমন্ড কুতত্ত্ব ছাড়ি পাইয়াছে জ্ঞান ॥
এক্ষেণে বিবাহ দিতে উপযুক্ত হয় ।
মনস্থ করিয়ে তবে পাত্র প্রতি কয় ॥
শুন পাত্র মিত্র গণ বচন আমার ।
পরম সুন্দরী কন্যা তত্ত্ব কর তার ॥
অতিশয় সুকুমার মম প্রানধন ।
চন্দ্রমুখী কন্যা সনে করাব মিলন ॥
নৃপ আজ্ঞা শুনে কহে সভাসদগণ ।
উচিত ইহার সনে লয়লা মিলন ॥
তার প্রেমে মত্ত হয়ে ছিলনাক জ্ঞান ।
তাহার মিলনে পাবে পুনঃ প্রাণদান ॥
এতেক শুনিয়ে রাজা সম্মত হইল ।
পাত্র মিত্র সভাসদে আদেশ করিল ॥
ত্বরায় সাজহ তবে এখনি যাইব ।
কিরূপ সে রূপবতী দেখিতে পাইব ॥
হরষিত হয়ে সবে ত্বরায় সাজিল ।

নৃপতির সমভ্যারে গমন করিল ॥
আজ্ঞা পেয়ে সেনা চলে হাজারে হাজার।
ঢাল তলয়ার ধরা কাতারে কাতার ॥
চামর আড়ানি ছত্র ধরি সারি সারি।
পশ্চাতে নফর যায় ধরি হেম ঝারি ॥
তথায় শুনিল সাধু এই সমাচার।
আসিতেছে মহীপাল ভবনে আমার ॥
মিত্রগণ লয়ে সঙ্গে ভবন হইতে।
রাজার নিকটে গেল আহ্বান করিতে ॥
উভয়ে উভয়ে দেখে প্রফুল্ল হইল।
সমাদরে একত্রেতে গমন করিল ॥
বাটীতে আসিয়া সাধু দিল সিংহাসন
ভূপেরে ভবনে পেয়ে আনন্দিত মন ॥
কারচোপ কাজ করা সাটিন বিছায়।
সম্মানে সমস্ত লোকে তাহাতে বসায় ॥
আতর চন্দন চুয়া থরে থরে রয়।
যার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা ঘ্রাণ লয় ॥
পুষ্পের সুগন্ধি বায়ু করয়ে ব্যজন।
মনে জ্ঞান হয় যেন ইন্দ্রের ভবন ॥
নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচে অপরূপ সাজে।
ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড়ে সেই সভা মাঝে ॥

তম্বুরা সারঙ্গ বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
গায়কে গাইছে গান নাহি তালে ভঙ্গ॥
নকিব ফুকারে সদা সেলাম জানায়।
বর্ণনা করিতে তাহা মুখে না জুয়ায়॥
পরে সাধু সুপকারে ডাকিয়া তখন।
আদেশ করিল খাদ্য কর আয়োজন॥
অনুমতি পেয়ে তবে শীঘ্র সুপকার।
প্রস্তুত করিল খাদ্য শঙ্খ্যা নাহি তার॥
কালিয়া কাবাব আর মাংস উপহার।
যাহার যা ইচ্ছা হয় সে করে আহার॥
চব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা বিধ খাদ্য।
মেডিরা সেম্পীন পোর্ট জিন সেরি মদ্য॥
নৃপতি সাধুর কর ধরিয়ে করেতে।
কাতরে কহিছে কথা তাহার পরেতে॥
রাখ ওহে মিত্র এক বচন আমার।
না হইবে চিন্তা যুক্ত মনে আপনার॥
উত্তর করিছে সাধু কর অনুমতি।
আমিতো কিঙ্কর তব তুমি নরপতি॥
খণ্ডিতে কি পারি আমি তোমার বচন।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন॥
অবশেষে নৃপবর পাইয়ে আভাস।

কহেন বিনয়ে তবে সুধাময় ভাষ ॥
মম পুত্র সনে তব কন্যার সহিত ॥
ওহে বন্ধু বিভা দিয়ে সুস্থ কর চিত্ত।

নৃপতির প্রতি সাধুর উত্তর।

বিনয়ে কহিছে সাধু শুনহ রাজন।
কেমনে সম্মতি হই ইহাতে এখন ॥
জীবনের আশা ত্যজি হয়ে অচেতন।
মজনু ভ্রমিছে একা কাননে কানন ॥
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে প্রচার নগরে।
উন্মত্ত হইয়ে সদা ফেরে দ্বারে দ্বারে ॥
কুপথে প্রবৃত্ত তারে এ রূপ জানিয়ে।
কেমনে কন্যারে দিব অনলে ফেলিয়ে ॥
তাহার সহিতে বিভা দিতে না পারিব।
উন্মাদ কয়েস তব আর কি কহিব ॥
শুনিয়ে ভূপতি কন তাহে নাহি ভয়।
ধরাতলে তার তুল্য জ্ঞানি কেবা হয় ॥
প্রেমেত মজিয়ে হল ক্ষিপ্ত নাম তার।
সন্দেহ ইহাতে আর নাহি আপনার ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ যদি আনি এই স্থান।
দেখিলে তাহারে তব সুস্থ হবে প্রাণ ॥

এতেক শুনিয়ে সাধু সম্মত হইল।
রাজ সুতে আনিবারে আদেশ করিল॥
ভূপতি কহিল তবে পাত্র মিত্র বরে।
ত্বরায় আনহ পুত্রে সভার ভিতরে॥
নৃপতির আজ্ঞা মাত্রে মন্ত্রী এক জন।
আরবনগরে তবে করিল গমন॥
রাজপুত্র নিকটেতে কহে বিবরিয়ে।
তব সনে সাধু কন্যা দিব মিলাইয়ে॥
শুনি সুখী হয়ে মজনু বাস ভূষা পরে।
মণিময় অভরণ পরে তার পরে॥
রূপের পয়োধি বেশে দ্বিগুণ বাড়িল।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ভূতলে পড়িল॥
সৈন্যগণ সমভ্যারে আরোহিয়ে করী।
সাধুর সদনে গেল অতি ত্বরা করি॥
সদাগর নিকটেতে প্রণাম করিল।
হেরিয়ে সে রূপ সাধু আলিঙ্গন দিল॥
সভাস্থ সমস্ত লোক কহে পরস্পর।
হেরি নাই হেন রূপ অবনী ভিতর॥
সাধু বলে বুঝিলাম নহে জ্ঞানহীন।
প্রেমেতে আসক্ত হয়ে হইয়াছে হীন॥
বিবাহ কারণ যত সভাসদ গণ।

কন্যা সম্প্রদানে তবে করে আয়োজন ॥
প্রফুল্লিত সর্ব্ব জনে নাহি দুঃখলেশ।
সুখের সাগর নীরে ভাসিল নরেশ ॥
সুমঙ্গল ধ্বনি করি নকিব ফুকারে।
শেলাম জানায় ফিরি প্রতি দ্বারে দ্বারে ॥
নর্ত্তকে নাচিছে তানে গায়ক গাইছে।
কাড়া ঢোল নহবত সতত বাজিছে ॥
ইতি মধ্যে আসি এক কুক্কুর ত্বরায়।
নির্ভয়েতে রঙ্গ করি প্রবেশে সভায় ॥
অপূর্ব্ব কুক্কুর দেখি মজনু সুজন।
সভাসদে জিজ্ঞাসা করিল সেইক্ষণ ॥
আহামরি কুক্কুরের হেরি কি লাবণ্য।
পুষেছে ইহারে যেবা সেই জন ধন্য ॥
সভা মধ্যে কহে কেহ শুনিয়ে বচন।
লয়লার প্রিয় অতি করে সে যতন ॥
স্নেহ ভাবে সদা রাখে নিকটে আপন।
ইহা লয়ে বিভাবরী করয়ে যাপন ॥
শুনিয়ে মজনুর মনে ভাব উপজিল।
প্রিয়া প্রিয় কুক্কুরেরে আলিঙ্গন দিল ॥
চুম্বন করিয়ে করে বক্ষেতে ধারণ।
তদন্তরে করিলেন মস্তকে স্থাপন ॥

আশ্চর্য্য মানিয়ে কহে সভাসদগণ ।
কি হেতু ইহাকে বল দিলে আলিঙ্গন ॥
মজনু শুনিয়ে কহে কাতর হইয়ে ।
বিধি সাধিলেন বাদ বিরহে দহিয়ে ॥
প্রেয়সীর প্রি।বর যেই জন হয়।
তাহার মিলনে হয় বহু ভাগ্যোদয় ॥
প্রিয়সীর রূপ জাগে মনে নিরন্তর ।
কেমনে তাহারে আমি রাখিব অন্তর ॥
হায়রে প্রাণের প্রাণ এ অধীন জনে ।
ত্যেজিয়াছ ভিন্ন ভাবে কহ না কেমনে ॥
প্রিয়ার মিলন সম ধরিল তাহায় ।
অর্দ্ধ উন্মিলিত নেত্রে চারি দিগে চায় ॥
এ রূপ দেখিয়ে তায় সাধু মনে করে ।
কি বিপদ কন্যা দিব কেমনে ঐ বরে ॥
নিতান্ত অশান্ত দেখি ক্ষিপ্ত এই বটে।
ইহা সনে বিভা দিলে পড়িব সঙ্কটে ॥
তার পর কহিলেন নৃপ সন্নিধান ।
না হয় স্বদেশ ছাড়ি করিব প্রয়াণ ॥
তোমার নন্দন সনে বিবাহ না দিব ।
বাতুলে বরিলে কন্যা মরমে মরিব ॥
ইহার মিলনে হবে কলঙ্ক অধিক ।

পুরবাসি লোকে দিবে শত শত ধিক ॥
সাধুর শুনিয়ে বাণী হরিষে বিসাদ।
কহে হায় বিধি বুঝি সাধিলে এ বাদ ॥
সিংহাসনে তবে আর নাহি প্রয়োজন।
করিব এ দেহ যাত্রা বন পর্য্যটন ॥
জগতের সার হেন পুত্রেরে ত্যজিয়ে।
কিছু সুখ নাই মোর এ রাজ্য লইয়ে।
বুঝিলাম নিতান্ত বিধির বিড়ম্বন।
উপায় নাহিক আর কি করি এখন ॥
এত বলি চিন্তা করি গমন করিল।
দুনয়নে বারি ধারা বহিতে লাগিল ॥

পুত্রের প্রতিকারার্থে রাজার পুনর্ব্বার অন্য
একজন মুনির সমীপে গমন।

করি গৃহে আগমন, নৃপতি মৌনেতে রন,
সতত নয়নে নীর বয়।
চিন্তাযুক্ত অনুক্ষণ, সদাই বিরস মন,
পাত্র মিত্র দেখিয়ে সভয় ॥
রাজ্য নাহি পালে আর, সব হল ছারখার,
বিরস বিসাদে প্রজা লোক।
কার ধন কেবা হরে, কেহবা প্রাণেতে মরে,

ব্যাপিল রাজত্বময় শোক ॥
হেরিয়ে রাজ্যের গতি, মন্ত্রী মনে দুঃখী অতি,
রাজার নিকটে আসি কয় ।
তুমি রৈলে এক মনে, চলিবে রাজ্য কেমনে,
গেল রাজ্য ওহে মহাশয় ॥
শুনি কন নরেশ্বর, কি কবহে মন্ত্রিবর,
প্রাণ কাঁদে পুত্রের লাগিয়ে ।
এ দুঃখ সাগর পারে, লয়ে যেতে যেবা পারে,
তুমি তারে আমি সব দিয়ে ॥
হারাইয়ে সে কুমার, সব দেখি শূন্যাকার,
রাজ্যে আর নাহি প্রয়োজন ।
সবে মাত্র সেই ধন, পাই কিসে সে রতন,
কর সবে তাহার চিন্তন ॥
যাতে ত্যজি এ কুমতি, গৃহধর্ম্মে করে মতি,
কুবুদ্ধি ছাড়িয়ে আসে গেহ ।
তুমি প্রিয় মন্ত্রিবর, মম এই বাক্য ধর,
এমন উপায় করি দেহ ॥
হেন কালে কোথা হতে, যুবা এক আচম্বিতে,
নিবে দিল ভূপতি সম্মুখে ।
গ্রামের নিকটতর, আছে এক মুনিবর,
শুনিয়াছি আমি লোক মুখে ॥

পৃথিবী মধ্যেতে আর, কেহ নহে তুল্য তার,
যপ যজ্ঞ হোমেতে তৎপর।
ইষ্ট নিষ্ঠ সাধু মতি, সদা প্রীতি ধর্ম্ম প্রতি,
যাঁরে সদা সদয় ঈশ্বর॥
তাঁহার নিকটে চল, হবে সব সুমঙ্গল,
কৈলে তিনি কৃপা কণা দান।
জানাইলে দুঃখ সব, শীঘ্র শান্ত হবে তব,
গৃহে রবে ওই সুসন্তান॥
শুনি নৃপ ত্বরাতরি, পুত্র নিল সঙ্গে করি,
বন্ধন হইয়ে আশা পাশে।
মুনীন্দ্র আছেন যথা, উপনীত হয়ে তথা,
নিবেদিল অতি নম্র ভাষে॥
এই প্রিয় পুত্র মোর, প্রিয়া প্রেমে হয়ে ভোর,
হইয়াছে বাহ্য জ্ঞান হীন।
নাহি মানে বাপ মায়, হায় হায় একি দায়,
হইতেছে ক্ষিপ্ত দিন দিন॥
বুঝাই ইহারে যত, আরো ক্ষিপ্ত হয় তত,
তারে ভেবে রাজত্ব ত্যজিল।
বিষম পিরীতে মন, ভাবি ভাবি অনুক্ষন,
নিতান্তই উন্মাদ হইল॥
উপায় করিয়া দেহ, পুত্র বিনা নাহি কেহ,

বৃথা মম সকল সংসার।
কৃপা করি এই দীনে, দিন দিয়া দিনে দিনে,
মর্ম্ম ব্যথা ঘুচাও আমার ॥
রাজার বিষাদ শুনি, মুনি মহা দুঃখ গুণি,
কহিলেন কয়েসে তখন।
ত্যজি হেন রাজ্য ধন, পিতা মাতা আত্মজন,
কেন ভ্রম বন উপাবন ॥
মজি প্রেম পারাবারে, মায়া পাশ একেবারে,
কেন কেন করিলে ছেদন।
পিরীতে মজিয়ে গিয়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
ছদ্ম বেশ করেছ ধারণ ॥
অতএব যুক্তি ধর, মিছে প্রেম প্রেম কর,
মন সুখে রহ গৃহবাসে।
উন্মাদ হইলে কেন, জনক জননী হেন,
হেলা কর পোড়া প্রেম আশে ॥
না বুঝ তাহার মর্ম্ম, কুলটার কুতোধর্ম্ম,
বাহিরেতে স্নেহ প্রকাশয়।
অন্তরে গরল তার, বুঝে উঠে সাধ্য কার,
ছলে কলে কত কথা কয় ॥
মজনু শুনি এ বাণী, যোড় করি দুই পাণি,
কহিতেছে মুনি সন্নিধানে।

মম মন কে জানিবে, মম ভাব কে বুঝিবে,
আমি জানি আর সেই জানে ॥
মাটী মম সিংহাসন, করেছেন সনাতন,
ইথে সুখ বড় তপোধন।
মাতা পিতা আত্মগণ, কোথা রবে বন্ধুজন,
সঙ্গে শব হইবে যখন ॥
ধরাতলে ধন্য সেই, ভালবাসা জানে যেই,
আর আমি কব কি গোসাঁই।
সুখে প্রেম করে দান, না হেরিলে যায় প্রাণ,
সেই বন্ধু বিনা আর নাই ॥
প্রকাশিয়ে অনুরাগ, আমার প্রেমের যাগ,
জাগে তার মনে অনুক্ষণ।
মম সুখে সেই সুখী, মম দুখে সেই দুখী,
স্নেহ করে কে আর তেমন ॥
ভিন্ন কায়া মাত্র তার, ভিন্ন নহে কিছু আর,
সেই মোর ধন জন গেহ।
সেই মম ধ্যান জ্ঞান, সেইসে আমার প্রাণ,
সেই ভিন্ন নাহি মোর কেহ ॥
অসার সংসার সব, ক্ষণে সব হয় শব,
কি করিবে পরিবার গণ।
আশা পাশ করি নাশ, যখন ফুরাবে শ্বাস,

কেবা কোথা রহিবে তখন॥
কেহ নাহি যাবে সঙ্গে, শুদ্ধ যাবে প্রেম রঙ্গে,
পূর্ব্ব রাগ হয়ে আগে আগে,।
তাই বলি তপোধন, কর সেই আয়োজন,
যাতে পাই তারে অনুরাগে॥
তেমন রূপতো আর, ত্রিভুবনে পাওয়া ভার,
হেরিয়ে অমনি স্মর জাগে॥

লয়লার যৌবনাবস্থার রূপ বর্ণন।

বর বেণী যখন বিনায় বিনোদিনী।
হেলে দোলে খেলে যেন কালভুজঙ্গিনী॥
শশিতে কলঙ্ক আছে আছে বৃদ্ধি হ্রাস।
সে মুখ চাঁদেতে সদা পূর্ণিমা প্রকাশ॥
কে বলে উত্তম পঞ্চশর শরাসন।
লয়লার ভুরু ধনু স্মরবিমোহন॥
নিন্দি ইন্দীবর আর কুরঙ্গ খঞ্জন।
নির্ম্মায়েছে বিধি তার নয়ন রঞ্জন॥
তাহাতে কজ্জল রেখা উজ্জ্বল করয়।
সে আঁকি দেখিয়ে নাকি প্রাণ স্থির রয়॥
তিল ফুল নহে তার নাসার সোসর।
দেখে খেদে খগপতি হইল খচর॥

জিনিয়ে সুপক্ক বিম্ব তার ওষ্ঠাধর।
দশন মুকুতা পাতি জিনি মনোহর ॥
মৃদু হাসে তমো নাশে নিন্দি সৌদামিনী।
কোকিল বিকল করি অমৃত ভাষিণী ॥
ভুজলতা দেখিয়ে মৃণাল অভিমানে।
জলে প্রবেশিল গিয়ে বিকলিত প্রাণে ॥
স্তনের তুলনা তার করিকুম্ভ নয়।
তবে কেন অঙ্কুশের শাস্তি তায় হয় ॥
জিনিয়ে ডমরু চারু হরি মধ্য স্থান।
মাজা খানি বিধি তার করেছে নির্ম্মাণ ॥
মরি কিবা সুগভীর নাভি সরোবর।
থরে থরে ত্রিবলির শোভা মনোহর ॥
নিতম্বের শোভা তার কি বর্ণিব আর।
হতে পারে মাটার মহী কি তুল্য তার ॥
রামকদলীর তরু সরল কে কয়।
করিকর জিনি উরু চারু অতিশয় ॥
কোকনদ জিনি তার চরণ যুগল।
কণক চম্পক জিনি অঙ্গুলী সকল ॥
গজেন্দ্র মরাল জিনি সুচারু গামিনী।
সে রূপের তুল্য নহে স্থির সৌদামিনী ॥
হাব হাস লাবণ্য মাধুর্য্য ভঙ্গী ভাব।

হেরিলে হৃদয়ে চিত্ত উঠে কত ভাব ॥
লয়লার রূপ না দেখেছে যেই জন ।
ধরাতলে ধরে সেই বৃথাই জীবন ॥
বলিতে বলিতে মজনু হয়ে অন্য মন ।
সেস্থান হইতে শীঘ্র কৈল পলায়ন ॥

এবনেচ্ছালাম নামক ভূপতির সহিত লয়লার বিবাহ উদ্যোগ ।

লয়লার রূপ বার্ত্তা গেল দেশে দেশে ।
মজনু হয়েছে যোগী যার প্রেমাবেশে ॥
রূপের মাধুরী শুনি সকলে বিস্মিত ।
না দেখিয়ে সবে হয় অতি উৎকণ্ঠিত ॥
কেহ বা অমনি যায় আরব নগরে ।
মোহিত হইয়ে অতি কন্দর্পের শরে ॥
যে রূপ সুন্দর কবি বিদ্যার কারণ ।
ছয় দিনে বর্দ্ধমানে করে আগমন ॥
এবনেচ্ছালাম নামে ভূপতি তনয় ।
লয়লার রূপ শুনি বিমোহিত হয় ॥
মনোদুখে অধমুখে রহে নিরন্তর ।
অধৈর্য্য হইল স্মর শরে জরজর ॥
উন্মাদ হইল প্রায় ভেবে ভেবে মনে ।

সদা ইচ্ছা রূপ তার দেখিবে কেমনে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি সদা সেই রূপ ধ্যান ।
প্রেমেতে উন্মত্ত হয়ে হারাইল জ্ঞান ॥
ভূপাল তনয়ে দেখি পাত্র মিত্রগণ ।
যত উপদেশ দেন না করে শ্রবণ ॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে শেষে সকলে সত্বর ।
সকল বৃত্তান্ত কহে নৃপের গোচর ॥
ব্যাকুল হইলা রাজা এসব শুনিয়ে ।
দুঃখানলে দগ্ধ হন পুত্রের লাগিয়ে ॥
কহে হায় কেবা দিল দারুণ সংবাদ ।
সাধিল প্রমোদে মোর বিষম প্রমাদ ॥
আরব পতির পুত্র কয়েস সুজন ।
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে যাহার কারণ ॥
যে কারণে সে জন সংসার ত্যজিয়াছে ।
মম পুত্র সেই রূপ ক্ষিপ্ত হয় পাছে ॥
ইহার উপায় নাই লয়লা বিহনে ।
এই যুক্তি স্থির তবে করে মনে মনে ॥
পাত্র মিত্র সভাসদে কহিল তখন ।
আরব নগরে আমি করিব গমন ॥
অনুমতি পেয়ে সবে ত্বরায় সাজিল ।
ভূপতির সঙ্গে সবে গমন করিল ॥

উপনীত হল সবে আরব নগরে ।
সাধু আসি, গৃহে লয়ে গেল সমাদরে ॥
জহরত কাজ করা বিছানা উপর ।
বসিতে আসন দিল ভূপে সদাগর ॥
সুগন্ধি চন্দন চুয়া নানা পুষ্প হার ।
থরে থরে সাজাইয়ে রাখে চমৎকার ॥
সবাকার অঙ্গে দেয় গোলাপ আতর ।
সৌরভে মোহিত হয় সবার অন্তর ॥
মহীপাল সদাগর বসি এক স্থানে ।
আনন্দিত দুই জনে কথোপকথনে ॥
ভূপতি কহেন তবে সদাগর প্রতি ।
মম নিবেদন এক শুন মহামতি ॥
পুত্র এক আছে মোর পরম সুন্দর ।
বৃহস্পতি সম সেই বুদ্ধির সাগর ॥
অতি প্রিয়ম্বদ ধীর বয়স নবীন ।
তাহার তুলনা দেয় কে হেন প্রবীণ ॥
তব কন্যা সহ দেহ বিবাহ তাহার ।
এই নিবেদন মোর নিকটে তোমার ॥
রাজার বচনে সাধু সম্মত হইল ।
প্রণয় ভাষেতে তবে উত্তর করিল ॥
এ দীনে করুণা করি আইলে হেথায় ।

পূর্ণ হল মম আশা তব করুণায় ॥
স্বীকার করিনু আমি শুন নরপতি।
বিভা দিব কন্যা তব পুত্রের সংহতি ॥

লয়লার বিবাহের উদ্যোগ।

রাজার বচন সাধু করিয়ে শ্রবণ।
কন্যা সম্প্রদানে তবে করে আয়োজন ॥
আত্মীয় গণেরে সাধু সমাচার দিল।
শুনিয়ে সে কথা সবে হরিষ হইল ॥
নগরেতে এই রব হইল ঘোষণ।
প্রমোদে প্রমদাগণ হইল মগন ॥
আত্মজন যত সাধু বাসে উপনীত।
সহাস্য বদনে সবে পুলকে পূর্ণিত ॥
তুষ্ট হয়ে কুলাচার্য্য বিবাহ কারণ।
অতি শুভক্ষণ এক করে নিরূপণ ॥
প্রফুল্ল হইয়ে সাধু দাসগণ প্রতি।
অতি অনুরাগে সবে করে অনুমতি ॥
যে যে দ্রব্য বিবাহেতে হয় প্রয়োজন।
ত্বরায় করহ তাহা সব আয়োজন ॥
বিবাহের দিন যবে নিরূপণ ছিল।
কাল সম সেই কাল নিকট হইল ॥

লয়লা ভাবিছে মনে একি হল দায়।
প্রাণপ্রিয় পতি মম রহিল কোথায়॥
হায় কি হইল মোরে সে জন বিহনে।
অন্য কারে নাহি জানি শয়নে স্বপনে॥
অন্যেরে বিবাহ দিবে একি ঘোর দায়।
কি আর কহিব আমি সে পিতা মাতায়॥
একে মোর লেগে আছে কপালে আগুণ।
আবার ইহাতে তাহা বাড়িল দ্বিগুণ॥
এই রূপ চিন্তা করে গোপনে বসিয়ে।
মৌন ভাবে রহে সদা দুঃখিতা হইয়ে॥
সখীগণ মেলি কভু পরিহাস করে।
এত দিনে পেলে তুমি মনোমত বরে॥
আনন্দিত সর্ব্বজনে আমোদ প্রমোদে।
মনদুঃখে রহে কন্যা পড়িয়ে বিপদে॥
নর্ত্তক নর্ত্তকী কত সুরসে নাচিছে।
কালয়াত আদি যত গায়ক গাইছে॥
গাইছে সপ্তম সুরে নাহি তালে ভঙ্গ।
ভাঁড়ে করে ভাঁড়ামি করিয়ে কত রঙ্গ॥
এমন সময়ে তবে পাত্র মিত্রগণ।
সাধু প্রতি কহে সবে বিবাহ কারণ॥
শুভক্ষণে শুভ কর্ম্ম কর সমাপন।

কন্যার বিবাহ দিতে উচিত এখন ॥
অনুমতি পেয়ে সবে প্রফুল্ল হইল।
নৃপ সুত সঙ্গে করি সভায় আইল ॥
সাধুর গৃহিণী হয়ে হরষিত মতি।
ঘটকিনী প্রতি শীঘ্র করে অনুমতি ॥
লহ বস্ত্র অভরণ অতি ত্বরা করি।
সাজাও যতনে আজি লয়লা সুন্দরী ॥
ঘটকিনী যায় তবে লয়লার কাছে।
দেখে ধনী মৌনেতে মাটীতে বসি আছে ॥
ঈষত্ হাসিয়ে গিয়ে নিকটে বসিয়ে।
আঁকি ঠারি মৃদুভাষে কহে বিনাইয়ে ॥
দিয়াছেন বিধি তোরে যৌবনের ভার।
যুবক বিহীনা হলে সকলি অসার ॥
রসিক রাজন বর এসেছে সভায়।
প্রেমামৃত রসে শীঘ্র সুস্থ কর তায় ॥
নবীন যুবতী তুমি কিসের কারণ।
হরণ করিছ কাল বল অকারণ ॥
আজি তব শুভ দিন বিবাহ হইবে।
সুধাকর কুমুদিনী একত্রে মিলিবে ॥
হে নব ললনা দেখ এ সুখ সর্ব্বরী।
বিফলেতে নষ্ট হয় আহা মরি মরি ॥

ভাগ্য ক্রমে পাবে আজি বর মনোমত।
রাজার মহিষী হয়ে সুখী হবে কত ॥
ত্বরায় ধারণ কর বস্ত্র অভরণ।
সুগন্ধি চন্দন কর অঙ্গেতে লেপন ॥
নয়নে অঞ্জন দেহ করিয়ে রঞ্জন।
তাম্বুল ভক্ষণ কর করিয়ে যতন ॥
কেন কেন হলে হেন বিষাদিনী প্রায়।
ক্ষান্ত হও রসবতি ধরি তোর পায় ॥
সুখের রজনী আজি বিফলেতে যায়।
রহিয়াছে তব পতি তোমার আশায় ॥
বিলম্বে লয়লা আর নাহি প্রয়োজন।
বেশ ভূষা করি শীঘ্র কর আগমন ॥
একরূপ বচনে ধনী কুপিতা হইয়ে।
ঘটকিনী প্রতি কহে তর্জ্জিয়ে গর্জ্জিয়ে ॥
শুন ঘটকিনি তুমি আমার বচন।
প্রবোধ বাক্যেতে আর নাহি প্রয়োজন ॥
বিরহ দহনে মোরে করিছে দহন।
জীবনের আশা ত্যজি মজনু কারণ ॥
সেই মম প্রাণ নিধি সেই সে জীবন।
দিয়াছেন বিধি মোরে সেই রত্ন ধন ॥
এত বলি কাঁদে বালা ব্যাকুল অন্তরে।

ধারা বহে ধরাতলে নয়নের নীরে ॥
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে হানে কপালে কঙ্কণ।
অধীরা হইল ধীরা নাথের কারণ ॥
বলে বিধি একি তব বিধি নিদারুণ।
কি দোষ পাইয়ে পুন হইলে বিগুণ।
দিন কত দিয়ে সুখ অবশেষ পুনে।
জ্বেলে দিলে একবারে কপালে আগুন ॥
উন্মত্ত বারণ মন মানে কি বারণ।
তার প্রেম পথে সদা করিছে ভ্রমণ ॥
ধরণীতে তাহা বিনা কে আছে আমার।
তারে ছাড়া হয়ে মোর প্রাণ বাঁচা ভার ॥
হায় হায় একি দায় কি কব বিধিরে।
সম্পাদ ঘটায়ে দুঃখ দেয় ধীরে ধীরে ॥
মস্তকের শিরোমণি হৃদয় রতন।
হায় হায় কোথায় গো রহিল এখন ॥
হৃদয়ের মণিহার সুখের নিধিরে।
দিয়ে কেন ওরে বিধি পুন লও ফিরে ॥
আলু থালু হল বালা কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
ঘন ঘন শ্বাস বহে অনল জিনিয়ে ॥
ঘটকিনী প্রতি কহে কত কুবচন।
বলে বেশ ভুষা আর নাহি প্রয়োজন ॥

এ আশার আশা ত্যজি করহ গমন।
নিরর্থক অনুযোগ কিসের কারণ॥
সেই মন ধ্যান জ্ঞান সেই প্রাণধন।
তাহার বিহনে নাহি জানি অন্য জন॥

লয়লার বিবাহের অসম্মতি শ্রবণে মাতার তিরস্কার।

ত্বরা করি ঘটকিনী, হয়ে অতি বিষাদিনী,
ধেয়ে যায় গৃহিণীর কাছে।
আলু থালু কেশ বেশ, দুর্গতির নাহি শেষ,
আইল শ্রেষ্ঠিনী যথা আছে॥
কহে শুন ঠাকুরাণি, না শুনে সে হিত বাণী,
বসে আছে বিরস বদন।
যোগী যেন যোগাসনে, বসে রহে এক মনে,
নাহি কিছু বাক্য আলাপন॥
বিবাহের বার্ত্তা শুনি, বিষম বিষাদ গুণি,
বারি ধারা বহিছে নয়নে।
মিছে কেন অকারণ, কর আর জ্বালাতন,
বিভা দেহ মজনুর সনে॥
ঘটকিনী বাণী শুনি, শ্রেষ্ঠিনী প্রমাদ গুণি,
শীঘ্র যায় কন্যার মহলে।

বহ্নি জিনি বহে শ্বাস, আলু থালু কেশ বাস,
লাজে খেদে নেত্র ভাসে জলে ॥
কন্যা দেখি উন্মাদিনী, হয়ে অতি বিষাদিনী,
ঘন শিরে করাঘাত করে।
বলে ওলো নিশ্শঙ্কনি, হলি কুল কলঙ্কিনী,
কি ক্ষণে জন্মিয়ে মোর ঘরে ॥
কেন এ কুমতি তোর, হইলি পাগল ঘোর,
প্রমাদ পাড়িলি ভাল শেষে !
ভাল পড়া পড়েছিলি, ওই বিদ্যা কি শিখিলি,
কলঙ্ক রটালি দেশে দেশে ॥
সকলে শুনি এ কথা, নিন্দা করে যথা তথা,
ছার খার হল কুল মান।
শুনিলে সাধু এ কথা, পাইবে মরমে ব্যথা,
হবে তাঁর অতি অপমান ॥
হায় কে সাধিল বাদ, প্রমোদেতে কি প্রমাদ,
কতই গঞ্জনা আর সব।
তোরে বৃথা করি রোষ, মোর কপালের দোষ,
ইহা আমি কারে আর কব ॥
কে না যায় পাঠাগারে, বিদ্যা লাভ করিবারে,
তুই বিদ্যা এই কি শিখিলি।
শুদ্ধ করি প্রেম তত্ত্ব, হলিলো বিষমোন্মত্ত,

জন্মে তুই কেন না মরিলি ॥
ওরে বিধি নিদারুণ, তোমার কি কব গুণ,
কপালে আগুণ জ্বেলে দিলি ।
কেন দিলি হেন মেয়ে, তুই কেন এর চেয়ে,
মোরে বন্ধ্যা করে না রাখিলি ॥
আমি জানি মহী ধন্যা, লয়লী আমার কন্যা,
প্রশংসা আছয়ে সর্ব্ব ঠাঁই ।
অতি রূপ গুণযুত, মহী মান্য রাজ সুত,
মন সুখে করিব জামাই ॥
দেখি তোর এ কুরীত, হিতে হল বিপরীত,
হেলা কর আমার বচন ।
কেন পাগলের তরে, কাল কাট সকাতরে,
তারে আর না পাবি কখন ॥
বেশ ভূষা করি পরে, ত্বরা যাও বাসঘরে,
যথা বর রূপের নাগর ।
মনেতে ধৈরয ধর, যৌবন সফল কর,
লয়ে সুখে গুণের সাগর ॥
মাতার বচন শুনি, বিষম বিষাদ গুণি,
মন দুখে রহিল যুবতী ।
বলে বিনা মনোচোর, বিরহ অনল মোর,
নিবাইতে কাহার শকতি ॥

মাতার প্রতি লয়লার উত্তর।

মাতা যত কহে, কন্যা মৌনে রহে,
কেবল মজ্নু ধ্যান।
আঁখি ছল ছল, কাঁদিয়ে বিকল,
সেই ভিন্ন নাহি জ্ঞান॥
কেঁদে কহে ধনী, শুনগো জননি,
কেন কহ কুবচন।
তাহার পিরীতে, মজায়েছি চিতে;
সেই মম প্রাণ ধন॥
সেই মম পতি, নাহি অন্য গতি,
নাহি অন্যে প্রয়োজন॥
ভাবিয়ে না পাই, কোথা গেলে পাই,
সেই মম প্রিয়জন॥
শ্রীপাদ তাঁহার, জানি আমি সার,
সেই পদে মতি গতি।
সেই ধ্যান জ্ঞান, সেই মম প্রাণ,
সেই সে আমার পতি॥
জানে জগজন, লয়লার মন,
মজেছে মজ্নু প্রতি।
কেন বাক্য শর, হান নিরন্তর,

নাহি অন্যে মম মতি ॥
পতি কিসে পাব, পরাণ জুড়াব,
যে হরে আমার মন।
প্রেম আশে তাঁর, জীবন আমার,
বেঁচে আছে এতক্ষণ ॥
সেই ভিন্ন আর, কেহ গো আমার,
নাহি ত্রিভুবন মাজে।
বস্ত্র অভরণ, সব অকারণ,
সেই বিনা নাহি সাজে ॥
কি কাজ জীবনে, হারায়ে সে ধনে,
অন্যে কিবা প্রয়োজন।
জননী হইয়ে, বাৎসল্য ত্যজিয়ে,
কেন কর জ্বলাতন ॥

বিবাহ রাত্রিতে লয়লা কর্ত্তৃক এবনেচ্ছালামের দুর্গতি।

সাধুর গৃহিণী দেখে আপন কন্যায়।
পাঠাতে বাসর ঘরে নাহিক উপায় ॥
বলে হায় একি দায় ঘটিল এখন।
পাগলের প্রেমে মজি না শুনে বারণ ॥
অবশেষে কহে রামা ক্রোধে করি ভর।

ওরে ঘটকিনী শুন আমার উত্তর ॥
অতি জোর করি ধরি লয়লার করে।
ত্বরিতে প্রবেশ কর জামাতার ঘরে ॥
মিলাইয়ে দেহ দোঁহে সুখদ বাসরে ॥
এতেক শুনিয়ে ঘটকিনী ত্বরা করি।
লয়লারে লয়ে গেল জোরে করে ধরি ॥
ভূপতি তনয়ে কন্যা দিল সমর্পিয়ে।
বলে সুখে বঞ্চ রাতি কামিনী লইয়ে ॥
এত দিনে হলে তুমি লয়লার পতি।
প্রমোদে প্রমদা লয়ে সুখে কর রতি ॥
ইহা বলি ঘটকিনী চলিয়ে আইল।
লয়লার রূপ দেখি ভূপতি ভুলিল ॥
নত শিরে রহে কন্যা ঈশ্বর স্মরণে।
হায় রে বিধাতা তোর এই ছিল মনে ॥
বসে ছিল বর তার শয্যার উপর।
খাট হতে নাবি ধরে প্রেয়সীর কর ॥
তার পরে শয্যোপরে বসাইতে চায়।
সাধিয়ে তুষিয়ে কত পড়িয়ে ধরায় ॥
লয়লার ভাব দেখি বিস্মিত হৃদয়।
বলে হায় বিধি কেন হইলে নিদয় ॥
মৃদু ভাষে তোষে তারে চরণেতে ধরি।

এ অধীনে কেন বাম হইলে সুন্দরি ॥
এই আসে আসে বলি, আসার আশায় ।
রহিয়াছে মনঃপ্রাণ চাহিয়ে তোমায় ॥
চাহিয়ে তোমার পথ রয়েছে নয়ন ।
পলকে পলকে হয় প্রলয় যেমন ॥
না তুষিবে প্রাণ যদি কেন তবে আসা ।
আশা পক্ষে আসা নয় আসা প্রাণ নাশা ॥
প্রাণ মন সপিলাম ভাবিয়ে সরল ।
কে জানে তোমার মনে ছলনা গরল ॥
হরে নিলে মম প্রাণ হে নব ললনা ।
তবে কেন দীন দাসে করহ ছলনা ॥
আসিবা মাত্রত মোর হরিলে এ মন ।
তবে কি উচিত হয় করিতে এমন ॥
নিরখি নবীন চাঁদ চকোর যেমন ।
সঘনে সঘনে করে গগণে গমন ॥
এ সময়ে হয় যদি ভাস্কর প্রকাশ ।
আকাশে গিয়ে সে শুধু নিরখে আকাশ ॥
সেই রূপ মম ভাব হইল এখন ।
প্রাণ মন আমার হতেছে জ্বলাতন ॥
তোমার অধিনী আমি জানিবে নিতান্ত ।
তুমি দুঃখ শান্ত কর অথবা কৃতান্ত ॥

রাজ সুত কহে যত প্রেমের প্রসঙ্গে।
লয়লা সতীর যেন বাণ বিন্ধে অঙ্গে ॥
প্রেমের আবেশে বর হইল অপরে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ঘঁরে জরজর ॥
বুঝহ ভাবেতে যত রসিক সুজন।
অগ্নির প্রভাবে যেন ঘৃতের গলন ॥
অস্থির হইয়ে ভূপ ধরে তার করে।
লয়লা মারিল লাথি মাথার উপরে ॥
লাথি খেয়ে পড়ে নৃপ ধরায় ত্বরায়।
না ছিল এমন কেহ ধরে আসি তায় ॥
বিষম কাতর বর দুঃখে দেহ দহে।
আবার ভাবেন পেটে খেলে পিটে সহে ॥
এবার লয়লা বুঝি ভজিবে আমায়।
অবার ধরায় বসি ধরে তার পায় ॥
পুন রাগ ভরে ধনী পদাঘাত করে।
অচেতনে পড়ে ভূপ ভূমির উপরে ॥
ক্রোধেতে লয়লা কহে করিয়ে তর্জ্জন।
চাহ দুষ্ট পর দ্রব্য করিতে হরণ ॥
কেমন সাহস তোর মনে ভয় নাই।
হইবে আমার পতি ভেবেছ কি তাই ॥
শুন রে দুর্জ্জন তোরে করি আমি মানা।

শিবা হয়ে সিংহ দ্বারে দিস নাকো হানা ॥
তোরে যদি ভজি তবে ধিক এ জীবনে।
হেন মতি হলে ডুবে মরিব জীবনে ॥
দূর হও হেথা হতে এখনি সত্বরে।
আপনার প্রাণ লয়ে যাহ নিজ ঘরে ॥
জন্ম কালে বিধি মোর লিখিয়াছে ভালে।
মজনু বিহনে পতি নাহি কোন কালে ॥
সেই মম প্রাণ পতি নাহি জানি অন্যে।
কলঙ্কের ডালা মোর শিরে যার জন্যে ॥
লয়লা সুন্দরী ইহা কহিয়ে অমনি।
ক্রোধে পুন কিল লাথি মারয়ে তখনি ॥
লাথি কিলে নৃপবর অস্থির হইয়ে।
পড়িল অধর হয়ে চীৎকার করিয়ে ॥
শব্দ শুনি অমনি রমণী গণ ধায়।
বর কন্যা যথা আছে আইল ত্বরায় ॥
বলে হায় একি দায় বিধাতা করিল।
দুর্ম্মতি লয়লা বুঝি বরে প্রহারিল ॥
সাধুর গৃহিণী আর সেই ঘটকিনী।
দেখে বর পড়ে আছে লোটায়ে মেদিনী ॥
দ্রুত ঘটকিনী তারে লয় কোলে করি।
বসাইল পুন বরে খটার উপরি ॥

কহে নৃপসুত ইহা করিয়ে রোদন।
দারুণ প্রহারে মোর কাতর জীবন॥
প্রিয়ার প্রেমের দায় প্রাণ বাঁচা ভার।
এ প্রেমের চেয়ে ভাল বিরহ আমার॥
ইহাতে আমার আর নাহি প্রয়োজন।
স্বেচ্ছায় ইহারে আমি করিনু বর্জ্জন॥
বুঝি বা ভাগ্যের বলে বাঁচিল জীবন।
নতুবা যেতেম আমি শমন ভবন॥
এত বলি ত্বরা করি ত্যজিয়ে আসন।
ম্লান মুখে বাহিরেতে করিল গমন॥

লয়লার প্রতি পিতার ভৎসনা।

লাজে খেদে ক্রোধে সাধু হইয়ে অধর।
কন্যারে ভৎসনা করে ভালে হানি কর॥
কু কর্ম্মেতে নাহি সুখ দুঃখ অতিশয়।
একবারে জলাঞ্জলি দিলি লাজ ভয়॥
কুলমান সব গেল তোমার কারণ।
কলঙ্ক রটিল মোর যুড়িয়ে ভুবন॥
তোর মত দুষ্টা মেয়ে আছে কোথা কার।
বিবাহ রাত্রিতে করে বরেরে প্রহার॥
জগত্ যুড়িয়ে মোরে সবে ব্যঙ্গ করে।

উঠিল কলঙ্ক ধ্বজা নগরে নগরে ॥
উচ্চ মাথা-হল হেট কে মানিবে আর।
সর্ব্ব গর্ব্ব হল খর্ব্ব মান ছার খার ॥
কালামুখি কলঙ্কিনি কুল ডুবাইলি।
ধর্ম্ম ভয় জাতি কুল সকলি ত্যজিলি ॥
প্রথম বয়সে গুণ ছিল কত মত।
পাগলে মজিয়ে শেষে সব হল হত ॥
ভাল বরং ছিল তোর জন্মিয়ে মরণ।
বাঁচিয়ে রহিলি বুঝি ইহারি কারণ ॥
এমন পাপিনী আর কে আছে ভূতলে।
গুণের সাগরে ত্যজি ভজয়ে পাগলে।
সবে বলে কন্যা মম অতি বিদ্যা শালী।
কি বিদ্যা শিখিলি শুদ্ধ কলঙ্কের ডালি ॥
সন্ততি না হত বরং তাহা ছিল ভাল।
কেন বা জন্মিলি তুই চিত্র কুলের কাল ॥
দূর হও নিশঙ্কিনি কুল ডুবাইলি।
আপনি মজিলি আর মোরে মজাইলি ॥

পিতার প্রতি লয়লার উক্তি।

মাতা পিতা সঙ্গে মম নাহি প্রয়োজন।
যাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় করিব এমন ॥
সহোদর সহোদরা চাহিনাক কারে।

যার আশে বেঁচে আছি ত্যজিব না তারে ॥
দণ্ডির কারণে মোর দহিতেছে মন।
তাহার বিরহে আর না রহে জীবন ॥
যে করে আমার মন কহিব কাহারে।
যে জানে আমার মন চাহি আমি তারে ॥
যা যান তা কর দ্রুত ত্যজিয়ে আমায়।
তোমাদের আর কিছু না রহিবে দায় ॥
ওগো পিতা মোরে তুমি দেহ বনবাস।
কি ভয় দেখাও মোর নাহি কিছু আশ ॥
কলঙ্ক হয়েছে মম মজনুর কারণে।
জেনে শুনে অন্য বর আনিলে কেমনে ॥
বিভা দিতে চাহ মোরে আনি অন্য বর।
মম প্রাণ বরে চাহ করিতে অন্তর ॥
এ রূপ কে করে বল পৃথিবী ভিতর।
ত্যজি পতি করে উপপতি সমাদর ॥
কার পিতা মাতা বল আছয়ে এমন।
কন্যারে কুলটা করে না শুনি কখন ॥
যত দিন আমার থাকিবে এ জীবন।
মজনু বিনা অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
বারবার আর না করিহ জ্বালাতন।
মজনু বিরহে মোর দহিছে জীবন ॥

মজনুর নিকটে সাধু কর্ত্তৃক এক দূতী প্রেরণ ।

দুহিতার এ উত্তর করিয়ে শ্রবণ ।
অধোবদনেতে সাধু ভাবেন তখন ॥
প্রাচীনা রমণী এক ছিল সে নগরে ।
তাহার অসাধ্য ক্রিয়া নাহি চরাচরে ॥
কত শত স্বরূপিণী কুলবধূগণ ।
দেখিতে না পায় যারা রবির কিরণ ॥
তাহারাও তার মিষ্ট বচনেতে ভুলে ।
অনায়াসে তার বাক্যে কালী দেয় কুলে ॥
উপপতি পরায়ণা যত নারি চয় ।
সমাদর করে তারা তারে অতিশয় ॥
আহা কিবা গুণ তার বলিহারি যাই ।
কথা কয় ঠিক যেন ব্রজের বড়াই ॥
কথার কৌশলে কভু বিচ্ছেদ ঘটায় ।
করে নড়ি করি বুড়ী যথা তথা যায় ॥
সেই রমণীরে সাধু আনি ডাক দিয়ে ।
সুমধুর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে ॥
শুন শুন ওগো মেয়ে কহি তব কাছে ।
তোমার অসাধ্য কিবা ত্রিভুবনে আছে ॥
তব গুণ আমার নহেক অগোচর ।

তব যশে ভরা ধরা জানে সর্ব্ব নর ॥
এই হেতু কহি আমি তোমার সদন।
কৃপা করি মন আশা করহ পূরণ ॥
মজ্নুর সহ মোর কন্যার প্রণয়।
হইয়াছে জানে সবে গোপনীয় নয় ॥
ধরায় ধরে না মোর অপযশ আর।
ঘরে ঘরে সবে করে নিন্দা অনিবার
দুজনার মন যাতে অন্য রূপ হয়।
এই রূপ কর তুমি হইয়ে সদয় ॥
যাহা চাবে তাহা দিব কহিলাম সার।
বহু ধন দানে মন তুষিব তোমার ॥
মজ্নু কাননে আছে লয়লা কারণ।
ত্বরায় তথায় তুমি করহ গমন ॥
গরবেতে কহে দূতী সাধুর কথায়।
অসাধ্য ঘটাতে মোর নহে কিছু দায় ॥
এ কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম কহ মহাশয়।
ধরাতলে কোন কার্য্য অসাধ্য তো নয় ॥
কারো গলে দিতে পারি পিরীতের ফাঁদ।
কারো হাতে ধরে দিগো গগণের চাঁদ ॥
ছলেতে ভুলাতে পারি মুনিজন মন।
অতএব ইহা আগে না কর চিন্তন ॥

এত বলি হাস্য আস্যে হইয়ে বিদায়।
মজ্‌নূ উদ্দেশে বুড়ী দ্রুত বনে যায়॥
রোদন বদনে বনে করিয়ে প্রবেশ।
ভ্রমিয়ে বেড়ায় যেন পাগলিনী বেশ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে কুমারে তথায়।
ধূলায় পড়িয়ে আছে যেন শব প্রায়॥
নাহি জ্ঞান অচেতন হয়ে শক্তি হীন।
জলাভাবে যে রূপেতে পড়ে থাকে মীন॥
প্রেয়সীর ভাব মনে ভাবিতে ভাবিতে।
অচেতনে শয়ন করেছে ধরণীতে॥
মজ্‌নূ নিকটে বুড়ী গিয়ে করি ছল।
সুধা মাখা বাণী কহে নেত্রে ঝরে জল॥
আমার বচন শুন ওরে বাছাধন।
কেন ক্লেশ পাও আর লয়লার কারণ॥
সেতো স্বীয় প্রিয় সহচরীগণ সঙ্গে।
মনের হরিষে হরিতেছে কাল রঙ্গে॥
জনক জননী ত্যজি কাননেতে আসি।
যার প্রত্যাশাতে তুমি হলে বনবাসী॥
বিভা করিয়াছে সেই নৃপতি নন্দনে।
তোমাকে সে মনে যাদু না করে স্বপনে॥
যার তরে বাপধন তুমি দুঃখী অতি।

সেতো ভুঞ্জিতেছে সুখ লয়ে অন্য পতি ॥
ভূষণে ভূষিতা হয়ে পরিয়ে বসন।
কবরী বেঁধেছে শিরে অতি সুশোভন ॥
গজমতি হার গলে অতি অপরূপ।
লক্ষ্মীদেবী ব্রীড়া পায় হেরিলে সে রূপ ॥
কি শোভে কমল দ্বয় হৃদয় কাননে।
হাস্য মুখে মনোসুখে রহেন ভবনে ॥
অপরূপ আরো রূপ বাড়িয়াছে তার।
তারা পতি লাজে মরে কি কহিব আর ॥
মনোলোভা কিবা শোভা হয়েছে তাহার।
প্রেমনীরে সুখে সদা দিতেছে সাঁতার ॥
অহঙ্কারে কার সহ কথা নাহি কহে।
অবিরত ভূপসুত প্রেমে ডুবে রহে ॥
বারেক যদ্যপি তারে দেখে কোন জন।
পঞ্চশর পঞ্চ শর হানে সেইক্ষণ ॥
কি কব তাহার গুণ ওহে মহামতি।
তোমারে ত্যজিয়ে এবে ভজে অন্য পতি ॥
নবীনা রমণী পেয়ে নবীন রমণ।
একবারে ভুলেছে সে তোমা হেন ধন ॥
যার মধু লাগি তুমি হয়েছ কাতর।
সে ফুলে বসেছে এবে নব মধুকর ॥

তব প্রিয়া যাদুমণি ভুলেছে তোমায়।
পাইয়ে নবীন পতি তোমারে না চায়॥
নারী রীত বিপরীত বুঝা নাহি যায়।
নারীর মনের কথা কেবা তত্ত্ব পায়॥
মুখে এক মনে আর করে কত ছলা।
মূর্খেতে নারীরে বলে অবলা সরলা॥
পূর্ব্বে তারে প্রাণ পণে সঁপেছিল প্রাণ।
এবে অন্য পতিরতা এ কোন বিধান॥
আমার আমার তুমি করহ যাহারে।
ভুলে একবার সেতো না ভাবে তোমারে॥
রূপসুত লয়ে সদা তোমার প্রেয়সী।
দিবা নিশি একাসনে থাকে সুখে বসি॥
অতএব মিছে কেন ভাবি সে রমণী।
আপনার তনু কালী কর যাদুমণি॥
তার আশা ত্যজি বাছা মন কর স্থির।
পরের কারণে কেন নেত্রে বহে নীর॥
অঙ্গনা চরিত্র আমি জানি ভাল রূপ।
নারীর অন্তর হয় হলাহল কূপ॥
জ্ঞানিজন বিচক্ষণ সুধীর ধীমান।
রমণীর প্রতি কভু নাহি দেয় প্রাণ॥
নারীর চরিত্র বাছা অতি চমৎকার।

কহি এক অপরূপ ইতিহাস তার ॥
নারীর অসাধ্য কার্য্য নাহি ত্রিভুবনে ।
বাপ ধন পাবে জ্ঞান একথা শ্রবণে ॥

স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রের উদাহরণ ॥
ইতিহাস ॥

শুন যাদুধন এক গল্প পূর্ব্বতন ।
বিশ্বাস ঘাতিনী অতি রমণীর মন ॥
পূর্ব্বে ছিল এক নর প্রভু পরায়ণ ।
গুণাকর যশোধর সুবোধ সুজন ॥
রূপে গুণে ধন্যা ছিল তার সীমন্তিনী ।
কাঁচা স্বর্ণ জিনি বর্ণ যেন সৌদামিনী ॥
থাকিতেন সদা দোঁহে প্রেম আলাপনে ।
বিচ্ছেদ না ছিল কভু দুজনার সনে ॥
প্রেম রসার্ণবে ডুবে রমণ রমণী ।
করিত অনঙ্গ খেলা জাগিয়ে রজনী ॥
নয়নে নয়নে সদা রহিত দুজন ।
তিলেক না ত্যজে মীন যেমন জীবন ॥
এক দিন পতি কহে কামিনীর প্রতি ।
শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে আমার ভারতী ॥

তব আগে যদি আমি মরি রূপবতি।
গোর গোরস্থানে তুমি করিবে বসতি॥
কবরের ধূলা তুমি ঝাড়িবে সর্ব্বদা।
এই নিবেদন মোর শুনহ প্রমদা॥
মম আগে যদি প্রাণ যায় তব প্রাণ।
আমিহ করিব ইহা থাকি গোর স্থান॥
এই রূপ দুইজনে করিলেন পণ।
ভবিতব্য যাহা তাহা কে করে লংঘন॥
আগে পরমায়ু শেষ হল রমণীর।
শমন ভবনে গেল ত্যজিয়ে শরীর॥
পড়িয়ে রহিল মায়াময় কলেবর।
শোকেতে স্বপতি তার হইল অধর॥
শিরে হানে করাঘাত করি হাহাকার।
শোকের সাগরে ভাসে যেন শবাকার॥
নারী হেতু অচেতনে করেন রোদন।
প্রবোধ বচনে শান্ত করে সর্ব্বজন॥
অবিলম্বে করি গতিক্রিয়া আয়োজন।
মৃত নারী গোরস্থানে লইল তখন॥
মাটীর ভিতরে তারে করায়ে শয়ন।
আপন আলয়ে গেল যত বন্ধুজন॥
গোরের রক্ষক হয়ে আপনি সে পতি।

সেই স্থানে রহিলেন বিষাদিত অতি ॥
প্রেয়সীর বিরহানলে হয়ে প্রজ্জ্বলিত ।
কবরের পাশে রহে সতত দুঃখিত ॥
প্রতিদিন পূর্ব্বকার পণ অনুসারে ।
ধুলা ঝাড়ে সন্ধ্যা দেয় কবরের ধারে ॥
এরূপেতে গত হয় কতেক অয়ন ।
কোন জন নাহি জানে বিশেষ কারণ ॥
অদ্ভুত কাহিনী এবে শুন বাছা ধন ।
প্রভুর কৌতুক বুঝে হেন কোন জন ॥
প্রভু সখা এক জন নছি অভিধান ।
একাকি সে পথে করেছিলেন প্রয়াণ ॥
গোর সন্নিধানে যুববর বসি ছিলা ।
প্রভু সখা হেরি তারে জিজ্ঞাসা করিলা ॥
কহ বন্ধু সত্য করি কিবা তব নাম ।
কাহার নন্দন তুমি কোন স্থানে ধাম ॥
কিবা প্রয়োজন হেতু বিরস বদনে ।
অধোমুখে বসে আছ গোরের সদনে ॥
এত শুনি কহে যুবা কাঁদিতে কাঁদিতে ।
মম সম দুর্ভাগা নাহিক পৃথিবীতে ॥
কি কহিব মহাশয় গুণের সাগর ।
দেখ দেখ এই মম প্রিয়ার কবর ॥

পতিব্রতা গুণবতী ছিল এ কামিনী।
কি কব রূপের কথা যেমন পদ্মিনী॥
করিয়াছিলাম মোরা দোঁহে এই পণ।
আয়ু অন্তে অগ্রেতে মরিবে যেই জন॥
তাহার গোরের পাশে হইবে থাকিতে।
যত দিন বাঁচিয়ে রহিবে ধরণীতে॥
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু শুন মহাশয়।
এখানে আমার বাস কহিনু নিশ্চয়॥
প্রেয়সীর বিচ্ছেদেতে বিদরে হৃদয়।
অসহ্য যাতনা আর প্রাণে নাহি সয়॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পাই উপায়।
স্মরণে তাহার মুখ বুক ফেটে যায়॥
কিবা প্রয়োজন মোর এছার জীবনে
ইচ্ছা হয় মরি গিয়ে ডুবিয়ে জীবনে॥
যুবার বচনে মছি কহেন তখন।
ধর হে প্রেমিকবর আমার বচন॥
যদ্যপি অর্দ্ধায়ু তুমি করহ প্রদান।
তোমার ভার্য্যারে পারি দিতে প্রাণদান॥
এরূপ মধুর বাণী শুনিয়ে তখন।
যুববর কহে ধরি মছির চরণ॥
অর্দ্ধেক প্রমায়ু মোর দিলাম দারারে।

কৃপা বিতরণে বাঁচাইয়ে দেহ তারে ॥
অর্দ্ধ আয়ু দান যুবা করিল যখন।
প্রাণ পেয়ে চন্দ্রাননী উঠিল তখন ॥
প্রভুর আত্মীয় মছি করিল গমন।
আনন্দ সাগরে ভাসে রমণী রমণ ॥
মছির কৃপায় সেই নারী পেয়ে প্রাণ।
স্থির নয়নেতে হেরে স্বকান্ত বয়ান ॥
পতিমুখ পুনঃ পুন করিয়ে চুম্বন।
পরম আনন্দে দিল প্রেম আলিঙ্গন ॥
রসবতী রস ভরে সহাস্য বদনে।
কহিতে লাগিল প্রাণ নাথের সদনে ॥
কহ নাথ কি রূপেতে বাঁচালে আমারে।
কত ক্লেশ পাইয়াছ থাকি গোর ধারে ॥
মরিয়ে কে কোথা পুন পেয়েছে জীবন।
কেমনে ঘটিল এই আশ্চর্য্য ঘটন ॥
তোমার অধিনী আমি শুন প্রাণ পতি।
পতি বিনা রমণীর নাহি অন্য গতি ॥
বহু দুঃখ হইয়াছে আমার কারণে।
প্রিয়া বলি ক্ষমা কর এ অধীনা জনে ॥
কহে কান্ত একে একে সব বিবরণ।
শুনি চমকিত হল রমণীর মন ॥

প্রেয়সী বিয়োগে শোকে বহু দিন তার।
সাক্ষাৎ নিদ্রার সহ হয় নাই আর॥
দিন পেয়ে দিল নিদ্রা নেত্রে আলিঙ্গন।
অবশ হইল অঙ্গ হরিল চেতন॥
নিদ্রাবেশে রসময় বনিতার কোলে।
কহিতে কহিতে কথা পড়িলেন ঢলে॥
অচেতনে নিদ্রা যায় ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
সমভাবে নিদ্রা যায় নাহি ফিরে পাশ॥
আচম্বিতে একজন পুরুষ রতন।
অশ্বারূঢ় হয়ে দ্রুত করিছে গমন॥
রাজার নন্দন সেই বহু গুণালয়।
রূপে শশধর তার তুল্য নাহি হয়॥
হেরে সেই অপরূপ রূপ রমণীর।
চলিতে না পারে আর হইল অস্থির॥
অনঙ্গের পঞ্চ বাণ হৃদয়ে বাজিল।
প্রেম রস পারাবার উথলি উঠিল॥
কামপাশে বদ্ধ হয়ে পরিহরি হয়।
মৃদু স্বরে নৃপসুত নারী প্রতি কয়॥
কহ ধনি চন্দ্রাননি কুরঙ্গ নয়না।
তব জঙ্ঘোপরি সুপ্ত কেবা এ কহনা॥
আত্মীয় হইবে কিম্বা অন্য কোন জন।

সত্য করি বিধুমুখি কহনা কারণ ॥
মৃদু স্বরে হাস্য আস্যে কহে রসবতী।
শয়ন করেছে কোলে মম প্রাণপতি।
প্রাণাধিক প্রাণনাথ ভাল বাসে মোরে।
দোঁহে বাঁধা আছি সুখময় প্রেম ডোরে॥
নৃপতি নন্দন বলে শুন বিনোদিনি।
শুনাইলে কিবা মোরে অদ্ভুত কাহিনী॥
নয়ন রঞ্জিনী তুমি অতি মনোহরা।
রূপেতে তোমার সমা না হয় অপ্সরা॥
কিবা কহ আদ আদ মধুর বচন।
জ্ঞান হয় হইতেছে পীযুষ বর্ষণ॥
তব যোগ্য স্বামী এই নহে সুবদনি।
কেমনে ইহার সহ পোহাও রজনী॥
কি রূপেতে তোমাদের হয় রতিক্রিয়া।
কিবা সুখ পাও তুমি বদন চুম্বিয়া॥
কি গুণে ইহাতে মন মজে রসবতি।
প্রাণ সমর্পিয়ে কর প্রাণপ্রিয় পতি।
করুণা করিয়ে যদি চল মম সহ।
মমালয় থাকি সুখ পাবে অহরহ॥
রাজরাণী হবে পাবে অগণন আলী।
সকলের উপরে করিবে ঠাকুরাণী॥

হৃদয়ে রাখিব আমি করিয়ে যতন।
অশেষ প্রকার দিব অমূল্য রতন॥
মাণিক ভূষণে সাজাইব তব অঙ্গ।
তিলেক তোমার আমি না ছাড়িব সঙ্গ॥
অপূর্ব্ব পালঙ্কে দুই জন নিরন্তর।
রস কেলি করি প্রিয়ে জুড়াব অন্তর॥
শুনি রামা কোলে হতে নিদ্রিত রমণ।
ভূমে রাখি তার সহ করিল গমন॥
অতএব দেখ যাদু নারীর চরিত।
নারীরে বিশ্বাস করা নহেত উচিত॥
অর্দ্ধ আয়ু দিয়ে যেবা দিল প্রাণ দান।
তাহারে ত্যজিয়ে দুষ্টা করিল প্রস্থান॥
কি অদ্ভুত নারী রীতি দেখ যাদুমণি।
কত ছল মায়া জানে অবলা রমণী॥
মিছা কেন আপনারে কর জ্বালাতন।
তোমারে লয়লা হইয়াছে বিস্মরণ॥
নৃপসুত লয়ে হর্ষে আছে সেই ধনী।
তুমি কেন তার তরে লোটাও ধরণী॥
দূতী মুখে হেন বাণী করিয়ে শ্রবণ।
ধুলায় লোটায়ে রায় করেন ক্রন্দন॥
আক্ষেপ অনল চিতে জ্বলিয়ে উঠিল।

নিভাইতে সে অনল না পারে সলিল ॥
মজ্নু বুড়ীরে বলে কহিলে কি কথা।
অন্তরেতে আজি বড় পাইলাম ব্যথা ॥
সাধুর ভবনে বাছা থাক কি আপনি।
ছলনা কর না মোরে কহ সত্য বাণী ॥
বৃদ্ধা বলে বাছা মিথ্যা কথায় কি কাজ।
যথার্থ সে বিভা করিয়াছে যুবরাজ ॥
নব পতি রূপবতী লয়ে হৃষ্ট মনে।
সদা সুখে আছে তোরে না ভাবে স্বপনে ॥
এত শুনি নাগর হইল অচেতন।
ভাবেন ক্ষণেক পরে পাইয়ে চেতন ॥
কেবল আমার জন্যে জন্মে যে রূপসী।
কেমনে জানিব বিভা করে সে প্রেয়সী ॥
দ্রুতগতি লিখি পাতি করিয়ে বিচার।
জানিব এখনি আমি সত্য সমাচার ॥

মজ্নু কর্তৃক লয়লার প্রতি পত্র প্রেরণ।

দীনে কৃপাকরি, শুন প্রাণেশ্বরি,
আমার সম্বাদ সব।
ঈশ্বর সদন, করি অনুক্ষণ,
মঙ্গল প্রার্থনা তব ॥

তোমার লাগিয়ে, স্বজন ত্যজিয়ে,
করি হে বিজনে বাস।
নাহি মৃত্যু ভয়, সদা মন দয়,
বিষম প্রেম হুতাশ॥
তোমার বিহনে, কি কাজ জীবনে,
জীবনে ত্যজিব তায়।
তব আশা করি, আছি প্রাণ ধরি,
কি আর কব তোমায়॥
পিরীতের ডোরে, বাঁধিয়াছ মোরে,
সঁপেছি তোমারে প্রাণ।
কেবল এখন, রেখেছি জীবন,
তোমারে করিয়ে ধ্যান॥
হায় হায় হায়, বুক ফেটে যায়,
বিরহ অনল জ্বলে।
শুন প্রাণধন, নহে নিবারণ,
ঝাঁপ দিলে সিন্ধু জলে॥
মন দুঃখ যত, জান সে ভাবত,
তুমি মোর মন চোর।
তোমার লাগিয়ে, জগত্ জুড়িয়ে,
কলঙ্ক রটিল মোর॥
রয়েছি গহনে, বিষাদিত মনে,

মজিয়ে দুঃখ সাগরে।
তনু হল ক্ষীণ, বুদ্ধি জ্ঞান হীন,
কেবল তোমার তরে॥
দূতীর বদনে, শুনিনু শ্রবণে,
অতি অপরূপ বাণী।
মোরে পরিহরি, অন্যে বিভা করি,
হইয়াছ রাজরাণী॥
নৃপসুত সঙ্গে, সুখে রতিরঙ্গে,
সদা থাক কুতূহলে।
ভুলিয়ে আমায়, লইয়ে তাহায়,
সুখেতে আছ বিরলে॥
অতি সুশোভন, হৃদয় কানন,
তাহাতে কমল কলি।
যেমন যৌবনী, পেয়েছ তেমনি,
নবীন তরুণ অলি॥
আহা বিধুমুখি, তোমাদিগে সুখী,
করুন করুণাময়।
প্রাণপ্রিয় সহ, প্রেমালাপে রহ,
হবে কত সুখোদয়॥
ওরে প্রাণধন, আমি পুরাতন,
বলে হলে বিস্মরণ।

তব মধু আশে, পিরীতের পাশে,
বাঁধা আমি অনুক্ষণ ॥
কমল নয়না, করো না বাসনা,
ত্যজিবারে স্বীয়পতি।
কহি শুন সার, নিতান্ত তোমার,
জেন আমি রসবতি ॥
করিলে কি কর্ম্ম, না রাখিলে ধর্ম্ম,
মোরে দিয়ে বিসর্জ্জন।
তব প্রেম লাগি, হয়ে দুঃখ ভাগী,
সার হল মোর বন ॥
সরল স্বভাব, নাহি অন্য ভাব,
জানিতাম তব আমি।
হায় কি অদ্ভুত, মহীপাল সুত,
এবে হল তব স্বামী ॥
নারীরে প্রত্যয়, করা ভাল নয়,
ইহা কয় সর্ব্ব জনে।
স্ত্রীর ব্যবহার, বুঝা অতি ভার,
মুখে সুধা বিষ মনে ॥
এখন সুন্দরি, মোরে পরিহরি,
হলে ভূপসুত দারা।
বিচ্ছেদ না সহে, প্রাণ মম দহে,

সদা ভেবে হই সারা ॥
যাহা ছিল ভালে, ঘটিল কপালে,
কি দিব দোষ তোমার।
তোমার কারণ; আমি সর্ব্বক্ষণ,
সহিলাম তিরস্কার ॥
পেয়েছি যে দুখ, বিদরয়ে বুক,
জীবন্মৃত হয়ে আছি।
পাঠশালাবধি, দুঃখের জলধি,
জলে ডুবে রহিয়াছি ॥
লোকের জ্বালায়, এলাম হেথায়,
ত্যজিয়ে সর্ব্বস্ব ধন।
প্রাণ আশা নাশি, হলাম সন্ন্যাসী
হইয়ে রাজনন্দন ॥
মম দুঃখ যত, লিখিতে কি তত,
পারে এ ক্ষুদ্র লেখনী।
করি তব ধ্যান, রাখিলাম প্রাণ,
শুন সুধামুখি ধনি ॥
পরে গুণধাম, শীঘ্র শিরোনাম,
লিখিয়ে লেখনোপরে।
প্রেয়সী সদন, করিতে প্রেরণ,
দিলেন দূতীর করে ॥

লেখন লইয়ে, সত্বরা হইয়ে,
দূতী করি আগমন।
সদাগর ঘরে, লয়লার করে,
করে পত্র সমর্পণ ॥

লয়লা কর্ত্তৃক মজনুর লিপির উত্তর প্রেরণ।

দুঃখিনীর সদুত্তর, শুন শুন প্রাণেশ্বর,
প্রাণের অধিক প্রিয়জন।
তোমায় করিল বিধি, আমার প্রাণের নিধি,
জন্মাবধি জানি অনুক্ষণ ॥
তুমি মম কৃপাসিন্ধু, তোমার সমান বন্ধু,
ত্রিভুবনে কে আছে আমার।
যাঁহার কটাক্ষে হয়, জগতের স্থিতি লয়,
তিনি করুন্ মঙ্গল তোমার ॥
মম দুখে তুমি দুখী, তিলেক নাহও সুখী,
ব্যথা পাও আমার ব্যথায়।
হেরে প্রাণ লিপি তব, উথলিল প্রেমার্ণব,
দুঃখানলে দহে সর্ব্ব কায় ॥
দ্বিগুণ করিয়ে বল, জ্বলিল বিরহানল,
নাশিবারে এ দাসীর প্রাণ।
দুঃখকর পত্র দিয়া, দহিলে আমার হিয়া,

দেখা দিয়ে কর মোরে ত্রাণ ॥
আমি দিবা বিভাবরী, তব গুণ ধ্যান করি,
বেঁচে আছি কেবল আশায়।
তোমা ভিন্ন অন্য নাম, নাহি জানি গুণধাম,
মিথ্যা দোষ দিতেছ আমায় ॥
তব গুণ প্রাণ কান্ত, স্মরণেতে হই শান্ত,
মানে দুঃখ যায় পলাইয়ে।
তব লাগি অভাগিনী, হইয়াছে কলঙ্কিনী,
সবে জানে জগত জুড়িয়ে ॥
বিধি মোর জন্ম কালে, এই লিখেছেন ভালে,
খণ্ডন হবে কি তার আর।
তুমি মম প্রাণ পতি, তুমি মম রতিগতি,
আমি দাসী একান্ত তোমার ॥
দিবা রাত্রি করি ধ্যান, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
কি আর কহিব প্রাণধন।
আমার দুঃখের ভার, ধরায় ধরে না আর,
নিরন্তর দগ্ধ হয় মন ॥
সাধের ভূষণ যত, ত্যজিয়াছি সে তাবত,
প্রাণান্তেতে নাহি করি সাজ।
তোমার বিরহ জ্বালা দেয় মোরে কত জ্বালা,
অবিরত হৃদে হানে বাজ ॥

আমার যে করে মন, কি জানিবে অন্য জন,
কেবল জানেন নিরঞ্জন ।
করিয়ে তোমারে ধ্যান, হরিল আমার জ্ঞান,
স্মর শরে করে জ্বালাতন ॥
নেত্রে সদা ঝরে জল, কলেবরে নাহি বল,
যেন চির রোগিনীর প্রায় ।
আমি আছি মহা দুখে, তুমি বরং আছ সুখে,
স্বাধীন হইয়ে রসরায় ॥
হেরিয়ে বনের শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
মুগ্ধ হতে পারে তব মন ।
পড়েছি দুর্গতি ঘোরে, গৃহ কারাগারে মোরে,
বন্দি করিয়াছে অনুক্ষণ ॥
জান না কি প্রাণনাথ, পরমেশ জগন্নাথ,
নারীরে করিলা পরাধিনী ।
নারীর রক্ষক ভর্ত্তা, সকল কর্ম্মের কর্ত্তা,
পতি বিনা নারী অনাথিনী ॥
নানা পশু পক্ষিসব, যথা করে কলরব,
তুমি নাথ আছ সে কাননে ।
সুখে কর পর্য্যটন, শান্ত থাক সর্ব্বক্ষণ,
নানা স্বর শ্রবণে শ্রবণে ॥
নব নব তরুপর, বসি যত পিকবর,

অমৃত স্বরেতে করে গান।
সারি সারি সুখ শারী, গান গায় মনোহারী,
শুনিয়ে জুড়ায় তব প্রাণ॥
সুশীতল সদাগতি, করে তথা সদা গতি,
চন্দনের বায়ু লাগে কায়।
বৃক্ষ শোভে নানা জাতি, অতি মনোহর ভাতি,
হেরি সদা অন্তর জুড়ায়॥
তমাল পিয়াল সাল, মান্দার গান্ধার তাল,
হিন্তাল বকুল মনোহর।
কাঁঠাল বদরী চারু, অম্র জম্বু দেবদারু,
শোভিয়াছে অটবী সুন্দর॥
অঙ্গুর খর্জ্জুর কত, ফল ভরে হয়ে নত,
গুণের সে গরিমা জানায়॥
আঞ্জির অর্জ্জুন প্লক্ষ, জম্বীর বাদাম বৃক্ষ,
হেরিলে তো নয়ন জুড়ায়।
বসন্তের আগমনে, কুসুমিত তরুগণে,
হাসি হাসি বায়ু ভরে দোলে।
কতফুল বিকসিত, সুশোভিত সুবাসিত,
বিরাজিত বৃক্ষাবলি কোলে॥
হংস হংসী সরোবরে, আনন্দেতে কেলি করে,
কমলিনী শোভা করে তায়।

মরি কিবা শোভাকর, মধু লোভে মধুকর,
গুন গুন রবে দ্রুত ধায় ॥
এরূপ সুখদ বনে, আছ প্রফুল্লিত মনে,
আমি এথা দুঃখে জ্বলে মরি।
বিষম পিরীতি ডোরে, বন্ধন করেছ মোরে,
তুমি কর্ণধার আমি তরী ॥
তোমার অধিনী আমি, শুন ওহে চিত্তগামি,
তব গুণে বদ্ধ অনুক্ষণ।
পিতা মাতা আদি যত, করে ছল বল কত,
তাহে কি আমার মজে মন ॥
প্রভুর করুণা হেতু, পাপার্ণবে পেয়ে সেতু,
অনায়াসে হইয়াছি পার।
দিব্য করি কহি সার, নাহি জানি অন্যে আর,
তব প্রেম সাক্ষী আছে তার ॥
সন্দেহ কি কর প্রাণ, তুমি হে প্রাণের প্রাণ,
তব পাশে আছে প্রাণ মন।
পাপ থাকে ইহকালে, ব্যক্ত হবে পরকালে,
গেলে পরে সমন সদন ॥
লিখিতে দুর্গতি ঘোর, না পারে লেখনী মোর,
দগ্ধ করে বিরহের জ্বর।
নিরাধারা নীরধার, নয়নে বহে আমার,

দরশন না হয় অক্ষর ॥
এই রূপে রসবতী, হইয়ে কাতরা অতি,
লিখিলেন পত্রের উত্তর।
লিখিয়ে আপন নাম, দিলা শীঘ্র শিরোনাম,
প্রেমময় পত্রের উপর ॥
পরে অতি সমাদরে, দিলেন দূতীর করে,
মন দুঃখ প্রকাশক পাতি।
লয়ে তার অনুমতি, দূতী অতি শীঘ্রগতি,
উপনীত বন অন্তঃপাতি ॥
প্রেমিকের পদ্ম করে, পত্রিকা প্রদান করে,
তিনি তাহা পড়িলা যতনে।
প্রিয়ার উত্তর শুনি, পরম প্রমোদ গুনি,
প্রেম সিন্ধু উথলিল মনে ॥
অনুভব হয় হেন, শুষ্ক তরুবর যেন,
মঞ্জরিল কিবা শোভা আহা।
সরস মুখেতে সুখে, চুম্বিয়ে লিপির মুখে,
প্রাণের কবচ করে তাহা ॥
তবে সেই গুণাকর, রসময় সুনাগর,
বিচারিয়ে জানিলা নিশ্চয়।
প্রিয়া অতি পতিব্রতা, নহে অন্য পতিরতা,
নাহি তার পাপের সঞ্চয় ॥

মজ্নুকে দর্শনার্থ কাননে মজ্নুর আত্মীয় গণের আগমন।

মজ্নুর স্বজন যত বিষাদিত মনে।
কহিতে লাগিল সবে রোদন বদনে॥
চল চল যাই মোরা মজ্নু দর্শনে।
বহুদিন হল তারে না হেরি নয়নে॥
তাহার লাগিয়ে কাঁদে সদা প্রাণ মন।
ধৈরজ না ধরে চিত্ত সদা উচাটন॥
লয়লার আসক্তিতে রাজ্য পরিহরি।
দণ্ডিবেশে পড়ে আছে কানন ভিতরি॥
মরিল কি বেঁচে আছে সেই প্রিয়জন।
চলহ দেখিব তারে যাইয়ে কানন॥
এই রূপ করি সবে কথোপকথন।
মজ্নু উদ্দেশে বনে করিল গমন॥
আবাল বনিতা আদি করিয়ে সকল।
একত্রেতে সবে যায় নয়ন সজল॥
কতক্ষণ পরে প্রবেশিয়ে ঘোর বনে।
ইতস্ততঃ ভ্রমে সবে মজ্নু কারণে॥
চতুর্দ্দিকে করি তত্ত্ব সন্ধান না পায়।
ব্যাকুল হইয়ে সবে করে হায় হায়॥

কেহ কেহ কহে অতি শোকাকুল মন।
শুন বন্ধুচয় মজনু ত্যজেছে জীবন ॥
জীবিত থাকিলে দেখা পাইতাম তার।
সুরপুরে গেছে পরিহরি এ সংসার ॥
হায় হায় কোথা গেল মজনু প্রাণধন।
হইল ব্যাকুল চিত্ত তাহার কারণ ॥
হায়রে নিষ্ঠুর বিধি কি কাজ করিলি।
মজনু অমূল্য ধনে কেমনে হরিলি ॥
জনক জননী তার রহিবে কেমনে।
ত্যজিবে পরাণ তারা পশি হুতাশনে ॥
এ রূপ বিলাপ সবে করিতে করিতে।
তরুতলে মজনুরে পাইল দেখিতে ॥
বসিয়াছে মজনু মস্তকে দিয়ে কর।
বিরস বদন অতি কৃশ কলেবর ॥
কত শত বনচর অত্যন্ত ভীষণ।
মজনুরে ঘেরে আছে প্রহরি যেমন ॥
শার্দ্দূল ভল্লূক সিংহ বরাহ ভুজঙ্গ।
গণ্ডার মহিষ আদি করে কত রঙ্গ ॥
ভাবে সবে কেমনেতে যাব তার পাশ।
এখনিতো জন্তুগণ করিবেক গ্রাস ॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পায় উপায়।

দূরেতে থাকিয়ে সবে করে হায় হায় ॥
হেন কালে পশুগণ গণিয়ে প্রমাদ।
স্থানান্তরে গেল সবে করি মহা নাদ ॥
তাহা দেখি মজনুর যতেক স্বজন।
ত্বরায় তাহার কাছে করে আগমন ॥
গলে ধরি তার সহ করি সংমিলন।
কহিতে লাগিল অতি মধুর বচন ॥
কহ প্রিয় কেমনে আছ হে ঘোর বনে।
বহুকাল সাক্ষাত নাহিক তব সনে ॥
কেন বা সন্ন্যাসিবেশ করিলে ধারণ।
কি ভাবে করিলে ভস্ম অঙ্গের ভূষণ ॥
ধরিলে কৌপীন ডোর কিসের কারণ।
মলিন হয়েছে কেন ও বিধু বদন ॥
তুমিতো ছিলে হে আগে বুদ্ধিমান্ ধীর
পাগল হইলে প্রেমে ঢালিয়ে শরীর ॥
মাতা পিতা আদি যত ত্যজিয়ে স্বজন।
হয়েছ কাননবাসী নারীর কারণ ॥
সোনার মাধুরী তব গেল কোথাকারে।
এই দশা হল প্রাণ সঁপিয়ে তাহারে ॥
লজ্জা ভয় ত্যজি কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে
পরিবারে দিলে দুঃখ উন্মাদ হইয়ে ॥

আসক্ত অনলে জ্বালাইয়ে তব দেহ।
মিছা মিছি জীবনেরে কেনকষ্ট দেহ॥
মনেরে প্রবোধ দিয়ে চলহ ভবনে।
তোমার কারণে কার সুখ নাহি মনে॥
আমাদের কথা মজনু রাখ হে এক্ষণে।
বাস না করিহ আর এ ঘোর গহনে॥
নগরেতে আছে চারু কুসুম কানন।
যাহার সৌরভে সদা জুড়ায় জীবন॥
জাতি যুতি বেল আর মল্লিকা বকুল।
তব আশে আছে তারা হইয়ে ব্যাকুল॥
তব লাগি গন্ধরাজ দিবস যামিনী।
পথ পানে চেয়ে আছে যেন পাগলিনী॥
গোলাপের গন্ধে দিক করে আমোদিত।
শোকেতে কাতরা তারা নহে বিকশিত॥
কমল কুমুদ যত সরোবর মাঝে।
তোমার বিরহে আছে অতি হীন সাজে॥
ভ্রমরা আইলে কাছে নাহি করে কোলে।
সমীরণ ভরে আর কখনো না দোলে॥
সুচারু টগর জবা সদা করে খেদ।
সহিতে না পারে আর তোমার বিচ্ছেদ॥
সূর্য্যমুখী অধোমুখী না মিলে নয়ন।

স্বর্ণচাঁপা নাগেশ্বরী করিছে রোদন ॥
মালঞ্চেতে অপরাজিতার নাহি সুখ।
বিকশিত হয়ে পুন ঢেকে'রাকে মুখ ॥
পারুল পলাস আর মাধবী অশোক।
তোমারে না হেরি সদা করিতেছে শোক ॥
মালতী মল্লিকা কুন্দ ত্যেজিয়াছে হাসি।
কদম্ব কেতকি কত আছে উপবাসি ॥
কৃষ্ণচূড়া কলিকা সেফালি কৃষ্ণকেলি।
শুকায়ে গিয়াছে তারা নাহি ফুটে কলি ॥
আমলকি পিয়াল শিরীশ রঙ্গরাজ।
মাথায় তাদের যেন পড়িয়াছে বাজ ॥
মধুকরগণ মধু পান নাহি করে।
কুঞ্জে কুঞ্জে নাহি গুঞ্জে গুণ গুণ স্বরে।
মনোহর সরোবর উদ্যান ভিতর।
স্থানে স্থানে আছে কত অতি শোভাকর ॥
তাহাতে উঠিছে কত লহরী অপার।
করিতে বর্ণনা তাহা সাধ্য আছে কার ॥
মরাল মরালী নাহি পায় সুখ তায়।
সারস সারসী তাহা হেরিতে না চায় ॥
তোমার লগিয়ে সবে দুঃখিত অন্তর।
পথ নিরখিয়ে সবে কাঁদে নিরন্তর ॥

পিকবর তরুপর বসি নাহি ডাকে।
তব দুঃখে দুঃখী হয়ে নিরবেতে থাকে ॥
চাতক তোমার দুঃখে মৌন হয়ে থাকে।
বারিদে বারিদে বলি বারিদে না ডাকে ॥
উদ্যানের শোভা নাহি তোমার কারণে।
কাঁদিতেছে তরুগণ বিরস বদনে ॥
এখন শুনহ মজনু বচন সবার।
ধৈরজ ধরিয়ে মনে চল নিজাগার ॥
কিছার এবনে কেন হারাবে জীবন।
আমাদিগে লজ্জা আর দিওনা এখন ॥
কলঙ্ক তোমার হল লয়লা কারণে।
কয়েষ মরিল ইহা বলে সর্ব্ব জনে ॥
দুনাম হয়েছে তব যে নারীর তরে।
সে যেমন সুরূপসী জানে সর্ব্ব নরে ॥
নয়নে দেখেছি মোরা তাহার যে রূপ।
তার লাগি দুঃখী হওয়া অতি অপরূপ ॥
আপন মন্দিরে এবে চল শীঘ্রগতি।
তোমারে মিলায়ে দিব অতি রূপবতী ॥
দিবাকর নিশাকর হেরিয়ে যাহায়।
লজ্জান্বিত হয়ে জলধরেতে লুকায় ॥
হেন রূপ কন্যা বিভা দিব তব সহ।

তাহারে লইয়ে সুখে রবে অহরহ ।।
আমোদ প্রমোদ করি সে প্রমদা সঙ্গে ।
সতত থাকিবে গৃহে প্রেম-রস রঙ্গে ।।
লয়লারে কিবা কাজ-ধর হে বচন ।
স্বজনে করহে তুষ্ট গিয়ে স্বভবন ।।
দুঃখানল সবার জ্বলিয়ে উঠে মনে ।
গৃহে গিয়ে সবে তুষ্ট করহে এক্ষণে ।।
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ পিতা মাতা তব ।
কাননে রহিলে তুমি একি অসম্ভব ।।
বনচরে কবে তব বধিবে জীবন ।
কেন করিয়াছ তুমি বাসনা এমন ।।

স্বজন প্রতি মজ্নুর উত্তর ।

স্বজন বচন, করিয়ে শ্রবণ, নবীন রমণ,
মজ্নু কহে ।
প্রিয়ার কারণ, সদা সর্ব্বক্ষণ, মম মন বন,
খেদেতে দহে ॥
কিবা প্রয়োজন, এছার জীবন, ত্যজিব এখন,
ডুবিয়ে বনে ।
প্রেয়সী কারণ, ছাড়িয়ে স্বজন, বিষাদিত মন,
রয়েছি বনে ॥

হায় হায় হায়, কব আমি কায়, আসক্তি জ্বালায়,
জ্বলিয়ে মরি।
প্রেয়সীর রূপ, অতি অপরূপ, হীন অনুরূপ,
জিনি অপ্সরী॥
নাহেরে তাহায়, বুক ফেটে যায়, তাহার আশায়,
এ প্রাণ আছে।
সেই মম ধ্যান, সেই মম জ্ঞান, মম মনঃপ্রাণ,
তাহার কাছে॥
বিনা সেই ধন, যত ধন জন, সকল নিধন,
হক ভবনে।
প্রেমাধীন তার, মনঃপ্রাণামার, নাহি বাঁচে আর
তার বিহনে॥
কি সুখ নগরে, কিবা সুখ ঘরে, পাইব অন্তরে,
বিনা সে ধনী।
কিকাজ উদ্যানে, প্রেমাসক্তি বাণে, জ্বর জ্বর প্রাণে
করে এখনি॥
প্রিয়া প্রাণধন, করিলে স্মরণ, কোথায় গমন,
করেগো ক্ষুধা।
তৃষ্ণা দূরে যান, করিলেগো পান, প্রিয়া অভিধান
তুলিত সুধা॥
মম বাক্য ধর, নিষেধ না কর, ফিরে যাও ঘর,

তোমরা সবে ।
একে জ্বলে মরি, কেন তদুপরি, বাক্য বৃষ্টি করি
জ্বলাও তবে ॥
আমার বিহনে, কাতর স্বজনে, নাহও এক্ষণে,
বৃথায় আর ।
নাহি থাক বনে, যাহ নিকেতনে, আমি প্রিয়া ধনে
করেছি সার ॥
যাহার কারণ, দহিছে জীবন, নহিলে সেজন,
কে করে শান্ত ।
হয়েছি পাগল, ত্যজেছি সকল, বচন নিস্ফল,
হবে একান্ত ॥
নাহি যাব ঘর, কানন ভিতর, আর নাহি ডর,
রব পড়িয়ে ।
প্রিয়ার লাগিয়ে, আত্মীয় ত্যজিয়ে, সন্ন্যাসী হইয়ে
আছি বসিয়ে ॥
লয়লার রূপ, অতি অপরূপ, সে রূপ স্বরূপ,
নাহি কোথায় ।
করি তার নাম, করিগো বিরাম, বিধি হল বাম,
বড় আমায় ॥
তাহার বিহনে, কি কাজ জীবনে, ত্যজিব জীবনে
জীবন মোর ।

বিরহ অনল, অত্যন্ত প্রবল, করে মহা বল,
যাতনা ঘোর॥
এতেক বচন, করিয়ে শ্রবণ, যতেক স্বজন,
দুঃখিত মনে।
ভাবি নিরঞ্জনে, স্বজল নয়নে, গেল সর্ব্ব জনে,
স্বীয় ভবনে॥

মজনুর স্বপ্নে লয়লা দর্শন ও তাহার
নিকটে আগমন।

স্বজন বচনে আরো মজনু গুণধর।
প্রিয়ার বিরহে হৈল অত্যন্ত কাতর॥
বিরহ অনল হৃদে প্রবল হইল।
মন বন অবিলম্বে দহিতে লাগিল॥
প্রেমাসক্তি হৃদিপদ্মে করে আক্রমণ।
নিদ্রা আসি নেত্র সহ করিল মিলন॥
ধরাপরে স্বকাতরে পড়িল ঢুলিয়ে।
শয়ন করিল মজনু ব্যাকুল হইয়ে॥
নয়নেতে জাগিতেছে রূপ প্রেয়সীর।
স্বপনেতে দেখে তাহা হইয়ে অস্থির॥
কতক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হল অচম্বিতে।
প্রিয়ারে না হেরি মজনু লাগিল ভাবিতে॥

উথলিল প্রেমার্ণব হৃদয় মন্দিরে।
যুগল নয়ন ভাসে অনিবার নীরে॥
কহে আহা আহা ওরে নিদারুণ বিধি।
হাতে দিয়ে হরে নিল পুনঃ প্রাণ নিধি॥
এই ছিল প্রাণপ্রিয়া হৃদয়েতে মোর।
কোথা গেল হায় হায় একি দুঃখ ঘোর॥
প্রাণকান্তা রূপ এই করিনু দর্শন।
নেত্র মিলি নাহি হেরি এ আর কেমন॥
এই রূপে গুণমণি হইয়ে কাতর।
অতি বিষাদিত হয়ে কাঁদিল বিস্তর॥
চঞ্চল হইল চিত্ত ব্যাকুল অন্তর।
অন্তরে প্রিয়ার রূপ জাগিল সত্বর॥
উন্মাদের ন্যায় ত্যজি নিবিড় কানন।
নগর ভিতরে মজনু করিল গমন॥
ক্রমে ক্রমে ভ্রমে মজনু দণ্ডধারিবেশে।
প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমে প্রিয়া প্রেমাবেশে॥
কহে রূপ ভিক্ষা মোরে দিবে কোন জন।
কাতর হয়েছি প্রিয়া রূপের কারণ॥
কয়েযে হেরিয়ে নগরের শিশুগণ।
মার মার করি সবে আইল তখন॥
কেহ ধুলা দেয় কেহ ঢিল মারে গায়।

ধর ধর শব্দ করি পিছু পিছু ধায় ॥
তাহাদের ফিরে মজনু না করে দর্শন।
যথা তথা করে প্রেয়সীর অন্বেষণ ॥
হেন কালে রসবতী লয়লা যুবতী।
পিত্রালয়ে অট্টালিকা পরে করে গতি ॥
হেরিয়ে নয়নে তবে প্রেয়ার মূরতি।
প্রেমের মন্দির মজনু হরষিত অতি ॥
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল গগণ।
আন্তরিক দুঃখ ভার হল বিস্মরণ ॥
দাঁড়ায়ে তখন কহে প্রেয়সীর প্রতি।
ভিকারির তত্ত্ব প্রিয়ে লওহে সংপ্রতি ॥
নাথের ধ্বনিতে ধনী চিনিল তখন।
দ্রুতগতি ধায় তবে করিতে দর্শন ॥
কান্তেরে হেরিতে খুলি গবাক্ষের দ্বার।
কহে নাথ এস এই অট্টালিকা ধার ॥
মনে মনে রূপবতী করেন ভাবনা।
মোর লাগি নাথ এত পেলেন যাতনা ॥
আমার আসক্তি হেতু ত্যজিয়ে স্বজন।
সন্ন্যাসির বেশ শেষ করেন ধারণ ॥
মোর লাগি হল প্রাণনাথের দুর্গতি।
এই কি কপালে লিখেছেন প্রজাপতি ॥

অভাগিনী মম সম কেহ নাহি আর ।
মোর হেতু প্রাণেশের সন্তাপ অপার ॥
এরূপ লয়লা মনে করেন চিন্তন ।
আসক্তি অনলে হল ব্যাকুল জীবন ॥
চপলা চপলা প্রায় কান্তেরে হেরিয়ে ।
রজ্জু বান্ধি অবিলম্বে নামিলেন গিয়ে ॥
প্রিয়বর গলে ধরি স্বজল নয়নে ।
মিলন করিল ধনী প্রাণনাথ সনে ॥
মন অভিলাষ দোহে করেন প্রকাশ ।
ভিজিল নয়ন নীরে দোঁহাকার বাস ॥
লোচন সলিলে ধারা বহিতে লাগিল ।
ধীরে ধীরে বিরহ অনল নিবাইল ॥
পরে সুলোচনা ধরি স্বনাথের করে ।
সন্নিকটে বসাইয়ে জিজ্ঞাসন করে ॥
শুন হৃদয়েশ তুমি এ দুঃখিনী তরে ।
সন্ন্যাসির বেশে ভ্রম বিপিন ভিতরে ॥
কহ প্রাণনাথ তব দুঃখের কাহিনী ।
তোমার বিহনে আমি সদা অনাথিনী ॥
রেখেছি এ প্রাণ প্রাণ তোমার কারণ ।
একেবারে সুখ মোরে করেছে বর্জ্জন ॥
তোমার প্রেমের দায় আমার নয়ন ।

ঝর ঝর ঝরে সদা ওহে প্রিয়জন॥
অসুখ সাগরে মন ডুবেছে আমার।
তোমা বিনা তারে তারে হেন সাধ্য কার॥
দিবা বিভাবরী মম কেঁদে উঠে প্রাণ।
সহিতে নাপারি আর মন্মথের বাণ॥
দুঃখেরে প্রবল দেখি নিদ্রা তো আমায়।
দেখা নাহি দেয় গেল পলায়ে কোথায়॥
বিচ্ছেদ অম্বুতে ভরা উদর আমার।
ক্ষুধা তৃষা নাহি করি কেমনে আহার॥
সতত অনঙ্গফণী করিছে দংশন।
বিষম বিষেতে হয় সংশয় জীবন॥
কেবল তোমার নাম মন্ত্র বলে মনে।
বিষ নিবারণ করি বাঁচাই জীবনে॥
পিকবর মধুকর হয়ে স্মর চর।
জ্বালাতন করে মোরে শুন প্রাণেশ্বর॥
সুমধুর স্বরে শর করে বরিষণ।
তোমা বিনা করে তারা হৃদি বিদারণ॥
সুগন্ধি কুসুম সব ধরে নানা গুণ।
বিরহিণী দেখি মোরে তাহারা বিগুণ॥
যেই দিগে চাই সেই দিক অন্ধকার
দেখিতাম প্রাণকান্ত বিরহে তোমার॥

যে প্রেমে শীতল করে সদা প্রাণ মন।
সে প্রেম বিরহে মোরে করয়ে দাহন ॥
কেমনে দুর্নাম র কর রসময়।
কহিতে এমন বাণী নাহি লজ্জা হয় ।।
লিখেছিলে কি প্রকারে সেরূপ লিখন
হৃদয় বিদীর্ণ হয় করিলে স্মরণ ।।
আমারে কহিলে যাহা কহিবার নয়।
অন্তরেতে পাইয়াছি দুঃখ অতিশয় ।।
কান্তকরে ধরি ধনী এই রূপ কহে।
শুনিয়ে লাজেতে মজনু হেঁট মুখে রহে ।।
মন দুঃখে প্রেয়সীকে মধুর বচনে।
কহিতে লাগিলা তবে রোদন বদনে ।।
দুঃখিত না হও প্রিয়ে কহি তব কাছে।
তোমা বিনা এজগতে আর কেবা আছে ।।
তব দুঃখে দুঃখী আমি দেখনা চাহিয়ে।
ধরেছি যোগির বেশ তোমার লাগিয়ে ॥
দূতীর বদনে প্রাণ শুনিনু যে রূপ।
এই হেতু লিখিলাম পত্র সেই রূপ ॥
ত্বরায় জানিতে আমি তব বিবরণ।
লিখিয়াছিলাম সেই লিপি প্রাণধন ॥
কাতর পরাণ হলে প্রবোধ না মানে।

সংসারের রীতি এই আছে সর্ব্বস্থানে ॥
প্রিয়ের বচনে প্রিয়া মন হল শান্ত।
মনমথ রসে মন মজিল নিতান্ত ॥

লয়লা মজনু একত্র দর্শনে মজনুকে বধিবার জন্য জনেক দ্বারির আগমন।

প্রিয় প্রিয়া দুই জনে বসি একাসনে।
জীবন জুড়াতে ছিল প্রেম আলাপনে ॥
হেন কালে সেই দিগে দ্বারি আচম্বিতে।
চাহিয়ে মজনুরে দেখে লয়লা সহিতে ॥
কোপে দ্বারপাল করবাল করে করে।
ঘুর্ণিত লোচনে কহে অতি ক্রোধ ভরে ॥
হারাতে জীবন বেটা এখানে আইলি।
আসিতে কালের হাতে ভয় না করিলি ॥
সাক্ষাত শমন সম হই আমি তোর।
কে রাখে এখন তোরে ওরে বেটা চোর ॥
এত বলি মজনুরে করিতে প্রহার।
ক্রোধ ভরে ঊর্দ্ধে দ্বারী তোলে তলোয়ার ॥
মজনুর মাহাত্ম্যে দেখ দুর্গতি দ্বারির।
নামাতে না পারে আর ভুজ হল স্থির ॥
ঊর্দ্ধ হয়ে থাকে নীচে না আইসে কর।

হেরিয়ে একরূপ দ্বারী চিন্তিত অন্তর ॥
অতি সলজ্জিত হয়ে ভাবয়ে তখন ।
মজ্‌নু মাহাত্ম্যে বুঝি ঘটিল এমন ॥
এই এই কর ছিল অত্যন্ত সবল ।
এই কর্ম্মে বুঝি ইহা হইল বিকল ॥
এখন উচিত ধরা মজ্‌নুর পদে ।
ইহা বিনা পরিত্রাণ নাহি এ বিপদে ॥
বিবেচনা করি দ্বারী মজ্‌নু পদোপরি ।
রাখিয়ে আপন শির কহে স্তুতি করি ॥
করুণায় করুন মার্জ্জন মম পাপ ।
নাহি দেহ মহাশয় আর মনস্তাপ ॥
আপনি পরম ভক্ত জানিনু এখন ।
সার্থক করিলে তুমি প্রেমের সাধন ॥
যে কাজ করিনু হাতে হাতে ফল তার ।
পাইলাম মহাশয় করহে নিস্তার ।
দ্বারপাল বাণী শুনি কহেন কয়েস ॥
যে কাজ করিলি ফল দিতাম বিশেষ ।
কেবল প্রিয়ার প্রেম হেতু তোর দোষ ।
ক্ষমা করিলাম তোরে পরিহরি রোষ ॥
পুনশ্চ একরূপ কর্ম্ম প্রাণ গেলে আর ।
কভু না করিবি দুষ্ট কহিলাম সার ॥

এরূপে ভৎর্সনা মজ্নু করিয়ে দ্বারিরে ।
জগতঈশ্বরে স্তব করে ধীরে ধীরে ॥
জয় জয় জগদীশ জগত আধার ।
জগজন প্রাণধন সকলের সার ॥
তুমি বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর বিশ্বম্ভর ।
দেবের দেবতা তুমি অনাদিঈশ্বর ॥
দুর্ব্বলের বল বিভু নির্ধনের ধন ।
পুণ্যবানে ফলদান কর অনুক্ষণ ॥
কৃপাকরি কৃপাকর কর কৃপা দান ।
দ্বারিভুজ সুস্থ করি রাখ মম মান ॥
কয়েসের স্তবে প্রভু সদয় হইলা ।
বিপদ হইতে দ্বারী নিষ্কৃতি পাইলা ॥
রসবতী কয়েসের মহিমা দর্শনে ।
প্রভুর পরম ভক্ত বুঝিলেন মনে ॥
পরম সাধক সেই জানিলা তখন ।
মনে মনে সুবদনী করেন চিন্তন ॥
পরম সৌভাগ্যে মজ্নু মম প্রিয়বর ।
মম সমা ভাগ্যবতী নাহি ধরাপর ॥
সংগোপনে প্রিয় মোর বিহরে সংসারে ।
সিন্ধুমধ্যে রত্ন থাকে কে জানে তাহারে ॥
প্রভু প্রিয়োত্তম মধ্যে এই মহাজন ।

করিলেন মান্য তিনি ইহাঁর বচন ॥
দয়া করি দিল বিধি হেন গুণময়।
মম প্রতি প্রজাপতি পরম সদয় ॥
এরূপ ভাবিয়ে মনে লয়লা সুন্দরী।
মিলন করিল প্রাণনাথ গলে ধরি ॥
বচনেতে নিবাইল মনের আগুন।
দোঁহে মহানন্দে গান দোঁহাকার গুণ ॥
মুখে মুখ দিয়ে দোঁহে হরষিত মন।
মৃত দেহাগারে প্রাণ করে আনয়ন ॥
প্রেমাবেশে হেসে হেসে রমণী রমণে।
মদনের পূজা করে আনন্দিত মনে ॥
নিবিল বিচ্ছেদানল যামিনী পোহায়।
প্রস্ফুটিত পঙ্কজিনী শশী অস্তে যায় ॥
প্রদোষ সময় আসি হল উপস্থিত।
তরুণ অরুণ আভা হল প্রকাশিত ॥
হেন কালে কামিনীমোহন রসময়।
চলিল কাননে তবে তাপিত হৃদয় ॥
মনোদয়াচলে পুন বিরহ তপন।
উদিত হইল যেন করাল শমন ॥
নিবিড় বিপিনে মজ্‌নু করিলেন বাস।
প্রিয়া ধ্যানে থাকে সদা ঘন বহে শ্বাস ॥

অন্তঃপুরে গুণবতী লয়লা যুবতী ।
রহিল প্রিয়ের ধ্যানে অতি দুঃখমতি ॥

নওফল নৃপতি মৃগয়াতে বন গমন করাতে
মজনুর সহিত সাক্ষাত ।

নওফল নামে মহীপাল,
যেন সেই কালান্তের কাল ।
মহা বীর মহাজন, যুদ্ধে অতি বিচক্ষণ,
যার রাজ্যে না ছিল জঞ্জাল ॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজ্যেশ্বর,
নামে তাঁর শত্রু পায় ডর ।
ছিল যত নরবর, সবে দিত তাঁরে কর,
ধরা ধন্য গণ্য ভাগ্যধর ॥
স্বদেশ বিদেশ অধিকার,
বাহুবলে হয়েছিল তাঁর ।
হয় হস্তি অগণন, পদাতিক কত জন,
ছিল ধন কোষে ভারেভার ॥
তস্করাদি করি দণ্ডে তাঁর,
ত্যজেছিল মন্দ ব্যবহার ।
দুষ্টে দিয়ে বহু কষ্ট, সতত করিত নষ্ট,
ধর্ম্ম সম করিত বিচার ॥

অতিথে করিত ভক্তি অতি,
দানে কর্ণ সেই মহামতি।
প্রজাগণ ঘরে ঘরে, ভাসে আনন্দসাগরে,
তাঁর রাজ্যে করিয়ে বসতি ॥
একদিন সেই রাজ্যেশ্বর,
সভা করি অতি মনোহর।
পাত্র মিত্রগণ লয়ে, পুলকে পূরিত হয়ে,
বসিলেন সিংহাসনোপর ॥
মৃগয়াতে যাইতে কাননে,
নৃপতি করিয়ে সাধ মনে।
আদেশিলা সযতনে, প্রিয়জন সভাজনে,
সাজিতে ত্বরায় সৈন্যগণে ॥
পাত্র মিত্র আদি বৃত জন,
হয়ে সবে প্রফুল্লিত মন।
ডাকি সব সৈন্যগণে, কহিলেন সেইক্ষণে,
দ্রুতগতি করিতে সাজন ॥
সৈন্য চয় পেয়ে অনুমতি,
আগুয়ান হল শীঘ্রগতি।
কুঞ্জর আরূঢ় হয়ে, সভ্য বৃন্দ সঙ্গে লয়ে,
ভূপ বনে চলে হৃষ্টমতি ॥
প্রবেশ করিয়ে ঘোর বন,

করিয়ে কুরঙ্গ অন্বেষণ।
করে নৃপ পর্য্যটন, কুরি করি আরোহণ,
সঙ্গেতে নাহিক অন্য জন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সরবর,
মজ্‌নু পাশে গেলেন সত্বর।
হেরিয়ে তাহারে বনে, জিজ্ঞাসেন দুঃখিমনে,
স্নেহ ভাবে করি সমাদর॥
ওহে যুবা কওহে কারণ,
কেন কেন এবেশ ধারণ।
কহ তব কিবা নাম, কোন নগরেতে ধাম,
কাননেতে কেন আগমন॥
জনক জননী বন্ধুগণ,
বল কেন করিলে বর্জ্জন।
আছ সদা কি অসুখে, বন বাসী হয়ে দুখে,
কহ মোরে যথার্থ কারণ॥
এখনি উপায় করি তার,
বিনাশিব তব দুঃখ ভার।
পুরাইব তব আশ, কহ সর্ব্ব মন পাশ,
তোমার করিব উপকার॥
যাহা চাবে তাহা দিব আমি,
করে দিতে পারি রাজ্যস্বামী।

কিম্বা প্রেম রসে কার, সঁপেছ প্রাণাপনায়,
বিহিত করিব দ্রুতগামী ॥
ধারণ করিয়ে দণ্ডিবেশ,
করিয়াছ কাননে প্রবেশ।
সত্য করি কহ ধীর, উপায় করিব স্থির,
ঘুচাইব যত তব ক্লেশ ॥
কে তোমারে দিয়েছিল আশা,
তব হৃদে করি প্রেম বাসা।
তব দুর্গতি হেরিয়ে, বিষাদে বিদরে হিয়ে,
বল মোরে কি তব প্রত্যাশা ॥

নৃপতি নিকটে মজ্নুর পরিচয়।

হেরি দয়া ভূপতির, কয়েস হইয়ে স্থির,
কহে তবে সজল নয়নে।
শুন শুন ধরাপতি, বিচক্ষণ মহামতি,
অভাগার দুঃখ বিবরণ ॥
উন্মাদ হইয়ে বনে, পড়ে আছি দুঃখি মনে,
বিস্মৃত হয়েছি বাসস্থান।
মাতা পিতা পরিহরি, সন্ন্যাসির বেশ ধরি,
এথা আছি হইয়ে অজ্ঞান ॥
জীবন বিফল মম, মহীতলে মম সম,

দুঃখী নাহি আর কোন জন।
স্বজন ভবন ত্যজি, এক নারী প্রেমে মজি,
আসক্তিতে হয়েছি এমন ॥
কি কহিব রূপ তার, অতিশয় চমৎকার,
পদ্মল জে জলেতে পশিল।
জগজন মনোলোভা, হেরিয়ে তাহার শোভা,
সুধাকর আকাশে উঠিল ॥
পুষ্পসম কলেবর, হেরে তায় মধুকর,
মধু লোভে ভ্রমে ভ্রমে তথা।
যদি সেই চতুর্মুখ, দেন মোরে বহুমুখ,
তবু কৈতে নারি রূপ কথা ॥
লয়লা তো অভিধান, আমি দেহ সে পরাণ,
সে আমার আমি তার জানি।
মুগ্ধ হয়ে তার রূপে, ডুবেছি প্রেমের কূপে,
সদা মোর আকুল পরাণী ॥
কিবা সুধা মাখা বাণী, কিবা তার পদ্মপাণি,
মনে হলে জ্ঞান শূন্য হই।
স্মরনেতে সেই নারী ধৈরজ ধরিতে নারি,
ঘোর দুঃখোদকে ডুবে রই ॥
শুনিয়ে মজনুর বাণী কহিলেন দণ্ডপাণি,
অতিশয় করিয়ে সাহস।

শুন শুন গুণমণি, এনে দিব সে রমণী,
যার তরে হয়েছ বিরস ॥
কহিতেছি সত্য বাণী, তোমার প্রিয়ারে আনি
তব সহ করাব মিলন ।
যাবে তব দুঃখ ভার, চিন্তা না করিহ আর,
তারে হেরি সুস্থ হবে মন ॥
লয়লার পিতা সাধু, সুধীর সুজন সাধু,
তারে আমি লিখিয়ে লেখন ।
বুঝিব তাহার মন, শুন ওহে প্রিয়জন,
তব আশা করিব পূরণ ॥

নওফল নৃপতি কর্ত্তৃক লয়লার পিতার
প্রতি পত্র প্রেরণ ।

মজনুর পরিকর, নওফল নৃপবর,
উত্তরিয়ে স্বনগর, বসি সিংহাসনেতে ।
প্রেমিক রাজের তরে, আদেশিলা মন্ত্রিবরে,
লিখিবারে সদাগরে, পত্র অতি যত্নেতে ॥
শুন প্রিয় মন্ত্রিবর, আমার বচন ধর,
লেখ পত্র শীঘ্রতর, এইরূপ তাহারে ।
মজিয়ে রসতরঙ্গে, স্বীয় তনয়ার সঙ্গে,
বিভা দেহ মজনু সঙ্গে, মান্য করি আমারে ॥

মজ্নু বা বিপদ হবে, কারাগারে বদ্ধ রবে,
কিম্বা প্রাণ নষ্ট হবে, কহিলাম সার হে।
পাঠাইব রসাতল, দেখিবে আমার বল,
হাতে হাতে পাবে ফল, না পাবে নিস্তার হে॥
শুন ওহে সাধুবর, তুমি নানা গুণধর,
তব সম সাধু নর, নাহি হেরি ভুবনে।
তব কন্যা মহাসতী, রূপে গুণে ধন্যা অতি,
অতিশয় গুণবতী, শুনিয়াছি শ্রবণে॥
যদি হে মজ্নুর সনে, বিভা তার এইক্ষণে,
দেহ হে প্রফুল্ল মনে, তবে হবে ভাল হে।
যদি এ বচন মোর, নাহি শুন করি জোর,
করিব সমর ঘোর, ঘটিবে জঞ্জাল হে॥
শীঘ্র তুমি ছারেখারে, যাইবে সপরিবারে,
পাঠাব শমনাগারে, কহিনু নিশ্চয় হে।
ধন্য তুমি মানে ধনে, কহিতেছি সে কারণে,
করহ বিচারি মনে, যাতে ভাল হয় হে॥
এই রূপ রাজাদেশে, মন্ত্রিবর মহাবেশে,
লিখিলেন পত্র শেষে, হরষিত হইয়ে।
দূতেরে ডাকিয়ে রায়, লেখন দিলেন তায়,
পত্র লয়ে দূত যায়, রাজাদেশ পাইয়ে॥
দূত অতি হরষিত, হয়ে তথা উপনীত,

দিল পত্র ত্বরান্বিত, সদাগর করেতে।
সাধু অতি সমাদরে, লেখন লইয়ে করে,
পঠন করিয়ে পরে, কহে সুধা স্বরেতে॥
লিখেছেন নৃপবর, শুন দূত তদুত্তর,
করো তাঁরে সুগোচর, বাচনিক কথনে।
মম নমস্কার আগে, জানাইবে মহাভাগে,
কবে পরে অনুরাগে, মহীশের সদনে॥
মম কন্যা ধন্যা অতি, আলো করে বসুমতী,
কয়েশ বাতুল মতি, তারে দিব কেমনে।
কত শত রাজসুত, অতি রূপ গুণ যুত,
আসে যায় অবিরত, সদা মোর ভবনে॥
শুন দূত সারোদ্ধার, এই অনুরোধ তাঁর,
প্রাণান্তেতো আমি আর, নাহি পারি রাখিতে।
থাকিতে আমার প্রাণ, ত্যজি ভূপ ভাগ্যবান,
পাগলেরে কন্যা দান, পারিব না করিতে॥
সাধুর শুনিয়ে কথা, দূত পেয়ে মর্ম্মে ব্যথা,
গিয়া নরবর যথা, সব কথা কহিল।
শুনে তাহা নৃপবর, ক্রোধে কাঁপে থর থর,
যুগল নয়নবর, রক্ত বর্ণ হইল॥
কহে সৈন্যগণে সবে, সমরেতে যেতে হবে,
বিলম্ব নাহিক সবে, চল দ্রুত গমনে।

সদাগর করে জোর, সহ্য নাহি হয় মোর,
করিয়ে সংগ্রাম ঘোর, বিনাশিব সে জনে ॥
দেখহ বচন মম, না শুনিল নরাধম,
নাশিব তাহার তম, যাবা মাত্র অমনি।
সঙ্গে করি সৈন্যগণ, চল গিয়ে করি রণ,
শাস্তি তারে বিলক্ষণ, দিব দ্রুত এখনি ॥
ঘোর রণ বাদ্য বাজে, শুনি সেনাচয় সাজে,
সঘন কামান গাজে, কোলাহল হইল।
করি রণজয় আশ, পরে সবে রণ বাস,
বিহীন হইয়ে ত্রাস, সমরেতে চলিল ॥

লয়লার পিতার সহিত নওফলের যুদ্ধ।

ঘন সিংহু রব, চলে সেনা সব,
অতি দ্রুত রণস্থলে।
কত হস্তী হয়, সঙ্খ্যা নাহি হয়,
সেনাপতি সহ চলে ॥
কহে নৃপরায়, ক্রোধে কাঁপে কায়,
মম সেনা আছ যত।
নির্ভয় অন্তরে, বাঁধ সদাগরে,
শাস্তি দিয়ে নানা মত ॥
লুটহ আগার, লুটহ ভাণ্ডার,

লুটহ নগর তার।
দেখিব এখন, কুরিয়ে কেমন,
সাধু রক্ষা পায় আর ॥
শুনি নৃপ বাণী, সহিত সেনানী,
করি মার মার ধ্বনি।
সেনা পতি চয়, উপনীত হয়,
সমর ভূমে অমনি ॥
অশ্বারোহিগণ, যেমন শমন,
বেগে ফেরে অসি করে।
কার করে শর, যমের দোসর,
কেহ সিংহনাদ করে ॥
আরব ভিতর, মার ধর ধর,
এই মাত্র রব হয়।
দ্রুত কোন জন, সাধুর সদন,
আসিয়ে সংবাদ কয় ॥
নওকল ভূপতি, স্ববল সংহতি,
রণ হেতু আসিয়াছে।
লুটিছে নগর, নাহি কাঁরে ডর,
বলে দেশ ঘিরিয়াছে ॥
একথা শ্রবণে, সাধু ক্রোধ মনে,
কহে বীর সেনাগণে

রণ সজ্জা করি, চল ত্বরা তরি,
অস্ত্র শস্ত্রে সর্ব্বজনে॥
আসিয়াছে অরি, ঘোর দম্ভ করি,
বধহ ত্বরায় তারে।
সঙ্গি যত তার, আছে সঙ্গে আর,
পাঠাহ শমনাগারে॥
সাধুর বচনে, যত সেনাগণে,
দ্রুত যায় রণস্থলে।
কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বে গজে,
সৈন্য শ্রেণী সব চলে॥
বাজনা বাজয়, হৃদি কম্প হয়,
শুদ্ধ মার মার রব।
গিয়া রণ স্থলে, মিলিল দুদলে,
ভয়ে লোক প্রায় শব॥
নওফল বলে, শুনহ সকলে,
বিলম্ব না কর আর।
না করিহ ডর, লয়ে অসি শর,
যারে পাও তারে মার॥
নৃপাদেশ পেয়ে, সৈন্যগণ ধেয়ে,
তর্জ্জন গর্জ্জন করে।
কেহ খড়্গ হানি, বধে কত প্রাণি,

কেহ মারে ধরি করে ॥
কেহ ছাড়ে তীর, মরে কত বীর,
রুধি রক্তে নদী বহে।
হস্ত পদ হীন, হয়ে কোন দীন,
ধরাতলে পড়ি রহে ॥
কেহ চড়ি হয়, কার প্রাণ লয়,
মারিয়ে দ্রুত আছাড়।
কেহ ত্যজে প্রাণ, কেহ হত জ্ঞান,
কেহ বলে ছাড় ছাড় ॥
দোঁহার সেনানী, মার মার বাণী,
কেবল মুখেতে বলে।
নাশহ এক্ষণে, যত অরি গণে,
একে একে ধরি রণে ॥
হাঁকে সেনাগণে, শ্রবণে শ্রবণে,
তালি লাগে সবাকার।
নর হস্তী হয়, নাহি দৃষ্ট হয়,
বাণে দিগ অন্ধকার ॥
সাধুর সেনানী, আকুল পরাণী,
পলায় হারিয়ে রণে।
আর সঙ্গি যত, সবে হল হত,
হর্ষিত বিপক্ষগণে ॥

নওফল নৃপাল, দুর্জ্জনের কাল,
সাধুরে ধরিল তবে।
স্বজন তাহার, যতছিল আর,
ত্বরা বন্দি করে সবে॥
জিনিয়ে সমর, কহে নরবর,
নিজ পারিষদ চয়ে।
আনহ ত্বরায়, সাধুর কন্যায়,
প্রবেশ করি আলয়ে॥
যাহার কারণ, করিলাম রণ,
অন্যে নাহি প্রয়োজন।
সাধুরে মোচন, করহ এখন,
সহিত আত্মীয় জন॥
রাজার আজ্ঞায়, সাধু মুক্তি পায়,
আর তার আত্মগণ।
মুক্ত হয়ে সবে, লাজেতে নিরবে,
পলায় ত্যজি ভবন॥
লয়লারে পরে, মহীশ গোচরে,
আনিল দ্রুত তখন।
হেরি তার রূপ, জ্ঞানহীন ভুপ,
চঞ্চল হইল মন॥
কামে কলেবর, কাঁপে থরথর,

ঝর ঝর ঘর্ম্ম ঝরে।
উন্মাদের ভাবে, সেই রূপ ভাবে,
ধৈরজ নাহিক ধরে॥
মজনুর বচন, ভুলিল রাজন,
ডুবি রূপ পারাবারে।
ভাবে এই যুক্তা, মন উপযুক্তা,
আর নাহি দিব কারে॥
এই রূপবতী, জিনি তারাপতি,
তুলনা না দেখি আর।
অন্যেরে এ ধনে, দিব বা কেমনে,
হেরে যায় প্রণামার॥
বিধি দয়া করে, দিল ধন মোরে,
আমি কভু না ত্যজিব।
কটাক্ষে হরণ, করিল এমন,
কেমনে প্রাণে বাঁচিব॥
বধি মজনুরে, আপনার পুরে,
লয়ে যাব এইক্ষণে।
ধন্য ধন্য মার, অসাধ্য তোমার,
নাহি কিছু ত্রিভুবনে।

লয়লা মজ্নুর বিবাহার্থ সুসজ্জ হওন ও নওফলের বিষপানে মৃত্যু।

লয়লারে হেরি রাজা আকুল হইলা।
তথাপি হইয়ে ধৈর্য্য দূতেরে কহিলা॥
দ্রুত মজ্নু সন্নিধানে করহ গমন।
বল তারে করিবারে বিভার সাজন॥
বিবাহ তাহার আজি লয়লার সনে।
মনের আনন্দে আমি দিব সুভক্ষণে॥
নৃপাদেশে মন্ত্রী গিয়া মজ্নুরে কয়।
অদ্য তব বিভা হবে সাজ মহাশয়॥
এতেক শুনিয়ে মজ্নু প্রেমের সাগর।
করেতে পাইল যেন চারু সুধাকর॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ মুখে মৃদু হাস।
মনের যতেক দুঃখ হইল বিনাশ॥
সুখার্ণবে মন সুখে করিলেন স্নান।
পরিধান করে বিবাহের পরিধান॥
হেথা ধনী নাথ সনে করিতে মিলন।
মনের আনন্দে করে বিবাহ সাজন॥
লয়লা লইয়ে করে নানা আভরণ।

সাজিতে বসিল স্বয়ং প্রফুল্ল বদন ॥
বাধেন বিনোদ বেণী বিনাইয়ে কেশ ।
লাজেতে ভুজঙ্গ করে বিবরে প্রবেশ ॥
মুক্তাময় টিকা ভালে পরে রসবতী ।
হেরিয়ে সে রূপ মুগ্ধ হয় রতিপতি ॥
দর্পণ লইয়ে পরে মাজাইয়ে মন ।
হীরক জড়িত ও পরে কর্ণের ভূষণ ॥
নাসায় পরেন শশী মরি কি বেশর ।
তাহাতে বেশর নয় পঞ্চশর শর ॥
নয়নে অঞ্জন পরে জগতরঞ্জন ।
প্রফুল্ল পঙ্কজে যেন খেলয়ে খঞ্জন ॥
মরি কিবা মণিময় হার গলে সাজে ।
সুবর্ণ সে বর্ণ হেরি দগ্ধ হয় লাজে ॥
তাড় চুড়া বাজু পরে করেতে কঙ্কণ ।
চরণে পরিল যত চরণাভরণ ॥
বিচিত্র বসন ধনী পরে কত রঙ্গে ।
জীয়াবে যুবতী বুঝি আজি সে অনঙ্গে ॥
একেতো ভুবনে নাই সেরূপ স্বরূপ ।
বুঝ লোক সেজে আরো কত হল রূপ ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডে সাধ্য কার ।
কুবুদ্ধি ঘটিল অতি নওফল রাজার ॥

লয়লার রূপে রাজা মোহিত হইয়ে ।
পাত্র মিত্রগণে তবে কহেন ডাকিয়ে ॥
লয়লার লাগি মন অধৈর্য্য আমার ।
যাহাতে তাহারে পাই কর যুক্তি তার ॥
পরে নৃপ এক জন দাসীরে ডাকিয়ে ।
নির্জ্জনে কহিল তারে কাতর হইয়ে ॥
এক কর্ম্ম কর তুমি রাখ মম বাণী ।
যাহাতে তোমার কিছু না হইবে হানি ॥
বাটী বাটী শর্করা স্বরায় পানা কর ।
এক বাটী রাখ বিষ তাহার ভিতর ॥
সেই বিষ বাটী দিবে মজ্‌নুর কারণে ।
তোষিব তোমায় আমি নানা রত্ন ধনে ॥
বিষ পানা পানে মজ্‌নু হইলে নিধন ।
লয়লা লইয়ে আমি জুড়াব জীবন ॥
একথা শুনিয়ে দাসী কহিল তখন ।
ইহার কারণে রাজা না কর চিন্তন ॥
বিবাহের আয়োজন কর মহাশয় ।
বিরলে একর্ম্ম আমি সাধিব নিশ্চয় ॥
পরে রাজা আজ্ঞা দিলা যত সভাজনে ।
আয়োজন কর সবে বিবাহ কারণে ॥
আদেশ পাইয়ে সবে অতি কুতূহলে ।

সমারোহ করি বসিলেন সভা স্থলে॥
নওফল নৃপবর বসিল তথায়।
সমাদরে নিজপাশে মজনুরে বসায়॥
মুখে সুধা অন্তরেতে হলাহল দিল।
মজনুর বিবাহ দেহ কহিল মহীশ।
শুভ কর্ম্মে ব্যাজ করা যুক্তি সিদ্ধ নয়।
পানা পান কর সবে বিলম্ব না সয়।
ভূপাদেশে সকলেতে আনন্দ অন্তরে।
একে একে পানা সবে দেয় সমাদরে।
মজনুর জন্যে যাতে দিয়াছিল বিষ।
সেই বাটী নিজ করে পাইল মহীশ।
ঈশ্বরের মায়া কিছু বুঝা নাহি যায়।
বিষ যুক্ত পানা নওফল রাজা খায়।
পান মাত্র নৃপরায় হইল কাতর।
বিষের জ্বালায় হয় অস্থির অন্তর॥
করাঘাত হানে ভালে চক্ষে বারি বহে।
বাণী হীন হল মুখ দুঃখ মনে রহে॥
মলিন হইল তনু বক্ষে বিষরিষে।
জরজর কলেবর কালকূট বিষে॥
হাহাকার করি রায় ত্যজিল জীবন।
জগতে দুর্নাম তার হল প্রকটন॥

পরে সেই মৃত দেহ স্বদেশে লইয়ে।
শোকাকুলে গেল সবে দুঃখিত হইয়ে॥

নওফলের মরণে মজ্নুর পুনর্ব্বার বন গমন॥

রাজার মরণে মজ্নু হইল অস্থির।
মনোগত ভাব তার না জানেন ধীর॥
কাতর অন্তরে কহে রোদন বদনে।
কি বিষাদ বিধি বাদ সাধিল এক্ষণে॥
দুঃখের সাগরে মোরে যে করিল পার।
সে জন ত্যজিল প্রাণ সাক্ষাতে আমার॥
তাহার বিহনে মোর কি সুখ মিলনে।
বিশেষতঃ সাধু বাদী হবে এইক্ষণে॥
ইহা বলি মহাদুঃখে মজ্নু সুজন।
পুনর্ব্বার করিলেন কাননে গমন॥
প্রবেশিল নব দুঃখ মজ্নুর মনে।
আইল বসন্ত ঋতু সহিত স্বগণে॥
কোকিল কুহরে বিকশিত নানা ফুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলি কুল।
পশু পক্ষি যত নিজ নিজ প্রিয়া সঙ্গে।
বিপিনে বিহার করে মাতিয়ে অনঙ্গে॥
শোকাকুলে কাঁদি মজ্নু করেন ভ্রমণ।

শান্ত নাহি হয় মন প্রেয়সী কারণ।
জ্ঞানহীন হয়ে বনে করে পর্য্যটন।
অপূর্ব্ব উদ্যান পরে করিল দর্শন॥
প্রেমভরে গেল সেই উদ্যান ভিতর।
বসন্তে ফুটেছে যত পুষ্প মনোহর॥
হেরিয়ে মালঞ্চে মজ্নু কুসুমের শোভা।
মনেতে জাগিল প্রিয়া রূপ মনোলোভা॥
রঙ্গণে হেরিয়ে মজ্নু প্রেমের নাগর।
প্রিয়া বলি ধরে তাহা বাড়াইয়ে কর॥
অপরাজিতায় দেখি প্রফুল্ল হৃদয়।
কহে এই পুষ্প প্রিয়া কেশ ন্যায় হয়॥
মাধবী মালতী প্রতি বলেন কাঁদিয়ে।
উদ্যানে আসিয়ে মম না জুড়ায় হিয়ে॥
কিংশুক কুসুমে মজ্নু কহেন তখন।
প্রেয়সীর হাসি তুমি করেছ হরণ॥
দেখিতে না পারি শুন অতসী অশোক।
কেবল তোমরা বাড়াইয়ে দেহ শোক॥
স্বর্ণচাঁপা হেরি ঠিক যেন প্রিয়াতনু।
তথাপি আমারে কেন জ্বলায় অতনু॥
কুসুম ফুটেছে সব দেখিতে সুন্দর।
হেরিলে হৃদয়ে মোর বাজে তীক্ষ্ণ শর॥

তমালে হেরিয়ে মজনু কহিল তখন।
প্রিয়ার লালিত্য তুমি করেছ ধারণ॥
তথায় আসিয়ে এক মালী হেন কালে।
করাত ধরিল সেই কাটিতে তমালে॥
তাহা দেখি কহে ধীর মালিরে তৎক্ষণে।
এ তরু কাটিবে তুমি কিবা প্রয়োজনে॥
রাখহ আমার বাণী না কর ছেদন।
প্রিয়ার লালিত্য ইহা করয়ে ধারণ॥
মালাকার কহে আমি দুঃখী অতিশয়।
এ বৃক্ষ কাটিয়ে আমি করিব বিক্রয়॥
মালির বচনে কহে মজনু মহামতি।
ব্যাকুল না হও মালি স্থির কর মতি॥
তাহার নিকটে ছিল অপরূপ শাল।
যাহা হেরি হিংসা করে যত মহীপাল॥
সেই শাল মালিরে মজনু করি দান।
করুণা করিয়ে বাঁচাইলা বৃক্ষ প্রাণ॥
সেই তমালের তলে বসিয়ে তখন।
প্রেয়সীর ভাব মনে ভাবেন আপন॥
প্রিয়া লাগি জ্ঞান হীন চক্ষে ঝরে জল।
নিদ্রাগত হল কলেবরে নাহি বল॥
নিদ্রাতে প্রেয়সী রূপ করেন দর্শন।

প্রিয়াগলে পুষ্পহার করেন অর্পণ ॥
চন্দন সুগন্ধি পুষ্প লয়ে নিজ করে ।
যেন প্রিয়া দাঁড়াইয়া নিদ্রা ভঙ্গ করে ॥
এই রূপ স্বপ্নে মজনু করি নিরীক্ষণ ।
আচম্বিতে জাগিয়ে উঠিল ততক্ষণ ॥
জাগ্রত হইয়ে নেত্রে নাহি হেরে পুন ।
বিরহ আগুণ মনে জ্বলিল দ্বিগুণ ॥
প্রেয়সীর নাম যেন হল জপমালা ।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে চলে যেন মাতয়ালা ॥
দুঃখানলে দহে প্রাণ ঘন বহে শ্বাস ।
নিবিড় গহনে ধীর করিলেন বাস ॥
প্রেয়সীর রূপ সদা মনেতে উদয় ।
পশু পক্ষি বৃক্ষ সনে দুঃখ কথা কয় ॥
এখানে লয়লা ধনী থাকিয়ে ভবনে ।
একাকিনী প্রেমময়ী করেন ক্রন্দন ॥
বিষম সমরে প্রাণ ত্যজে বহুজন ।
অবশিষ্ট ছিল যারা করে পলায়ন ।
আত্মলোক তথা তার নাহি কোন জন ।
বিষাদে ব্যাকুল প্রাণ সজল লোচন ॥
ধুলায় লোটায় ধনী কাতর জীবন ।
প্রবোধ করিতে তথা নাহি এক জন ॥

তথা হতে চলে ধনী ব্যাকুলিত মনে।
ক্রমে পড়িলেন আসি নিবিড় গহনে॥

শ্রেষ্ঠি কর্ত্তৃক কাননে লয়লার অন্বেষণ।

বিষ পানা পান করি মরিল রাজন।
সদাগর শুনে হল প্রফুল্ল বদন॥
উথলিল তাহার আনন্দ পারাবার।
উষ্ট্র আরোহণে চলে উদ্দেশে কন্যার॥
অন্তরঙ্গ যত ছিল আর সেনাচয়।
সাধু সহ যায় সবে হর্ষিত হৃদয়॥
একাকিনী প্রেমাধিনী লয়লা রূপসী।
রোদন করিছে দুঃখে যে বনেতে বসি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হেরে নন্দিনীরে।
বদন ভিজেছে তাঁর নয়নের নীরে॥
মলিন হয়েছে তার কমল বদন।
কৃশ কলেবর মুখে না সরে বচন॥
কন্যার দুর্গতি সাধু করিয়ে দর্শন।
দ্রুত কোলে নিল তারে সজল নয়ন॥
কহেন সুতাকে মাগো তোরে হারাইয়ে।
অন্ধ প্রায় হইয়াছি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥
এত বলি উষ্ট্র এক করি আনয়ন।

তনয়ারে তাহাতে করান আরোহণ ॥
লয়লারে লয়ে সাধু করিল গমন ।
আগু পিছু হয়ে চলে যত সেনাগণ ॥
হেনকালে অস্তাচলে চলে দিনমণি ।
তিমির বসন পরি আইল রজনী ॥
কৃষ্ণপক্ষ নিশি অন্ধকার অতিশয় ।
তরুলতা আদি কিছু দর্শন না হয় ॥
তাহে ক্ষুদ্রবন পথ অতি ভয়ঙ্কর ।
কেহ কারে নাহি দেখে সভয় অন্তর ॥
উষ্ট্রপাক ছিল যেই সাধু সুতা সনে ।
উটেরে ত্যজিয়ে গেল ভয় পেয়ে মনে ॥
আর যত উষ্ট্র সব সে বনে রহিল ।
লয়লার তত্ত্ব নিতে কেহ না পারিল ॥
কাননেতে ভ্রমে উট ব্যাকুল অন্তরে ।
শ্রমে ঘুমাইল সতী তাহার উপরে ।
নিদ্রাবেশে অচেতনে থাকে প্রমোদিনী ।
হেন কালে অবসন্না হল তমস্বিনী ॥
প্রভাতে অরুণোদয় হইল গগণে ।
জাগিয়ে উঠিল ধনী ভয়াতুর মনে ॥
জনক স্বজনে আর দেখিতে না পায় ।
একাকিনী উষ্ট্রোপরে করে হায় হায় ॥

নির্জ্জন গহনে রামা কাঁদে দুঃখ মনে।
উষ্ট্রে করাইল স্নান নয়ন জীবনে॥
ওরে বিধি বহু দুঃখ দিলি হয়ে বাম।
তথাপি তোমার না পূরিল মনস্কাম॥
উন্মাদিনী ছিনু একে প্রিয়ের কারণ।
সঙ্কট কাননে এবে হারাই জীবন॥
মাহুত অভাবে উট পথ নাহি পায়।
যথা ইচ্ছা তথা যায় হয়ে অন্ধ প্রায়॥
কোথায় সে প্রিয়তম মজনু প্রাণধন।
মাতা পিতা কোথাকারে রহিল এখন॥
মানুষের সমাগম নাহি এই বনে।
নগরের পথ জিজ্ঞাসিব কোন জনে॥
যে দিগে ফিরাই আঁকি দেখি পশুগণ।
বৃক্ষ নাহি দেখি আর যে ঘোর কানন॥
এরূপ ভাবিয়ে রামা করেন রোদন।
থরথর কাঁপে অঙ্গ কাতর জীবন॥
পশু পক্ষি তরু নিরখিয়ে সুলোচনা।
তাদিকে শুধান ভ্রমে বিরস বদনা॥
ওহে বনচরগণ করুণা করিয়ে।
অবলারে দেহ সবে পথ দেখাইয়ে॥
বিষাদে বিদীর্ণ প্রাণ উষ্ট্রোপরে বসি।

ত্যজিয়ে জীবন আশা ভাবেন রূপসী ॥
লয়লাকে লয়ে উষ্ট্র ভ্রমিতে, ভ্রমিতে ।
মজ্‌নু যথা আছে তথা গেল আচম্বিতে ॥
চৌদিকে হেরিয়ে ধনী যায় উষ্ট্রোপরে ।
দূর হতে নিরীক্ষা করে এক নরে ॥
ভরসা হইল তার হেরিয়ে তাহায় ।
উপনীতা হল গিয়ে মজ্‌নু যথায় ॥
নিজ কান্তে বিনোদিনী চিনিতে না পারে ।
সম্মুখেতে দাঁড়াইয়ে জিজ্ঞাসে তাহারে ॥

বন মধ্যে লয়লা মজ্‌নুর মিলন ।

উট দাঁড় করাইয়ে লয়লা তথায় ।
জিজ্ঞাসে নাথেরে কহ কে তুমি হেথায় ॥
কিবা নাম কোথা ধাম কহ হে বিশেষ ।
কি কারণে ধরিয়াছ সন্ন্যাসির বেশ ॥
এত দুঃখ তোমারে হে দিল কোন জনে ।
কার তরে আছ বসি এঘোর কাননে ॥
এতেক শুনিয়ে মজ্‌নু করিল উত্তর ।
আমার দুর্গতি যত জানেন ঈশ্বর ॥
মম দুঃখ কথা মুখে না হয় বর্ণন ।
দুঃখের সাগরে আমি হয়েছি মগন ॥

কয়েস আমার নাম জানে সর্ব্বজন।
কোথা মম বাস হইয়াছি বিস্মরণ॥
লয়লাকে সঁপি প্রাণ এতেক দুর্গতি।
তাহার কারণে হেথা আছি দুঃখমতি॥
প্রেমাসক্তি শরে মোর বিঁধেছে হৃদয়।
তিলেক বিচ্ছেদে মম বর্ষ বোধ হয়॥
স্মরণে তাহার রূপ প্রাণ দেহে আছে।
নতুবা যাইত করে কৃতান্তের কাছে॥
আমার কারণে যেই প্রেয়সী নবীনা।
ধূলাতে পড়িয়ে আছে হয়ে জ্ঞান হীনা॥
কি করিবে বাহিরে সে না পারে আসিতে।
সতত আমার লাগি আছে দুঃখচিতে॥
প্রাণেশের নাম যেই লয়লা শুনিল।
অমনি সে প্রেমানন্দে অজ্ঞান হইল॥
উষ্ট্র হতে পড়ে ধনী ধরণী উপর।
ভূমে যেন পড়ে গগণের সুধাকর॥
চেতন পাইয়ে সতী কাঁদেন তখন।
প্রেমপূর্ণ কলেবর সজল নয়ন॥
প্রাণনাথ প্রিয়তম মজ্নু গুণনিধি।
মিলাইয়ে দিল মোরে কৃপা করি বিধি॥
মাতা পিতা হতে মোরে আনিয়ে এ বনে

মিলন করিয়ে বিধি দিল তব সনে ॥
এখন মিলন নাথ কর ত্যাজি দুখ।
কুসুমের শয্যা কর ওহে বিধুমুখ ॥
প্রেমোন্মাদ ভাব তার জাগিতেছে চিতে।
সাধনের ধনে ধীর নারিল চিনিতে ॥
কহে হায় লয়লাকে কোথা গেলে পাব।
তাহারে হেরিয়ে মম মনাগ্নি নিবাব ॥
মুখে না নিঃসরে বাণী নাহি জ্ঞান লেশ।
মূর্চ্ছাগত হয়ে ভূমে পড়িল কয়েস ॥
প্রেমে জরজর তনু বহে দীর্ঘ শ্বাস।
লয়লা অঞ্চলে তারে করেন বাতাস ॥
কতক্ষণ পরে মজ্‌নু পাইয়ে চেতন।
প্রাণের প্রিয়ারে পরে চিনিল তখন ॥
কহে হায় প্রাণ প্রিয়ে প্রাণাধিক মোর।
তব তরে হল মম এ দুর্গতি ঘোর ॥
তব দেখা বনে পাব না জানি স্বপনে।
বিধি মিলাইয়ে দিল তোমা হেন ধনে ॥
কেমনে এবনে এলে কহনা কারণ।
শুনি ধনী একে একে কহে বিবরণ ॥
হেথা আনি তব সনে বিধি মিলাইল।
দুঃখের সর্ব্বরী মোর আজি পোহাইল ॥

আমার কারণে প্রাণ ধর যোগিবেশ্।
বনে বনে ভ্রম ত্যজি স্বজন স্বদেশ॥
চিরদিন তৃষ্ণাতুর আছ তুমি প্রাণ।
আজি সুখে করহ মিলন সুধা পান॥
যৌবন রাজ্যেতে মম তুমি হে ভূপতি।
পয়োধর আদি তায় প্রজা শান্ত মতি॥
অরাজক হয়ে তারা হয় অতি দীন।
কত শত বিপদ ঘটিছে অনুদিন॥
আজি কর কমল প্রসারি প্রাণপতি।
আশ্বাস প্রদান কর তাহাদের প্রতি॥
তবেত ভরসা হয় যতেক প্রজার।
নতুবা উচ্ছিন্ন হবে এ রাজ্য তোমার॥
সঁপেছি যৌবন রাজ্য আমি হে তোমায়।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর আপন ইচ্ছায়॥
দুঃখিনীর প্রতি দৃষ্টি কর একবার।
অদ্যাবধি তব আশে আছে প্রাণ আমার॥
মজ্নু কহে শুন সতি রসবতি প্রিয়ে।
তব দরশনে মম জুড়াইল হিয়ে।
তব প্রেমব্রতী প্রভু করিলা আমায়।
হলাম বিপিন বাসী তোমার আশায়॥
কেবল তোমার ধ্যানে অনুরক্ত মন।

কেবল তোমারে চায় দেখিতে লোচন ॥
শ্রবণ কেবল শুনে তোমার বচন।
বদন তোঁমারে চায় করিতে বর্ণন ॥
তোমা ভিন্ন কিছু আমি নাহি চাহি আর
শুদ্ধ হইয়াছি সিদ্ধ প্রেমেতে তোমার ॥
এই কর যেন প্রিয়ে ভুল না আমায়।
পূর্ব্বরাগ হয়ে প্রেম যেন অগ্রে যায় ॥
যদি হয় আমাদের পিরীতি ভঞ্জন।
প্রভুর গোঁচরে লজ্জা পাইব দুজন ॥
আশা আঁছে মনে পরকালে তব সহ।
দেখা হবে একত্রেতে রব অহরহ ॥
বিরহে বিরহে আর রহে কি জীবন।
অনুমান করি শীঘ্র হইবে নিধন ॥
অতএব বিধুমুখি কি কহিব আর।
আশা আছে অন্তে হবে মিলন দোঁহার ॥
হেন কালে সদাগর সহ সহচর।
আসিতেছে সেই পথে হইয়ে সত্বর ॥
হেরিয়ে মজনু কহে ওই দেখ প্রিয়ে।
আসিছেন তব পিতা তোমার লাগিয়ে ॥
আর এথা থাকা মোর উচিত না হয়।
যাও প্রিয়ে পিতৃ সহ আপন আলয় ॥

বিস্মরণ কিন্তু মোরে না হবে সুন্দরি।
আমি পরকালেও তোমার আশা করি॥
এ জন্মের মত বুঝি হলাম বিদায়।
দগ্ধ হল প্রাণ মোর বিরহ জ্বালায়॥
এত বলি প্রেয়সীর চুম্বিয়ে বদনে।
বিদায় হইলা ধীর সজললোচনে॥
অনন্তর বনে মজ্‌নু মন দুঃখে চলে।
লয়লার উষ্ট্র গিয়ে মিলিল সে দলে॥
শোকাতুরা রসবতী সজল নয়ন।
সকাতরে দল সহ করিল গমন॥
নিজালয়ে গিয়ে সতী বিষম বিরহে।
ধরিতে না পারে প্রাণ কান্ত ধ্যানে রহে॥
আহার নিদ্রাদি ত্যাগ করিলেন ধনী।
সর্ব্বদা চঞ্চলা যেন মণি হারা ফণী॥
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায় ক্ষণেকে কম্পন॥
ক্ষণেক শয্যায় পড়ে ক্ষণেক ধরায়।
ক্ষণেক সখীর কোলে পড়েন ত্বরায়॥
বলে সখি কই মোর প্রাণের রতন।
তিনি বিনা মোরে কেন করিস যতন॥
সন্তান বিহীনে বৃথা যেমন সংসার।

তিনি বিনা বৃথা এই জীবন আমার ॥
আর প্রাণে কাজ নাই ওগো সহচরি ।
বিষ এনে দাও তাই পান করি মরি ॥
পলকে প্রলয় হয় না হেরে যাহায়
কেমনে বাঁচিব আমি ত্যজিয়ে তাহায় ॥
বলিতে বলিতে ধনী মূর্চ্ছিতা হইল ।
সখীগণ ধরাধরি করিয়ে তুলিল ॥
বলে কি কঠোর সাধু সাধুর গৃহিণী ।
সাধ করি কন্যারে করিল অনাথিনী ॥
পাগলেরে কন্যা দান করিবে না বলি ।
হায় হায় হারাইল সোণার পুতলী ॥
পাগলেরে যদি দিত না হত এ দায় ।
হায় হায় হেলা করি কি ধন হারায় ॥
মেয়ে সুখী হবে বলে দেয় ভাল বরে ।
মেয়ের না হলে সুখ তাহাতে কি করে ।
কে জানে উত্তম আর কে জানে অধম ।
যে বর কন্যার প্রিয় সেই সে উত্তম ॥
বিশেষতঃ মজ্নু সম পাত্র কে এমন ।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তি মহীশ নন্দন ॥
রূপের তুলনা তার নহে সুধাকর ।
তাহার কলঙ্ক আছে ব্যক্ত চরাচর ॥

অকলঙ্ক নিরমল রূপের সাগর ।
আর কি তেমন আছে অবনী ভিতর ॥
গুণের কি কব কথা সর্ব্ব শাস্ত্র জানে ।
সুধীর সুশীল অতিশয় বিজ্ঞ জ্ঞানে ॥
বিশেষতঃ সে রঙ্গ কি মনে নাহি কার ।
দ্বারী এল যখন বধিতে প্রাণ তার ॥
যেই মাত্র খর করবাল করে ধরি ।
কাটিতে উদ্যত তারে ভুজ উর্দ্ধ করি ॥
নাড়িতে না পারে ভুজ হইল অচল ।
বিষম বিপদে দ্বারী হইল বিকল ॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে ধরে মজনুর পদে ।
হাসিয়ে সুধীর তারে তারে সে বিপদে ॥
ভক্তি ভাবে ভগবানে করিল স্তবন ।
দ্বারির দুর্গতি হৈল অমনি মোচন ॥
হায় হায় তবু তারে চিনিতে না পারে ।
তেমন সাধক আর কে আছে সংসারে ॥
কেবল প্রেমের দায়ে হয়েছে বাতুল ।
রূপে গুণে ধনে মানে কেবা সমতুল ॥
লয়লার সনে যদি হইত মিলন ।
কখনো সে গুণাকর না হত এমন ॥
কোন কালে হেন প্রেম কে শুনে কোথায় ।

সে হল বিপিনবাসী এ মরে এথায় ॥
এমন পিরীতি ভঙ্গ করিলেক যারা।
কোন্ অপকর্ম্ম না করিতে পারে তারা ॥
সতীর পতিরে দেখ দূর করি দিয়ে।
দিতে চায় দুষ্ট উপপতিরে ডাকিয়ে ॥
বিশেষতঃ সম্ভোগ হইল যার সনে।
তারে ত্যজি অন্য বরে দেয় গো কেমনে ॥
হেন পিতা মাতা কেবা দেখেছে কোথায়।
কন্যারে কুলটা করে আপন ইচ্ছায় ॥
সাধুরে কে বলে সাধু অতি নরাধম।
সংসারে না দেখি আর পাপি তার সম ॥
রাজার উচিত সদাগরে বধি রণে।
লয়লার বিভা দেন মজনুর সনে ॥
আমাদের মতে ইথে নাহি কিছু পাপ।
কি জানি কি জন্যে রাজা ভাবেন সন্তাপ ॥
কিম্বা তারে দেশ হতে দিয়ে দূর করি।
প্রাণপ্রিয় পুত্রে দিন লয়লা সুন্দরী ॥
এত বলি সবে তারে ডাকয়ে সত্বরে।
কর্ণ মূলে মুখ দিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে ॥
ওগো সতি প্রেমময়ি উঠ গো বসিয়ে।
তোমারে অজ্ঞান দেখি বিদরয়ে হিয়ে ॥

হেন কালে স্থির চিত্তে শুনিল সকলে।
লয়লার কণ্ঠ শুদ্ধ মজ্‌নু মজ্‌নু বলে॥
বলে সবে আহা মরি ওগো সুলোচনে।
হেন প্রেম দেখি নাই এ তিন ভুবনে॥
ধন্য ধন্য ধরাতলে তোমরা দুজন।
কিছুতে বুঝিল্ল নাকি সাধু অভাজন॥
বুঝি কোন দেব দেবী এই অবনীতে।
এসেছেন প্রেমের মাহাত্ম্য বিস্তারিতে॥
হেন কালে সুন্দরীর হইল চেতন।
বলে কই কই মোর প্রাণের রতন॥
সখীগণ বলে সতি স্থির কর মন।
রাখ রাখ আমাদের এই নিবেদন॥
সরস বসন্ত ঋতু এসেছে ভুবনে।
বড় শোভা হইয়াছে নিকুঞ্জ কাননে॥
চল তথা মন ব্যথা হবে নিবারণ।
দেখিয়ে জুড়াবে আঁকি সুস্থ হবে মন॥
শুনি সখী স্কন্ধে কর দিয়ে সাধুবালা।
নিকুঞ্জ কাননে চলে যেন মাতয়ালা।

বসন্ত বর্ণন।

ঋতুরাজ বসন্ত আইল ধরাতলে।
সসৈন্য সামন্ত সঙ্গে অতি কুতুহলে॥
বার দিয়ে বসিলেন অতি মনোরঙ্গে।
প্রাণের প্রেয়সী রাণী পিরীতির সঙ্গে॥
চন্দ্র রূপি গগণ মণ্ডলে সুধাকর।
মলয় মারুত আসি ঢুলায় চামর॥
বিচিত্রিত চন্দ্রাতপ রূপ যত তারা।
সুচারু কুসুম যত সভাসদ তারা॥
আরিজবেগির কর্ম্ম করে পিককুল।
সংযোগিজনের প্রতি সদা সানুকূল॥
বিরহি প্রজার প্রতি অতি প্রতিকুল।
তার রবে রবে করে জাতি মান কুল॥
মধুকর বন্দিকর করে গুণগুণ।
ওই ছলে বুঝি গায় বসন্তের গুণ॥
রতিপতি সেনাপতি সমরেপ্রচণ্ড।
যার করে শোভা করে কুসুম কোদণ্ড॥
এই রূপ অপরূপ রাজারে হেরিয়ে।
আনন্দ রসেতে রসা গেলেন গলিয়ে॥
মহোল্লাসে প্রেমাবেশে হইয়ে অধরা।

নবীন যুবতী রূপ ধরিলেন ধরা॥
শাখি সব নবীন পল্লবে সুশোভিত।
কত তরু মঞ্জরিল অতি শোভান্বিত॥
নানা জাতি কুসুম হইল বিকশিত।
হেরিয়ে নয়ন মন হয় হরষিত॥
ফুটিল পলাশ পুষ্প কি শোভা তাহার।
রূপবান্ মূর্খ সহ তুলনা যাহার॥
ফুটিল মাধবীলতা পুষ্প চমৎকার।
মাধব রাধার গলে দেন যার হার॥
বিকশিত পুষ্পবনে হল কুন্দ ফুল।
সুন্দরীর দন্ত সনে যার সমতুল॥
সংযোগি জনের পক্ষ ফুটিল অশোক।
তারে হেরি বিরহির বাড়ে বড় শোক॥
জগতের প্রিয় ফল অম্র সুধাসার।
এই কালে দেখা দেয় মুকুল তাহার॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জরে।
শাখিতে শাখিতে নানা বিহঙ্গ বিহরে॥
নীর অতি নিরমল হল এ সময়।
সরোবর সলিল যেমন সুধাময়॥
ঢল ঢল করে জল মন্দ গন্ধবহে।
হেরি বিরহিণীর নয়নে নীর বহে॥

জুড়ায় জগত জ্বালা জলের এ গুণ ।
এই কালে বিরহির ক্ষে যেন আগুন ॥
বুঝ লোক বিরহের প্রভাব কেমন ।
জগতেরে বিপরীত করয়ে এমন ॥
হংস চক্রবাক সারসাদি জলচরে ।
নানা রঙ্গে প্রিয়া সঙ্গে সুখে জলে চরে ।
ফুটিল কুমুদ ফুল মানস রঞ্জন ।
প্রাণের প্রেয়সী যেন মেলিয়ে নয়ন ॥
সরোবরে প্রস্ফুটিত হইল নলিনী ।
বদন প্রকাশি যেন পদ্মিনী কামিনী ॥
প্রাণবঁধু মধুকর মধুপান করে ।
নীলকান্ত মণি যেন স্বর্ণ উপরে ॥
পশু পক্ষী কীট নর ভুজঙ্গ পতঙ্গ ।
কার না রহিল আর শীতের আতঙ্ক ॥
সরস বসন্তে সবাকার বাড়ে রঙ্গ ।
সদা করে প্রাণের প্রিয়ার অঙ্গ সঙ্গ ॥
সুখ পেয়ে দিবসের বৃদ্ধি হয় কায় ।
রসময়ী রাত্রি কিন্তু ক্রমে ক্ষয় পায় ॥
বিরহিজনের দুঃখে দুঃখিত হইয়ে ।
বুঝি নিশা হন কৃশা ভাবিয়ে ভাবিয়ে ॥
কিম্বা তাহাদের ক্লেশ অল্প করিবারে ।

নিজ পরিমাণ অল্প করেন সংসারে ॥
যত জরা জীর্ণরোগি হল রোগ মুক্ত
অত্যন্ত বৃদ্ধেরো মন হল রস যুক্ত ॥
হইল তাহারা যেন পুনঃ নবতনু ।
মূর্ত্তিমান্ হল যেন আবার অতনু ॥
এই কালে দোলে দোলে রাধা শ্যামরায় ।
সে রূপ স্বরূপ রূপ না দেখি কোথায় ॥
দেখি মাত্র শশী নব নীরদ গগণে ।
কিন্তু তারা সমতুল হইবে কেমনে ॥
সুধাংশু কলঙ্ক পূর্ণ বিখ্যাত ভুবন ।
বৃষ্টি ছলে নব ঘন কাঁদয়ে সঘন ॥
হেরি সে যুগল রূপ যত ভক্তগণ ।
প্রেমরস পারাবারে হইল মগন ॥
আবির খেলায় লোকে মহা রঙ্গে ভঙ্গে ।
বসন্ত রাগিণী গীত গায় নানা রঙ্গে ॥
কাটাইয়ে দুরন্ত শীতের ঘোর দায় ।
বারবধু বার দিয়ে পথ পানে চায় ॥
রসের সাগর যত নবীন নাগর ।
মনের হরিষে তারা আসে নিরন্তর ॥
এই রূপে রসা নব রসেতে রসিয়ে ।
রসরাজ ঋতুরাজ ভেটিল আসিয়ে ॥

অমনি বসন্তরাজ ভাসি প্রেম নীরে ।
আলিঙ্গন দিলা আসি সে রসা রাণীরে ॥
অনন্তর করাদায় করিবার তরে ।
পাঠান সসৈন্য স্মরে প্রজার গোচরে ॥
আইল কন্দর্প দর্পে পরম রঙ্গেতে ।
রাজার সভাস্থ যত আইল সঙ্গেতে ॥
দূতীরূপা নিশা দিল সংবাদ সত্বর ।
সংযোগিজনেরা দিল রসরঙ্গ কর ॥
বিরহি মণ্ডলে কর না পাইয়ে স্মর ।
অজ্ঞানী করিল সবে প্রহারিয়ে শর ।
সহায় হইল শশী মলয় পবন ।
কেমনে বাঁচিবে তবে নরের জীবন্ ॥
কলঙ্ক ভূষিত চন্দ্র বিখ্যাত সংসার ।
প্রাণি বধ করিবারে কি ভয় তাহার ॥
জগৎ প্রাণ হয়ে প্রাণ বধ সমীরণ ।
তোমার এ রীতি কেন কহ না কারণ ॥

পুষ্পবনে লয়লার ভাব বর্ণন ।

সখী সনে উপবনে এল সাধুবালা ।
মনে ভাবে জুড়াইব বিরহের জ্বালা ॥

তথায় আসিয়ে আরো ঘটিল বিপদ।
অবশ হইল অঙ্গ নাহি চলে পদ॥
বলে সখি আর মোর রহে না পরাণ
কুসুম কানন যেন হানে মোরে বাণ॥
যতেক কুসুম মোর প্রিয়েরে ধরিয়ে।
লইয়াছে ওই দেখ বিভাগ করিয়ে॥
লয়েছে অপরাজিতা চিকুর চিকন।
অমল কমল তাঁর হরেছে বদন॥
তিল ফুল নিল নাসা অধর বান্ধুলী।
চম্পক কলিকা হয়্যে লয়েছে অঙ্গুলী॥
ইন্দীবর নিল প্রাণপ্রিয়ের নয়ন।
মৃণাল লইল ভুজ উরুর বলন॥
স্থলপদ্ম নিল তাঁর যুগল চরণ।
কণক চম্পক করে বরণ হরণ॥
গোলাপ হরিল হাসি কুন্দ দন্ত তাঁর।
লাবণ্য লইল বল্লী প্রিয়ের আমার॥
নির্জ্জনে পাইয়ে বনে প্রাণ কান্তে মোর।
ভাগ করি লয়ে এল ওই সব চোর॥
আর কি আমার প্রাণনাথ আছে বনে।
বুঝি তাঁর আত্মা গেছে অমর ভুবনে॥
বলিতে বলিতে ধনী ভাবিয়ে আকাশ

ধরাতলে পড়িলেন ঘন বহে শ্বাস ॥
সখীগণ ত্বরিৎ করিয়ে ধরাধরি ।
আলু-থালু হয়ে অতি চলিল সুন্দরী ॥
দূর হতে সরোবর করিয়ে দর্শন ।
কাতরে কহেন রামা সজল নয়ন ॥
যেওনা গো প্রাণ সখি ওই সরোবরে ।
যার জল প্রিয়ের মাধুরী চুরি করে ॥
বিরহ অনল মোর জুড়ায় না জলে ।
শতগুণ প্রবল হইয়ে আরো জ্বলে ॥
চল চল প্রাণ সখি চল গো ভবন ।
এখানে থাকিয়ে আরো জ্বলয়ে জীবন ॥
সখী সনে ভবনে আসিয়ে বিনোদিনী ।
ধুলায় পড়িয়ে রহে যেন উন্মাদিনী ॥

লয়লার খেদোক্তি ।

প্রেমময়ী লয়লা কামিনী ।
আসি আপনার বাসে, নয়ন নীরেতে ভাসে,
বিষম বিরহে বিষাদিনী ।
কহে কোথা প্রাণেশ্বর, প্রেমাসক্তি খরশর,
সদা মোরে জরজর করে ।

বিধাতা নির্দয় যারে, কে আর তারে গো তারে,
ছেদ করে বিচ্ছেদ অন্তরে ॥
আগে মিত্র ছিল যারা, এবে শত্রু হল তারা,
বিরহে হরিবে বুঝি প্রাণ।
তার সাক্ষী পুষ্পোদ্যান, দৃষ্টি মাত্রে হরে জ্ঞান,
প্রাণে হানে যেন অগ্নিবান্ ॥
বনে প্রিয়তম সঙ্গে, আছিলাম রস রঙ্গে,
ভিন্ন করাইল পুনর্ব্বার।
অবলা রমণী আমি, কোথা প্রভু চিত্তগামি,
সহিতে না পারি দুঃখ আর ॥
এই রূপে প্রমোদিনী, প্রায় যেন উন্মাদিনী,
বৃদ্ধি হয় বিরহ বিকার।
ত্যজে বেশ অভরণ, দিবা নিশি জ্বালাতন,
নয়ন নীরদ রূপ তার ॥
ধুলার শয্যাতে থাকে, কোথা প্রিয় বলে ডাকে,
অনিবার করে হাহাকার ॥
এক দিন রজনীতে, পড়ি গৃহে ধরণীতে,
কান্ত রূপ ভাবিতেছে ধনী
হেন কালে প্রাণহরা, কাল নিদ্রা অতি ত্বরা,
নেত্রে তার আইল অমনি ॥
নিদ্রিত হইয়ে সতী, স্বপ্নে দেখে প্রাণপতি,

বন মাঝে হইল নিধন।
স্বপ্ন দেখি এপ্রকার, করে রামা হাহাকার,
চমকিয়ে উঠিয়ে তখন ॥
পড়িয়ে ধরণীপরে, কাঁদে রামা উচ্চৈঃস্বরে,
ঘন শিরে করে করাঘাত।
ওরে নিদারুণ বিধি, হরিলি প্রাণের নিধি,
হৃদয়ে করিলে বজ্রপাত॥
না হল মরণ মম, মরিল সে প্রিয়তম,
অনাথিনী করিয়ে আমায়।
ত্যজিব এপ্রাণ আমি, নাথ যেই পথগামী,
সেই পথে যাইব ত্বরায় ॥
এরূপ বচন খেদে, কহে ধনী কেঁদে কেঁদে,
স্বর্ণলতা ধুলায় লোটায়।
ছিন্ন ভিন্ন করি কেশ, দুরে ফেলে ভূষা বেশ,
অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥
বিধবা আকার ধরে, আপন পতিরে স্মরে,
কহে আর কি কাজ বাঁচিয়ে
কান্ত বিনা নাহি ত্রাণ, শান্ত কে করিবে প্রাণ,
ত্যজিব পরাণ বিষ পিয়ে ॥
লয়লারমণ নাম, ধর প্রাণ গুণধাম,
এবে সুরবধুর রমণ।

নারীর ভূষণ পতি, পতিহীনা হলে সতী,
কিবা কাজ তাহার জীবন ॥
এই রূপে গুণবতী, কাঁদে ব্যাকুলিতা মতি,
যেন মীন হীন হয়ে নীর।
তেমন রূপের ডালি, ভাবিয়ে হইল কালী,
হেরে তারে সকলে অস্থির ॥
শুকাইল বিধুমুখ, দেখিয়ে তাহার দুখ,
ধরায় ধরে না দুঃখ তার।
শরীর হল বিবশা, ঘটিল দশ দশা;
ভুবনে ভরিল হাহাকার॥
উদ্যানের পক্ষিচয়, খেদে রব হীন হয়,
তার দুঃখে সকলে দুঃখিত।
মালঞ্চে কুসুম রাশি, ত্যজিল মধুর হাসি,
ফুটে ফুল হইল মুদিত ॥
দেহে নাহি কিছু বল, নেত্রে সদা ঝরে জল,
ক্রমে কালী বর্ণ হল কায়।
প্রাণ বলে যাই যাই, মন বলে ভাল তাই,
কাজ নাই থাকিয়ে এথায় ॥
এরূপ হইল যবে, লয়লা জানিল তবে,
মৃত্যুকাল আইল তাহার।

মায়ে ডাকি ততক্ষণ, করে ধনী নিবেদন,
প্রাণ যায়, রক্ষা নাহি আর ॥

লয়লার মৃত্যু ও তাহার মাতার রোদন।

জননীরে সুরূপিণী ডাকিয়ে তখন।
কহে মাতা শুন আজি মম নিবেদন ॥
দেহ গো জননী মোরে বিদায় এখন।
প্রাণনাথ বিনা মোর না রহে জীবন ॥
জানিলাম এবে, হল আয়ুঃ শেষ মোর।
শমন এসেছে ওই লয়ে মৃত্যু ডোর ॥
করেছিলে আমারে মা উদরে ধারণ।
আমি কন্যা জন্মে সুখ না পেলে কখন ॥
কত দুঃখ পেয়েছ মা প্রসবি আমারে।
বিস্তর পেয়েছ লজ্জা লোকের মাজারে ॥
দুর্নাম হইল তব আমার কারণে।
অপমান সহ্য কত করিল স্বজনে ॥
মোর লাগি মাতা কত দ্বন্দ করিয়াছ।
ইতর লোকের কত কথা সহিয়াছ ॥
কত দোষ করিয়াছি তোমার চরণে।

তনয়া বলিয়ে কিছু না রাখিবে মনে ॥
মম মৃত্যু কাল এই হল উপস্থিত।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম গো ত্বরিত ॥
দেহ শ্রীচরণ তব আমার মাথায় ।
জনমের মত আমি হলাম বিদায় ॥
তব ঋণে বন্দী রহিলাম চিরদিনে ।
আমার নাহিক মুক্তি তব কৃপা বিনে ॥
কিন্তু এক কথা মাতা করি নিবেদন ।
কৃপা করি তাহা নাহি হবে বিস্মরণ ॥
যাহার বিরহে আমি হলাম নিধন ।
যদি বেঁচে থাকে সেই সাধনের ধন ॥
তবে তাঁরে পাঠাইবে মোর সমাচার ।
প্রাণের লয়লা তব ত্যজিল সংসার ॥
যাহার স্মরণে হ'ত সুখোদয় তব ।
তোমার অভাবে সেই ত্যজিল এ ভব ॥
এই রূপে করি ধনী মুখে মজনু রব ।
অচেতনা হয়ে পড়ে হইয়ে নীরব ॥
শমন হেরিয়ে তাহা করেন রোদন ।
কহে কোথা নাহি হেরি প্রণয় এমন ॥
প্রেমময়ী ত্যজে প্রাণ মুদি দুই আঁকি ।
দেহ শূন্য করি উড়ে গেল প্রাণপাকী ॥

তখন জননী তার করে হায় হায় ।
অজ্ঞান হইয়ে রাণী পড়িল ধরায় ॥
কাতরা হইয়ে করাঘাত করে ভালে ।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে গালাগালি দেয় কালে ।
আগেতে কি জানি আমি ঘটিবে এমন ।
তাহলে দিতাম তারে করিয়ে মিলন ॥
কে জানে এমন মন হয়েছিল তোর ।
হায় হায় হারালাম সার ধনে মোর ॥
কেন মজিলাম পোড়া লোকের কথায় ।
সর্ব্বনাশ করি তারা রহিল কোথায় ॥
করিলে কি কাল প্রেম কয়েসের সনে ।
খাইলে মায়ের মাতা ওগো সুলোচনে ॥
জননীরে লয়লা গো ত্যজিলে কেমনে ।
হায় কোথা গেলে শূন্য করিয়ে ভবনে ॥
অঞ্চলের নিধি মোর কে নিল হরিয়ে ।
কে আর ডাকিবে মোরে জননী বলিয়ে ॥
পাইলি কি দোষ মোর নিদারুণ বিধি ।
কেন রে হরিয়ে নিলি মম প্রাণনিধি ॥
শমন তোমার কিবা কঠিন হৃদয় ।
দুঃখিনীরে হলে তুমি বিষম নিদয় ॥
এমন সিঁদাল চোর কোথাকারে ছিল ।

দেহ হতে প্রাণ চুরি সম্মুখে করিল ॥
প্রাণের লয়লা মোর উঠে আয় কোলে।
চাঁদমুখে একবার ডাক মা মা বলে ॥
নয়ন কমল মিলি দেখ একবার।
কি দশা হইল মা গো মায়ের তোমার ॥
সুধা মাখা কথা কহ তোল শশিমুখ।
তোমারে নীরব হেরি ফেটে যায় বুক ॥
আর কত নিদ্রা যাও বস মা উঠিয়ে।
অভাগিনী ডাকে মা গো কাতরা হইয়ে ॥
কেন বা এমন হলে কহ না আমায়।
কটাক্ষ চাহনী তোর গেল গো কোথায় ॥
কোথা রে শমন লয়ে যাও রে আমারে।
কেমনে বাঁচিয়ে আমি থাকিব সংসারে ॥
নয়ন রতন মোর সে গেল কোথায়।
কি হল জীবনে মোর হারায়ে তাহায় ॥
তিলেক না দেরি যারে প্রাণে হই সারা।
জনমের মত হল হেন ধন হারা ॥
আর না তোমার কথা শুনিব শ্রবণে।
আর না কাঁদিবে তুমি মজ্‌নুর কারণে ॥
যে মুখ হেরিয়ে লজ্জা পায় পদ্মফুল।
মধুভ্রমে যাহাতে আসিত অলিকুল ॥

সে মুখ এখন তব শুকাইয়ে গেছে।
ভৃঙ্গগণ এসে এসে ফিরিয়ে যেতেছে॥
নিদ্রা তোর সুকোমল শয্যায় না হত।
এখন ধুলায় নিদ্রা যাইতেছ কত॥
এইরূপে সুতা শোকে সাধুর রমণী।
বিনাইয়ে কাঁদে খেদে লোটায়ে ধরণী॥
কবি কহে মিছে খেদ কর্‌হ এখন।
মজ্‌নুরে মিলায়ে দিলে না হত এমন॥

শ্রেষ্ঠির খেদ এবং লয়লার প্রতিক্রিয়া।

তনয়ার মরণ শুনিয়ে সদাগর।
হাহাকার করে অতি অস্থির অন্তর॥
অকস্মাত বজ্র যেন পড়িল মাথায়।
মূর্চ্ছাগত হয়ে শীঘ্র পড়েন ধরায়॥
চৈতন্য পাইয়ে পরে করেন রোদন।
নদীর সমান হৈল যুগল নয়ন॥
কহে নিদারুণ বিধি একি তব বিধি।
কোন প্রাণে আমার হরিলি প্রাণনিধি।
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী মোর কন্যা।

কোথা গেলি লয়লা গো ধরণীর ধন্যা ॥
পিতা বলে আর মোরে নাহি এ সংসারে ।
কেমনে কঠিন প্রাণে ত্যজিলে আমারে ॥
তুমি মা সর্ব্বস্ব ধন সংসারের সার ।
তোমা বিনা দেখি আমি সব অন্ধকার ॥
তোমা বিনা ঐশ্বর্য্যেতে কিবা কাজ আর ।
জ্ঞান হয় বন সব ভবন আমার ॥
করিলে কি কাল প্রেম পাগল করেসে ।
চিরকাল দুঃখে গেল মৃত্যু অবশেষে ॥
সবে বলে প্রেম শুদ্ধ সুখের ভাণ্ডার ।
আমি বলি প্রেম শুদ্ধ দুঃখ পারাবার ॥
আগে যদি জানিতাম ঘটিবে এমন ।
তা হইলে করিতাম মজনুরে অর্পণ ॥
এইরূপে আত্ম বন্ধু যতেক স্বজন ।
হাহা রবে কাঁদে সবে সজল নয়ন ॥
অন্তঃপুরে নারীগণ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ।
স্মরি তার গুণ ভাসে শোকের সাগরে ॥
পরে সাধু করে গতিক্রিয়া আয়োজন ।
আনয়ন করি যত দ্রব্য প্রয়োজন ॥
গোলাবেতে লয়লারে স্নান করাইয়ে ।
বিচিত্রিত বাস ভূষা দিল পরাইয়ে ॥

কস্তুরি চন্দন চুয়া নানা পুষ্পহার।
শোভিত করিয়ে দিল শ্রীঅঙ্গে তাহার॥
বিবাহের কন্যা সম শোভা হল তার।
স্বর্গে মজ্‌নু সনে বিভা হইবে এবার॥
পরেতে সকলে লয়ে চলিল তাহারে।
কাঁদিতে কাঁদিতে ভাসি শোক পারাবারে॥
হাহাকার করে নগরের লোক সব।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তারা হল যেন শব॥
পরে শোকানলে সবে হইয়ে দহন।
গোর স্থানে উপনীত হইল তখন॥
স্বর্ণ অঙ্গ রাখি তার মৃত্তিকা ভিতরে।
শান্তিক্রিয়া করি সবে গেল নিজ ঘরে॥
তনু ত্যজি প্রেমময়ী অমর ভুবনে।
গেলেন ত্বরায় স্বীয় প্রিয় অন্বেষণে॥
শুনি ভাবকের ভাবে নেত্রে ঝরে নীর।
বুঝ এই ভাব যার প্রেমের শরীর॥

লয়লার স্বজনের খেদোক্তি।

আলয়ে আসিয়ে সবে, মন দুঃখে হাহা রবে,

কাঁদে লয়লার আত্মজন।
দহে শোকে কলেবর, হৃদি হৃঙ্গজরজর,
অশ্রু জলে পূরিল নয়ন ॥
যত সহচরীগণে; বিষম দুঃখিত মনে,
বিনাইয়ে কাঁদে নানা ছাঁদে।
পথের পথিক যারা. শুনে কেঁদে যায় তারা,
পশু পক্ষি বৃক্ষ আদি কাঁদে ॥
সদাগর সীমন্তিনী, সুতা শোকে বিষাদিনী,
খেদে অঙ্গ করিল অঙ্গার।
কহে কোথা প্রাণকন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
কোথা গেল করিয়ে আঁধার ॥
দয়া নাহি হল তোর, কাটিলি মা মায়া ডোর,
প্রাণেতে হানিলি শোক শর।
আমার কপালে ছাই, মৃত্যু কেন হলনাই,
হারালাম প্রাণের দোসর ॥
মা মোর রূপের রাশি. বিদ্যুত সমান হাসি,
শশি সম সোণার আকার।
এবে মৃত্যু রাহু আসি. তোমারে ফেলিল গ্রাসি
ভুবন করিয়ে অন্ধকার ॥
বিধি দিল এত তাপ, পুর্ব্ব জন্মে বুঝি পাপ,
করিয়াছিলাম আমি কত।

এই রূপে খেদ করে, ধৈরজ নাহিক ধরে,
শোকাকুলে কহে নানা মত ॥
মনেতে পড়িল তাহা, কন্যা মৃত্যু কালে যাহা,
কাতর অন্তরে কয়েছিল।
সাধুর গৃহিণী পরে, কাননেতে সকাতরে,
মজ্‌নু কাছে গমন করিল ॥

মজ্‌নুর বিরহ বিকার বর্ণন।

প্রেমের তপস্বী মজ্‌নু কাননে এখানে।
বসিয়ে রহিলা প্রাণপ্রেয়সীর ধ্যানে ॥
বিরহ বিকার তাঁর হইল প্রবল।
বিষম জ্বালায় ধীর হইলা বিকল ॥
বলে কোথা গেলে পুন প্রেয়সী আমার।
চপলার ন্যায় দেখা দিয়ে একবার ॥
বহুকাল পরে হেরি তব মুখশশী।
সুখের সাগরে মজেছিলাম প্রেয়সী ॥
পুনর্ব্বার প্রাণপ্রিয়ে করি অন্তর্ধান।
শাণ দিয়ে গেলে যেন বিরহের বাণ ॥
আর কি দেখিবে আঁখি সে বিধু বদন।
আর কি শুনিবে কর্ণ মধুর বচন ॥

আর কি পাইবে ভুজ তব আলিঙ্গন।
আর কি পাইবে মুখ শ্রীমুখ চুম্বন॥
আর কি এমন ভাগ্য হইবে আমার।
মিলন সলিলে আমি খেলিব সাঁতার॥
আগে আমি বিরহের ভয়েতে তোমার।
কণ্ঠেতে না পরিতাম মণিময় হার॥
উভয়ের মাজে কিন্তু রহিল এখন।
কত দেশ নদ নদী বন উপবন॥
দারুণ বিরহ মোরে সহিল এখন।
হায় হায় কি কঠিন আমার জীবন॥
সুধার সমান প্রিয়ে তোমার বচন।
শশির সমান তব সুন্দর বদন॥
অমল কমল সম শরীর কোমল।
স্বর্ণের সমান তব বর্ণ সমুজ্জ্বল॥
কমলকলিকা সম পয়োধর শোভা।
বিদ্যুত সমান হাসি মম মনোলোভা॥
প্রাণ স্নিগ্ধকারি তব সকলি হে প্রাণ।
কিন্তু এ বিরহ যেন বজ্রের সমান॥
ভাবিতে ভাবিতে মজনু বিষম বিকল।
তথা হতে উঠিলেন হইয়ে চঞ্চল॥
বিরহ বিভ্রমে ধীর ভ্রমে ধীরে ধীরে।

উপনীত হৈলা এক সরোবর তীরে ॥
নীর অতি নিরমল করে টল টল।
ডুবিয়ে রয়েছে তায় একটি কমল ॥
হেরি তাঁর উপজিল চমৎকার ভাব।
বুঝ লোক পিরীতের কেমন প্রভাব ॥
বলে প্রিয়ে বুঝি মোর বিরহে দহিয়ে।
জলে ডুবে মরিবে হে অধৈর্য্য হইয়ে ॥
প্রিয়ে তুমি প্রাণ হইতেও বড় ধন।
কেমনে দেখিব তুমি হইবে নিধন ॥
এত বলি ঝাঁপ দিয়ে পড়িয়ে সে জলে।
ধরিলেন বীর সেই অমল কমলে ॥
তীরেতে তুলিতে তায় করেন যতন।
মৃণাল সহিত তাহা হল উৎপাটন ॥
প্রেমাবেগে ঘন ঘন করেন চুম্বন।
ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়েতে করেন স্থাপন ॥
কিছুতে বুঝিতে নারে দেখ চমৎকার।
সাবাসি সাবাসি ওরে পিরীতি বিকার ॥
ক্ষণেক বিলম্বে ধীর হৈলা সচেতন।
হায় হায় করি শেষে করেন ক্রন্দন ॥
জল হতে স্থলে পরে উঠিলেন ধীর।
দুনয়নে ঝর ঝর ঝরিতেছে নীর ॥

হেন কালে উদয় হইল সুধাকর।
সুধার সমান যার সুশীতল কর ॥
তাঁহার হইল জ্ঞান অনল যেমন।
কহিতে লাগিলা তারে করিয়ে তর্জ্জন ॥
ওরে সুধাকর মোরে করিছ দহন।
এখনি তোমারে পারি করিতে দমন ॥
ধনুর্ব্বাণ এই ক্ষণে আনিয়ে সত্বরে।
করিতে পারি রে তোরে খণ্ড খণ্ড শরে ॥
আমার প্রিয়ার রূপ অতি অপরূপ।
তোমার লাবণ্য প্রায় তার অনুরূপ ॥
সেই হেতু সহিলাম আমি তোর তাপ।
নতুবা দেখিতে আজি আমার প্রতাপ ॥
এত বলি ভ্রমে বন সুধীরকিশোর।
প্রেয়সীর প্রেম রসে হইয়ে বিভোর ॥
এক বৃক্ষে লাগিয়াছে শশির কিরণ।
হেরি চমকিয়ে উঠে মজনুর মন ॥
সেই সুধাকর করে ভাবে গুণাধার।
বুঝি দাঁড়াইয়ে ওই প্রেয়সী আমার ॥
বুঝি মোর উদ্দেশ পাইয়ে প্রাণপ্রিয়ে।
দাঁড়ায়ে আছেন অভিসারিকা হইয়ে ॥
এত বলি মোহিত হইয়ে সেইক্ষণ।

মনের আবেশে বৃক্ষে দিলা আলিঙ্গন ॥
লয়লা ললিত অতি নবনী জিনিয়ে।
দারুণ দারুর স্পর্শে না জুড়াল হিয়ে।
পরে প্রেমময় মজ্নু হৈলা সচেতন।
বলে বুঝি আজি আমি দেখেছি স্বপন ॥
হেন কালে মেঘে শশী হল আচ্ছাদন।
অন্ধকার হৈল কিছু না হয় দর্শন ।
খেদে কেঁদে কহে মজ্নু একি হল দায়।
প্রিয়া মুখ সম শশী গেল রে কোথায় ॥
হাসির হিল্লোল সম কোথা পুষ্পগণ।
নয়নের অনুরূপ কোথায় খঞ্জন ॥
প্রিয়া পয়োধর প্রায় কোথা পুষ্পকলি ।
আর না দেখিতে আমি পাই সে সকলি ॥
উপমানগণ ছিল শোক নিবারণে।
দৈব দোষে সে সবেও না দেখি নয়নে ॥
ওরে বিধি লুকাইলি প্রিয়ারে আমার।
উপমানগণে পুন হরিলি আবার ॥
এবে বুঝিলাম তুমি অন্য কোন বিধি।
সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি হলে না হত এ বিধি ॥
যে বিধি করেছে চাঁদে রাহুর ভোজন।
সে বিধি করেছে তায় কলঙ্ক যোজন ॥

যে বিধি করেছে কাঁটা পঙ্কজ মৃণালে।
সে বিধি বিরহ জ্বালা ঘটায় কপালে॥
ভাবিতে ভাবিতে ধীর গণিয়ে হতাশ।
শিরে করাঘাত করি ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥
কহে কোথা প্রাণপ্রিয়ে দেহ দরশন।
তোমারে না হেরি অতি তাপিত নয়ন॥
মন মণি মন্দিরে আবেশ সিংহাসনে।
রেখেছি তোমারে প্রিয়ে পরম যতনে॥
অহরহ আছে তথা পিরীতি প্রহরী।
তবে কেন প্রাণ মন জ্বলে আহা মরি॥
এত বলি ধীরবর হইয়ে নীরব।
রহিলেন কাননে পড়িয়ে যেন শব॥

লয়লার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মজ্নুর মৃত্যু।

সাধুর রমণী পরে, কাননে প্রবেশ করে,
মজ্নু গুণাকরে হেরে তথা।
কৃশ তনু হীনবল, দুনয়ন ছল ছল,
ভাবিতেছে হৃদে মহা ব্যথা॥
সাধুর নারীরে পরে, হেরিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

সম্ভাষিয়ে মধুর বচনে।
কহ মা গো কি কারণে, আইলে এ ঘোর বনে,
কেন হেন মলিন বদনে ॥
কহ গো মা সমাচার, হয়েছে কি দুঃখ ভার,
তব দুঃখে তাপিত হৃদয় ।
পদব্রজে আসিয়াছ, ছিন্ন সাজ করিয়াছ,
কেন তুমি মৌন অতিশয় ॥
কহে সাধু সীমন্তিনী, শুন ওরে যাদুমণি,
পাগল তুমি রে যার তরে ।
শূন্য করে মম পুরী, গেছ সেই যমপুরী,
শোকে মম পরাণ বিদরে ॥
কহিতে রে মুক্তা যারে, ত্যজিয়ে সে পরিবারে,
মৃত্তিকাতে করিছে নিবাস ।
যাহার লাগিয়ে তুমি, ছাড়িয়ে জনম ভূমি,
যাদু এসেছ রে বনবাস ॥
তোমার বিরহে সেহ, ত্যজেছে আপন দেহ,
তব নাম বলিতে বলিতে ।
শুনি মজনু এই কথা, পাইয়ে বিষম ব্যথা,
শোকেতে পড়িল অবনীতে ॥
করে মুখে হায় হায়, শুনাইলে কি আমায়,
বিধি মোরে হইল বিগুণ ।

আহা প্রিয়ে বিধুমুখি, করিলে বিষম দুখী,
লাগিল রে কপালে আগুন ॥
আমারে ভুলিয়ে প্রিয়ে রহিলে কোথায় গিয়ে,
শোকে মম দহে সর্ব্বকায় ।
প্রেয়সী যথায় আছে, লহ মোরে তার কাছে,
ওরে যম ধরি তোর পায় ॥
জানি প্রাণ রে তোমারে, ভালবাস লয়লারে,
সর্ব্বাপেক্ষা এ তিন ভুবনে ।
আহা আহা মরি মরি, তবে তারে ত্যাগ করি,
রহিয়াছ বাঁচিয়ে কেমনে ॥
এখনো দেখহ গিয়ে, কত দূর প্রাণপ্রিয়ে,
যেতেছেন গণিয়ে হুতাশ ।
মন সঙ্গে বেগ ভরে, গিয়ে অতি সুসত্ত্বরে,
কর তারে ত্বরায় আশ্বাস ॥
প্রাণ তুমি গেলে তবে, ত্রাণ পাই দুঃখার্ণবে,
নহে আর নাহিক উপায় ।
খেদ করি এইরূপ, মজনু রসের কূপ,
ঢলে পড়ে অমনি ধরায় ॥
নিশ্বাস হইল স্থির, শরীর হইল ধীর,
মুখে আর নাহি স্ফুরে রব ।
উড়ে গেল প্রাণপাখী, মায়ার কায়ারে রাখি,

বন মাজে হল কলরব ॥
কাঁদে যত পশুগণ, শাখি পাকি অগণন,
কীট পতঙ্গাদি করি সব।
শোকে করে হায় হায়, গালি দেয় বিধাতায়,
কেহ কেহ হয় যেন শব ॥
বনচর বনচরী, মজ্নুরে বেষ্টন করি,
খেদ করে আকুল হৃদয়;
কহে অন্ধকার বন; করিল রে কোন জন,
বায়ু আর তথা নাহি বয় ॥

মজ্নুর গতিক্রিয়া।

লয়লার শোকে মজ্নু ত্যজিল জীবন।
হাহাকার করে যত পশু পক্ষিগণ ॥
এমন সুজন মিত্র পাইব কোথায়।
মরিল প্রাণের মজ্নু হায় হায় হায় ॥
ইহারে রাখিয়ে মোরা যাব কোথাকারে।
মজ্নু সম সখা আর নাহিক সংসারে ॥
এইরূপে বনচর সবে খেদ করে।
অন্তর্যামি ভগবান জানিলা অন্তরে ॥
অকস্মাত দল এক পাঠান তথায়।

মজনুর মৃত তনু পড়িয়ে যথায় ॥
আসি তারা চমৎকার করে দরশন।
মৃত দেহে শশি সম শোভা করে বন।
কহে সবে আহা মরি মরি কিবা রূপ।
এজন পরম ভক্ত বুঝিনু স্বরূপ ॥
মহাযোগী বিনে বনে থাকিতে কে পারে।
ঈশ্বরে স্মাপিয়ে প্রাণ ত্যজিল সংসারে ॥
পশু পক্ষি বনচরে প্রহরি হইয়ে।
শোকাকুলে আছে সবে ইহারে ঘেরিয়ে ॥
পরে সবে করয়ে তাহার গতিক্রিয়া।
বসন পরায় তারে স্নান করাইয়া।
রীতি মত কর্ম্ম যত করি সমাপন।
মৃত্তিকা ভিতরে তারে করয়ে অর্পণ।
তদন্তে তাহারা গেল প্রভুর গোচরে।
মজনুর আত্মা গেল অমৃত নগরে।
লয়লার সনে তথা হইল মিলন।
আনন্দ সাগরে দোঁহে মজিল তখন ॥
দোঁহার ভঞ্জন হল জনমের দুখ।
দোঁহারে লইল কোলে আসি নিত্য সুখ ॥
লয়লা মজনুর সম ধন্য কেবা আর।
প্রেমধনে কেবল জানিয়েছিল সার ॥

শুদ্ধ প্রেম উপাসনা করিয়ে ধরায়।
নিত্য প্রেম ধনে লাভ করিল ত্বরায়॥

প্রেম মাহাত্ম্য।

এই প্রেমে সেই প্রেম হতে পারে লাভ।
ভাবক বিহনে কেবা বুঝে এই ভাব॥
ধন জন কুল মান আর প্রাণ মন।
প্রেমের পদেতে কর সর্ব্বস্ব অর্পণ
সন্ন্যাসী হলেও যদি পাও প্রেম ধন।
তাহাও স্বীকার কর ওরে মোর মন॥
জগতের গুরু শিব প্রেমের কারণ।
জটা ভস্ম অস্থিমালা করেন ধারণ
নারদাদি মহা ঋষি প্রেমের লাগিয়ে।
ভ্রমেন ভুবনে দেখ সংসার ত্যজিয়ে॥
প্রেম তত্ত্বে ত্যজে কুল যত ব্রজবধূ।
সন্ন্যাসী হইলা গৌর প্রেয়ে প্রেম মধু॥
প্রেমদায়ে পতঙ্গ প্রদীপে পুড়ে মরে।
তবু কভু প্রেম রস ত্যাগ নাহি করে॥
পিরীতি পরম ধনে চেনে সেই জন।
অতি দুঃখ হইলেও না করে বর্জ্জন॥
থাকিতে বাসনা যার মলয় পর্ব্বতে।

ভুজঙ্গের ভয় সেই করিবে কি মতে ॥
প্রেম বিনা সার ধন কি আছে ভুবনে ।
মোক্ষ প্রাপ্তি হয় শুদ্ধ প্রেমের সাধনে
সাধনের ধন ব্রহ্ম শুদ্ধ প্রেমময় ।
প্রেম হীন উপাসনা ফলদায়ী নয় ॥
প্রেমের অধীনে মাত্র চলিছে সংসার ।
বুঝে দেখ বুদ্ধিমানে মনে আপনার ॥
প্রেম ভরে সতী করে পতির সেবন ।
প্রেম ভরে পতি করে সতীর পালন ॥
প্রেম ভরে মাতা পিতা পুত্র হিত চায় ।
সংসারের প্রেমে লোক নানা কর্ম্মে ধায় ॥
তিলার্দ্ধ হইলে প্রেম হীন এ সংসার ।
সব শব হয় কিছু নাহি থাকে আর ॥
অতএব প্রেমতো সামান্য ধন নয় ।
প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্মময় ॥
প্রেমের মাহাত্ম্য কেবা পারিবে বর্ণিতে ।
কিঞ্চিত বর্ণন আছে রাসরসামৃতে ॥
কবীন্দ্র শ্রীরাসরসামৃত গ্রন্থকার ।
রচিলাম এই কাব্য সাহায্যে তাঁহার ॥
বেদে মজি ঋষিদ্বয় পরব্রহ্মে পান ।
সেই শকে এগান মহেশচন্দ্র গান ॥ ১৭৭৪

গুণিগণ প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন।

স্থূর্প যথা অসার সরায়ে সার লয় গো।
সুধীর সুধীর রীতি সেই রূপ হয় গো॥
সুতরাং ভ্রমেতে মম নাহি কিছু ভয় গো।
দোষ যদি থাকে শুধিবেন সুধীচয় গো॥
"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" বুধবর্গে কয় গো।
আমি কোন তুচ্ছ তায় হব নিঃসংশয় গো॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

হুগলি জিলার মধ্যে চৌমুহা পরগণে।
হাজিপুর নামে গ্রাম জানে বহু জনে॥
তথা রামমোহন মিত্রজ মহাশয়।
পরম পবিত্র পাত্র ভক্ত অতিশয়॥
সুদীন মহেশচন্দ্র তনয় তাঁহার।
রচিলা এ প্রেমময় কাব্য সুধাসার॥
এক্ষণে নিবাস মম এ কলিকাতায়।
শোভাবাজারের রাজভবন যথায়॥
কলিকাতা বহুবাজারস্থ মহামতি।
বেঙ্গাল সুপিরিয়র যন্ত্র অধিপতি॥

লয়লা মজনু।

বাবু প্যারীমোহন বাড়ুয্যা মহাশয়।
সাক্ষাত শিবাবতার বলিলেও হয়॥
তাঁহার আশ্রয়ে করি জীবন যাপন।
গতি নাহি মোর বিনা শ্রীপ্যারীমোহন॥

মঙ্গলাচরণ চিত্রকাব্য।

শ্রী—কান্ত চরণ পদ্ম কর মন সার।
ম—হা মায়াজালে মুগ্ধ হওনাক আর॥
হে—লায় হারাও কেন পরমার্থ ধন।
শ—ম দম সার করি করহ সাধন॥
চ—ল মন সত্য নিত্য প্রেমময় পথে।
ন—ন্দ সুত যে পথে বিহরে মনোরথে॥
দ্র—ব হয়ে ধাও শীঘ্র প্রেমেতে তাঁহার
মি—ত্রতা করহ তাঁর সঙ্গে অনিবার॥
ত্র—স্ত হয়ে ত্যজ মন দুর্জ্জনের সঙ্গ।
র—ত হয়ে কর সদা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ॥
চি—ন্তামণি চিন্তা কর মন রে আমার।
ত—বে হবে ভবার্ণবে সহজে নিস্তার॥

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে যিনি আমার অজ্ঞাতসারে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিবেন, তাঁহাকে এই ব্যবস্থা নিবর্ত্তক ইংরাজি ব্যবস্থার মর্ম্মাধীন হইতে হইবে।

শ্রীমহেশচন্দ্র মিত্র।